আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর, ২০২০ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩০শে নভেম্বর, ২০২০

জাপানে মুসলিমদের মিলছে না কবর দেওয়ার জায়গা

জাপানে বসবাসকারী মুসলিমরা ইসলাম বিরোধী সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধের কারণে প্রিয়জনকে সমাহিত করার মতো জায়গার সংকটে ভুগছেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী গণমাধ্যম নিক্কে। জাপানে ৯৯ শতাংশ মৃতদেহ দাহ করা হয়।

যার কারণে স্থানীয়রা কবর দেয়ার জন্য জায়গা দিতে চায় না; অথবা দেয় না বললেই চলে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মৃতদেহ পোড়ানো সম্পূর্ণ নিষেধ।

নিক্কের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানে বিভিন্ন দেশের নানান সংস্কৃতির প্রবাসীদের বসবাস বাড়তে থাকায় সমাধিক্ষেত্র নিয়ে সংকটও বড় হচ্ছে।

জাফর সাঈদ নামের ৩৯ বছর বয়সী এক পাকিস্তানি নাগরিক জানালেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। গর্ভপাতের কারণে ৯ বছর আগে তার বড় ছেলে পৃথিবীতে আসার আগেই মৃত্যুবরণ করে।

ছেলের জন্য কবরের জায়গা ম্যানেজ করতে পৌর অফিসে কয়েক ঘণ্টা ছোটাছুটি করতে হয় তাকে।

শেষ পর্যন্ত যেখানে কবর দিতে পারেন, সেখানে এখন আর জায়গা নেই। ইতিমধ্যে ২০ মুসলিমের শেষ ঠিকানা হয়েছে ওই গোরস্থানে।

কর্মসংস্থানের সুবিধা বাড়ায় জাপানে এশিয়ার অনেক মুসলিম দেশ থেকে প্রবাসীদের বসবাস গত কয়েক বছরে বেড়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে বাংলাদেশি আছেন ১৬ হাজার ৬০০'র মতো। ইন্দোনেশিয়ান ৬৬ হাজার। পাকিস্তানি আছেন প্রায় ১৮ হাজার।

এবার হায়দরাবাদের নাম পরিবর্তন করতে চায় যোগী আদিত্যনাথ

ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ এবার ঐতিহাসিক হায়দরাবাদের নাম পরিবর্তন করতে চায়।

গ্রেটার হায়দরাবাদ পৌর কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে শনিবার হায়দরাবাদে এক রোড পথসভায় যোগী আদিত্যনাথ বলেছে, ফৈজাবাদ 'অযোধ্যা' হতে পারলে হায়দরাবাদ 'ভাগ্যনগর' হবে না কেন? খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

যোগী বলেছে, কিছু লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, হায়দরাবাদ শহরের নাম ভাগ্যনগর রাখা যেতে পারে কিনা? আমি তাদের বলেছি– কেন হবে না? উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আমরা ফৈজাবাদের নাম রেখেছি অযোধ্যা এবং এলাহাবাদের নাম প্রয়াগরাজ। তা হলে হায়দরাবাদের নাম 'ভাগ্যনগর' করা যাবে না কেন?

তার এই বক্তব্যের পরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সমালোচনায় মুখর হয়েছে ভারতের নেটিজেনরা।

২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ শহরের নাম বদলে রাখা হয় প্রয়াগরাজ । তার আগে মুঘলসরাই স্টেশনের নতুন নাম হয় দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন। এরপর নাম বদল করা হয় ফৈজাবাদের। ফৈজাবাদ জেলায় রয়েছে দুটি শহর। একটির নাম ফৈজাবাদ অন্যটি অযোধ্যা। পুরো ফৈজাবাদ জেলার নামই হয়ে যায় অযোধ্যা।

গলাকাটা লাশ উদ্ধার

ঢাকার সাভারে এক নবজাতকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে পূর্ব রাজাশন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, আজ বেলা ১১টার দিকে পূর্ব রাজাশনের সাইজুদ্দিন মিয়ার বাড়ির পাশে নবজাতকের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন ওই বাড়ির ভাড়াটে রমজান আলী।

সাভার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাহমিদুল ইসলাম বলেন, নবজাতকের মাথা পড়ে ছিল বাড়ির উত্তর পাশে আবর্জনার মধ্যে আর দেহ ছিল ৪০ ফুট দূরে বাড়ির পূর্ব পাশে। আকার দেখে মনে হয়েছে, নবজাতকের বয়স এক থেকে দুই দিন। প্রথম আলো

পুলিশের অতিরিক্ত আঘাতেই রায়হানের মৃত্যু হয়েছে

সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার বন্দরবাজার ফাঁড়িতে পুলিশের নির্যাতনে মারা যাওয়া রায়হান আহমদের প্রথম ময়নাতদন্তের ভিসেরা রিপোর্ট এখন পুলিশ ব্যুরো ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) হাতে। গত ২৭ নভেম্বর রিপোর্টটি পিবিআইর কাছে হস্তান্তর করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ। এর আগে ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্টটি ওসমানীতে আসে। অতিরিক্ত আঘাতেই রায়হানের মৃত্যু হয়েছে বলে এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্ট পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পিবিআই সিলেটের পরিদর্শক আওলাদ হোসেন। তিনি বলেন, প্রথম ময়নাতদন্তের ভিসেরা রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, অতিরিক্ত আঘাতেই রায়হানের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১১ অক্টোবর সকালে মারা যান নগরীর আখালিয়ার বাসিন্দা রায়হান আহমদ (৩৪)। আগের রাতে বন্দরবাজার ফাঁড়িতে ধরে এনে নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। ওই রাতেই হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে মামলা করেন রায়হানের স্ত্রী তামান্না আক্তার। ১১ অক্টোবর ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রায়হানের প্রথম ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্ত শেষে রায়হানের শরীরে শতাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক। ভিসেরা রিপোর্টেও তার সত্যতা পাওয়া গেল। কালের কণ্ঠ

খোরাসান | তালেবান কর্তৃক পরিচালিত শহিদী হামলায় ৬৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় গজনী প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সেনা ঘাঁটিতে ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন একজন জানবাজ তালেবান মুজাহিদ। এতে কমপক্ষে ৬৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৯ নভেম্বর সকাল ৮:৩৮ নাগাদ দক্ষিণাঞ্চলীয় গজনি প্রদেশের কালাই-জাভাজ এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়নে আক্রমণ করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। প্রথমে হাফেজ এসমাতুল্লাহ হামিদ নামে তালেবানদের শহীদ ব্যাটালিয়নের একজন মুজাহিদ সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি উচ্চ বিস্ফোরকবাহী হাম্বি ট্যাঙ্ক দিয়ে শহিদী হামলা চালান। যার ফলে কয়েক ডজন কমান্ডো সেনা নিহত ও আহত হয়।

শহিদ মুজাহিদের বোমা বিস্ফোরণে পুরো ঘাঁটি ধোঁয়ায় ঢেকে গেলে বাহিরে অপেক্ষমাণ বাকি মুজাহিদিনরাও ঘাঁটিতে প্রবেশ করে হামলা চালাতে শুরু করেন। আর এমন পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁরা দীর্ঘ ৫৬ মিনিট যাবৎ ঘাঁটিতে অবস্থান করেন এবং মুরতাদ সৈন্যদের টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকেন। অতঃপর মুজাহিদগণ নিরাপদে ঘাঁটি থেকে বের হয়ে আসেন।

তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত এই অভিযানে কত সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে তা এখনো সুনির্দিষ্টভাবে কোন পক্ষ্যই নিশ্চিত করেনি। তবে স্থানীয় গণমাধ্যম ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষদের তথ্যমতে এই হামলায় ৪০ কাবুল সৈন্য নিহত এবং আরো ২৭ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/7vNDDYK

https://ibb.co/cNj7gc2

https://ibb.co/XbJj4M5

খোরাসান | দীর্ঘ ১০০ কিলোমিটার রিং রোড নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তানের সারপুল প্রদেশের সুজমা-কেল্লা জেলায় দীর্ঘ ১০০ কিলোমিটার রিং রোডের নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছে, জনগণের সহযোগিতায় তাঁরা আল-জিহাদ শের্ম জেলার নিমাদান থেকে সাংতোদা এলাকার সোজমা-কেল্লা সড়ক পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটারের একটি দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। তালেবান নেতৃবৃন্দ আরো জানিয়েছেন, এসব অঞ্চলের যুবকদের সমর্থন নিয়ে এই রাস্তার কাজগুলি করা হচ্ছে।

এসব অঞ্চলের স্থানীয় মানুষরা বলছেন যে, এই রাস্তাটি নির্মাণের সাথে সাথে তাদের ব্যবসায় সমৃদ্ধ হবে এবং এই অঞ্চলটির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

এলাকার প্রভাবশালী লোকজনকে সাথে নিয়ে তালিবান কর্মকর্তারা ফিতা কেটে রাস্তাটি উন্মুক্ত করে বলেছে যে, তাঁরা রাস্তাটির নির্মাণ কাজের সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, তালেবানের সড়ক ও সেতু নির্মাণ কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে কয়েক ডজন সেতু, রাস্তা ও অন্যান্য গণপূর্ত প্রকল্প ইতিমধ্যে সফলতার সাথে চালু করা হয়েছে।

https://ibb.co/D7bFnkk

https://ibb.co/PwQL0mr

https://ibb.co/9tb7r2p

https://ibb.co/NtjD7rc

খোরাসান | নতুন করে ৯৫ কাবুল সেনার তালেবানে যোগদান

আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের নিকট কাবুল বাহিনীর ৯৫ জন সেনা আত্মসমর্পণ করেছে। গত ২৯ নভেম্বর আফগানিস্তানের ৪টি প্রদেশ থেকে কাবুল সরকারের ৯৫ সেনা এবং পুলিশ সদস্য তালেবানে যোগ দেন।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর এক টুইটবার্তায় বলেছেন, আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৯টি এলাকা থেকে কাবুল প্রশাসনের ৫২ সেনা ও পুলিশ সদস্য নতুন করে তালেবানে যোগ দিয়েছে।

তিনি আরো বলেছিলেন যে, এই সেনা ও পুলিশ সদস্যরা ইমরাতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ বিভাগ স্থানীয় মুজাহিদদের প্রচেষ্টায় নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। ফলে তারা কাবুল বাহিনীতে থাকা নিজেদের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে। আর মুজাহিদগণ তাদেরকে উষ্ণ-স্বাগত জানিয়েছেন।

অন্য খবরে তালিবান বলেছিল যে, বালখ ছাড়াও, নানগারহার এবং ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশ থেকেও কাবুল সরকারের ২১ সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানে যোগদান করেছে।

তালেবান জানিয়েছে যে, যারা তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল তারা পূণরায় সরকারি বাহিনীতে যোগ না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং অতীত কর্মের জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করেন।

অপরদিকে তালেবানের অপর একজন মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মদ ইউসূফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, উরুজগান প্রদেশের দেরাদুন জেলা থেকেও কাবুল সরকারের ২২ জন সেনা সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন।

একই সাথে বলা হয়ে থাকে যে ফারাহ প্রদেশের প্রাক্তন সেনা প্রধানও তালেবানে যোগ দিয়েছিলেন এবং মুরতাদ কাবুল সরকারের প্রতি তার ঘৃণার কথা ঘোষণা করেছেন।

https://ibb.co/G7Z8Sbv

২৯শে নভেম্বর, ২০২০

ভারতের উত্তর প্রদেশে কথিত ‘লাভ জিহাদ’ বিরোধী অধ্যাদেশ কার্যকর করলো রাজ্যপাল

ভারতে বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশে ‘বেআইনি ধর্ম পরিবর্তন অধ্যাদেশ’ জারি হয়েছে। একেই কথিত ‘লাভ জিহাদ’ বিরোধী অধ্যাদেশ বলা হচ্ছে। (শনিবার) রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি করেছে।

সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, ধর্মান্তরিত রুখতে ওই অধ্যাদেশ আনা হয়েছে। তবে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কথিত ‘লাভ জিহাদের ভূয়া অভিযোগ তুলে মুসলিমদেরকে আইনের জালে ফাঁসানো।

আগেই ‘লাভ জিহাদ’ রুখতে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বিল আনার কথা জানিয়েছিল সন্ত্রাসী দল বিজেপির ফায়ারব্রান্ড নেতা ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গত (মঙ্গলবার) রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ নাথ সিং জানায়, ধর্মান্তরিত করা রুখতে নয়া অর্ডিন্যান্স জারি করবে সরকার।

অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, জোর করে বিয়ের নামে ধর্ম পরিবর্তন করলে ১ থেকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। নাবালিকা এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি নারীকে ধর্মান্তর করলে ৩/১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকার জরিমানা করা হবে। গণ ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে একই মেয়াদের কারাবাস এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা হবে।

ভারতে সাধারণত উগ্রহিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠন কথিত 'লাভ জিহাদ' শব্দ ব্যবহার করে প্রচারণা চালায়। তাদের দাবি, মুসলিম ছেলেরা হিন্দু মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করে কৌশলে ধর্মান্তর করায়। প্রকৃতপক্ষে, লাভ জিহাদ'বলতে কিছুই নেই। মূলত এটি মুসলিম যুবকদের হত্যা কিংবা নিপীড়ন চালানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করছে হিন্দুত্ববাদীরা। আইনেও 'লাভ জিহাদ' - এর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও থেমে নেই হিন্দুত্ববাদী দলবল।

পাকিস্তান | টিটিপির সাথে ঐক্যবদ্ধ হল আরো দুটি জিহাদী গ্রুপ

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের অন্তর্গত মুজাহিদদের আরো দুটি দল তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছে।

সূত্রমতে, গত ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের দুটি জিহাদী গ্রুপ তাদের সকল যোদ্ধাদের নিয়ে উভয় দলের উমারাগণ শুক্রবার পাক-আফগান সীমান্তের একটি অজ্ঞাত স্থানে বড় ইভেন্ট করেছিলেন। এসময় তাঁরা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আমির মুফতি নূর ওয়াল মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্'র প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

টিটিপির মিডিয়া ওয়েবসাইট ও মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের একজন প্রসিদ্ধ জিহাদি ব্যক্তিত্ব মৌলভী আলেম খান তাঁর নয়জন কমান্ডার এবং সমস্ত মুজাহিদিনদের সাথে নিয়ে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে (টিটিপি) যোগ দিয়েছেন।

তিনি টিটিপির আমীর মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ ওরফে আবু মনসুর আসীম হাফিজুল্লাহর হাতে একটি অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক দায়িত্বশীল মুজাহিদ ও মুজাহিদীনদের উপস্থিতিতে হিজরত ও জিহাদের প্রতি আনুগত্যের বায়াত গ্রুহণ করেছিলেন।

একই সময়ে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিয়ামি জাতির অন্তর্ভুক্ত মুজাহিদিনের আমির মুহতারাম গাজী আজম হাফিজাহুল্লাহ এবং তার পুরো দলের (মুসা শহীদ কারওয়ান) সকল কমান্ডার এবং মুজাহিদিন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আমির মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজুল্লাহর সাথে দেখা করেন। এবং তিনিও হিজরত ও জিহাদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন।

এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে, এখন থেকে প্রায় তিন মাস আগে বেশ কয়েকটি জিহাদী সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে (টিটিপি) যোগ দিয়েছিল, যার শীর্ষস্থানীয় সংগঠন ছিল জামায়াতুল-

আহরার এবং হিযবুল-আহরার। এসব দলের নেতারাও তখন মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ'র প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ابو منصور عاصم حفظہ اللہ
کمانڈر علیم خان استاذ حفظہ اللہ
غازی عمر عزام حفظہ اللہ
بیعت کے مناظر

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার বিভিন্ন জেলায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সেনা ও সামরিক কর্মকর্তা নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুসারে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার বিভিন্ন জেলায় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর গত ২৮ নভেম্বর বেশ কিছু হামলা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ৩ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং বেশ কিছু সদস্য আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার মুজাহিদিন তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন কারাক এলাকায়। যেখান নাপাক বাহিনীর কাশুপাল চেকপোস্ট লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ হামলা চালিয়েছেন, এতে বেশ কিছু পুলিশ সদস্য আহত এবং চেকপোস্টটিও আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

একইদিন বান্নার টাউনশিপ এলাকায় একটি মাইন হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে এক পুলিশ সদস্য নিহত ও বেশ কিছু পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে শনিবার দুপুরের দিকে বাজোর এজেন্সির ম্যামুন্দ সীমান্তে নাপাক সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় টিটিপির জানবাজ মুজাহিদদের। এতে এক সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়। অপরদিকে টিটিপির সকল মুজাহিদই নিরাপদে ছিলেন।

অপরদিকে টিটিপির টার্গেট কিলার মুজাহিদিন বাজোর এজেন্সির ম্যামুন্দ সীমান্তে অভিযানের সময় এক এফআইইউ (FIU) কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করেন। নিহত এফআইইউ আধিকারিকের নাম লতিফ, সে দীর্ঘদিন যাবৎ মুজাহিদদের টার্গেটে ছিলো।

এছাড়াও গত বৃহস্পতিবার রাতে মুজাহিদিনরা মারদান থানা লক্ষ্যবস্তু করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ থানার একপাশের দেয়াল ধসে পড়ে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ সমস্ত হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, গত আড়াই মাস ধরে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীর উপর হামলা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান।

https://ibb.co/rsyrj2C

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় কমপক্ষে ৬ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৬ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমালি সরকারের পক্ষে মোগাদিশু বন্দরের পরিচালক আহমেদ ওয়াশিংটনের গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এই হামলায় সে আহত হয়, সে বেঁচে গেলেও এসময় নিহত হয়েছে তার দুই দেহরক্ষী।

এদিকে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দার্কিনালী জেলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে এক সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানীর হিডেন জেলায় সোমালি মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ এক সেনা অফিসার ও গোয়েন্দা সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

উল্লেখ্য যে, এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, সোমালিয়ার হাইরান, যুবা ও শাবেলী সুফলা রাজ্যগুলোতে আরো ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে ডজনখানেক মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

https://ibb.co/Y2bpmj5

সোমালিয়া | আশা-শাবাব কর্তৃক শহিদী হামলায় ২৫ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত ও আহত

রাজধানী মোগাদিশুতে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমাবেশ লক্ষ্য করে একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ২৫ ক্রুসেডার ও মুরতাদ কর্মমকর্তা হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এর রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২৮ নভেম্বর রবিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু বিমানবন্দরের নিকটে দেশটির পশ্চিমা গোলাম সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে একটি শহিদী হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের কমপক্ষে ১০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ কতক ক্রুসেডার সেনা অফিসার নিহত হয়েছে। এই হামলায় আহত হয়েছে আরো ১৫ এরও অধিক কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের অঘোষিত মোগাদিশু সফরের কয়েক ঘন্টা পরেই শক্তিশালী এই শহিদী হামলাটি চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এর আগে অর্থাৎ গত সপ্তাহে শাবাব মুজাহিদদের এক হামলায় নিহত হয়েছে সিআইএ'র স্পেশাল অ্যাক্টিভিটিজ সেন্টারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার সদস্য। যে সোমালিয়ায় সিআইএ'র আধা-সামরিক এ শাখা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছিলো।

https://ibb.co/HG6mJ6L

ভাবিকে ধর্ষণ চেষ্টায় আটক ছাত্রলীগ নেতা

ভাবিকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে নরসিংদীর রায়পুরা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দিপু মিয়াকে (২৭) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগী গৃহবধূ বাদী হয়ে দিপু মিয়াকে আসামি করে রায়পুরা থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ছাত্রলীগ নেতা দিপু মিয়া রায়পুরা পৌর এলাকার রামনগরহাটির বাসিন্দা মো. শহীদ মিয়ার ছেলে। ভুক্তভোগী গৃহবধূ তার চাচাত ভাইয়ের স্ত্রী। স্বামী মালদ্বীপ থাকার সুযোগে দিপু প্রায়ই গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব দিত। তার কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সভ্রমহানির হুমকি দিয়ে আসছিল। গত বৃহস্পতিবার ওই গৃহবধূর ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন দৌড়ে এলে দিপু পালিয়ে যায়। কালেরকণ্ঠ

প্রজেশ দাসের একাধিকবার ধর্ষণচেষ্টার মামলাও নিচ্ছে না পুলিশ

সুনামগঞ্জের শাল্লায় দিনমজুর পরিবারের এক গৃহবধূকে একাধিকবার ধর্ষণের চেষ্টা করেছে স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী পরিবারের এক হিন্দু বখাটে। ওই নারীর পরিবারের লোকজন থানায় একাধিকবার লিখিত অভিযোগ দিলেও পুলিশ মামলা হিসেবে নেয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে বিচারের দাবিতে শনিবার দুপুরে সুনামগঞ্জ জেলা শহরে এসে ওই নারীর স্বামী তাঁর মা, স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে মানববন্ধন করেছেন।

ওই নারীর স্বামী (৩৮) বলেন, তিনি কৃষিশ্রমিক। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং বৃদ্ধা মা-বাবা নিয়ে তাঁর সংসার। বাবা অসুস্থ। একই গ্রামের বাসিন্দা প্রজেশ দাস (৩২) তাঁর স্ত্রীকে প্রায়ই কুপ্রস্তাব দিতেন। ওই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ১৮ নভেম্বর বিকেলে মদ্যপ অবস্থায় প্রজেশ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। তিনি তখন ধান কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ছিলেন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ওই দিনই শাল্লা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। পরে ২১ নভেম্বর রাতে মদ্যপ অবস্থায় প্রজেশ ঘরের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী ও বাড়িতে থাকা বৃদ্ধ বাবার চিৎকারে তিনি পালিয়ে যান। খবর পেয়ে তিনি মৌলভীবাজার থেকে বাড়িতে আসেন এবং থানায় আরেকটি অভিযোগ দেন।

ওই স্বামীর ভাষ্য, থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম মিয়া ঘটনা তদন্তে যায়। তদন্ত শেষে গ্রাম থেকে ফেরার সময় তাঁকে বিষয়টি আপস মীমাংসা করার প্রস্তাব দেন। ২৩ নভেম্বর আবার শাল্লা থানার ওসির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এ সময় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য এবং তাঁর মা-বাবাও উপস্থিত ছিলেন। সবার উপস্থিতিতে থানায় এসআই সেলিম মিয়া তাঁদের পরিবার খারাপ বলে ওসিকে জানান। এ সময় তাঁরা এর প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে ইউপি সদস্য ওসিকে তাঁদের পরিবার ভালো বলে। পরে ওসি আবার তদন্ত করাবেন বলে কথা দিয়ে তিন দিন তাঁদের অপেক্ষা করতে বলেন। তিন দিন অপেক্ষা করে আবার যোগাযোগ করেও কোনো ফল পাননি তাঁরা। তিনি অভিযোগ করেন, ‘এসআই সেলিম বলেছে, থানায় মামলা রেকর্ড করতে ১০ হাজার টাকা লাগবে। আমি গরিব মানুষ। খেয়ে না খেয়ে আমাদের দিন যায়, টাকা পাব কই?’

প্রথম আলো

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর থেকেও যুবকের লাশ উদ্ধার

শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতাল ভবনের পেছন থেকে শনিবার দুপুরে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ওই যুবকের নাম রাকিব হাসান সম্রাট মুন্সী (৩০)। তিনি ডামুড্যা উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের মৃত সিরাজ মুন্সীর ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ব্লাড ট্রান্সফিউশন রক্তদান নামের একটি সামাজিক সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতেন।

ডামুড্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্র জানায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরের পরিত্যক্ত জায়গায় দুপুর ১২টার দিকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

প্রথম আলো

২৮শে নভেম্বর, ২০২০

আরব সাগরে ভারতের যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান মিগ-২৯কে গত বৃহস্পতিবার আরব সাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে। সূত্র আনন্দবাজার।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা নাগাদ এ ঘটনা ঘটে। ভারতীয় নৌসেনার মুখপাত্র বলেন, “২৬ নভেম্বর বিকাল ৫টায় একটি মিগ ২৯-কে বিমান সমুদ্রে ভেঙে পড়েছে।

এই নিয়ে গত এক বছরে তিন বার মিগ ২৯-কের দুর্ঘটনা ঘটল। গত বছর নভেম্বরে গোয়ার ডাবোলিমে রুটিন প্রশিক্ষণ চলাকালীন টেক অফের কিছু পরেই মিগ ২৯-কে ভেঙে পড়েছিল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ায় ফের একই ঘটনা ঘটে।

ভারতের বহরমপুরে মুসলিমদের ফ্ল্যাট ও ঘরভাড়া দিতে নিষেধাজ্ঞা

বাংলার মুসলিম সংখ্যালঘু প্রধান মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুর। সেই বহরমপুর শহরে মুসলিমদের ঘর-ভাড়া কিংবা ফ্ল্যাট কেনার সুযোগ নেই। মুর্শিদাবাদে গত ৭-৮ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে, তার ফলে গ্রামাঞ্চল ও মফস্সল থেকে প্রচুর মুসলিম সদর শহর বহরমপুরে আসছেন। শিক্ষা, ব্যবসা ও চাকরির টানেই বহরমপুরে আসা। আগে অবশ্য জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে বেমানানভাবে

বহরমপুরে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কম ছিল। এখন এই সংখ্যা খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও বহরমপুর শহরে জমি, ঘরভাড়া বা বেসরকারি আবাসনে তাদেরকে অপাঙ্ক্তেয় করে রাখা হয়েছে। সম্প্রীতির বাংলায় এমনই এক ঘটনার কথা উঠে এসেছে এই রিপোর্টে।

খোদ বহরমপুর শহরে শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে ফ্ল্যাট বিক্রি করা হচ্ছে না। এমনকী কয়েকজন শিক্ষিত মুসলিমের নিকট ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য বায়না বাবদ আগাম টাকা নেওয়ার পরও ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় ক্লাবের দোহাই দিয়ে তথাকথিত হিন্দু-মাতব্বরেরা প্রোমোটারকে টাকা অর্থাৎ বায়না ফেরত দিতে বাধ্য করছে। কিন্তু কোনওভাবেই মুসলমানকে ফ্ল্যাট বিক্রি করা যাবে না বলে ফরমান জারি করেছে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা। সম্প্রতি বহরমপুর শহরের কিষাণ ঘোষ লেনে নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট নিয়ে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। ৬ জন মুসলিম ফ্ল্যাট-ক্রেতার নিকট বায়নাবাবদ আগাম নিয়েও মুসলিম হওয়ার কারণে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাট দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ৭০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর। এখন শিক্ষায়-চাকরিতে অনেকটা এগিয়ে মুসলিমদের অনেকেই মেডিক্যাল অফিসার, কলেজ শিক্ষক, পুলিশ অফিসার,সাধারণ প্রশাসনে উঁচু পদে চাকরি করছেন। ফলে বহরমপুর শহরে নিজস্ব বাসস্থানের প্রয়োজনে এইসব সরকারি আধিকারিকরা ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন। ব্যাঙের ছাতার মতো বহরমপুর শহরে ফ্ল্যাট তৈরি হলেও প্রায় সব প্রোমোটারের অলিখিত সিদ্ধান্ত, কোনও মুসলিমকে ফ্ল্যাট বিক্রি নয়।

সম্প্রতি বহরমপুর জজকোর্টের নিকট কিষাণ ঘোষ লেনে ফ্ল্যাট তৈরি করছেন প্রোমোটার ইজারুল সেখ। এই ফ্ল্যাটে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত দু'জন চিকিৎসক, বহরমপুর গার্লস কলেজ ও জিয়াগঞ্জ শ্রীপত সিং কলেজের দুই শিক্ষক, পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর সহ ৬ জন প্রতিষ্ঠিত মুসলিমের নিকট ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য দাম চূড়ান্ত করে দশ শতাংশ টাকা বায়না বাবদ অগ্রিম নেওয়া হয়। এই ফ্ল্যাট যেখানে গড়ে উঠছে তার কাছেই রয়েছে সুহৃদ সংঘ নামে একটি ক্লাব। অভিযোগ, কিষাণ ঘোষ লেনের বাসিন্দারা প্রোমোটারকে স্থানীয় ওই ক্লাবে ডেকে পরিষ্কার জানিয়েছে, কোনও মুসলিমকে ফ্ল্যাট বিক্রি করা চলবে না। যাদের বায়না নিয়েছেন তা ফেরত দিতে হবে। না হলে এখানে ফ্ল্যাট তৈরি করতে বাধা দেব। এমনকি নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট ভেঙে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, প্রোমোটার ইজারুল সেখ জানিয়েছেন যে ব্যবসা করতে এসে অনেক কিছু আপস করতে হয়। বাধ্য হয়ে যেসব মুসলিমদের অগ্রিম নিয়েছিলাম তা ফেরত দিয়েছি। এখন অমুসলিমদের এই ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হবে। তাতে সব মিলে ৫০ লক্ষ টাকা কমদামে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হবে। লোকসান

হলেও উপায় নেই। আসলে বহরমপুর শহরে জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট, সব কিছুতেই হিন্দু ক্রেতার থেকে মুসলিম ক্রেতারা অনেক বেশি দাম দেয়। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে স্বর্ণময়ী রোড, মানকুমারী রোডে অনেকগুলি ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। কোথাও কোনও প্রোমোটার মুসলিমকে ফ্ল্যাট বিক্রি করছে না। এমনকী উকিলপাড়া মোড়ে সকলের সামনে পুকুরের মাঝে ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। সেখানেও মুসলিমরা অচ্ছুত। পুকুরের মাঝে ফ্ল্যাট তৈরি হলেও পরিবেশবিদ থেকে প্রশাসন সকলেই চুপ করে আছে।

সূত্র: পুবের কলম

ইসরায়লের সঙ্গে আমিরাতের সরাসরি বিমান চলাচল শুরু

শুরু হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল।

ফ্লাই দুবাই নামের একটি এয়ারলাইন্স বৃহস্পতিবার প্রথম সরাসরি বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করে। ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের পর এই প্রথম বাণিজ্যিক বিমান যাতায়াত শুরু করে।

দখলদার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিমানটিকে স্বাগত জানানোর কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে নেতানিয়াহুর মুখপাত্র। প্রায় চার ঘণ্টা আকাশপথ পাড়ি দিয়ে তেলআবিবের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইটটি পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

ক্রুসেডার ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তি হয়। সম্প্রতি আমিরাত দেশটিতে বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য আইন সংস্কার করে। এতে বিদেশিরা তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শতভাগ মুনাফা নিতে পারবে।

ইসলামিক বিশ্লেষকগন বলছেন, এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত নজির স্থাপন করেছে আরব আমিরাত।

বিএসএমএমইউ'য়ে রোগীর কিডনি কেটে বিক্রি

এক কিডনির বদলে দুটি কিডনি অপসারণে রোগীর মৃত্যুর ঘটনার দুই বছর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ইউরোলোজি বিভাগের চার চিকিৎসকের বিরুদ্ধে হত্যা

মামলা হয়েছে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে ইউরোলোজি বিভাগের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান দুলালকে।

অন্য আসামিরা হলেন- একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারুখ হোসেন, ডা. মোস্তফা কামাল ও ডা. আল মামুন।

দুই বছর পর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগ থানায় এই মামলা করেন ভুক্তভোগী রওশন আরার ছেলে রফিক শিকদার।

ভুক্তভোগী রওশন আরার ছেলে রফিক শিকদার জানান, একটি কিডনিতে সংক্রমণ নিয়ে ২০১৮ সালের ১ জুলাই মা রওশন আরাকে ভর্তি করান বিএসএমএমইউ'তে। চিকিৎসা শেষে বাড়িতে পাঠানোর কিছুদিন পর ফের হাসপাতালে ডেকে জানানো হয় মায়ের বাম কিডনি ফেলে দিতে হবে। পরে ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর অস্ত্রোপচারের পর কিডনিটি ফেলে দেয়া হয়। পরে অন্য একটি হাসপাতালে পরীক্ষা করে জানতে পারেন রোগীর ডানপাশের কিডনিও ফেলে দেয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

রফিক শিকদার বলেন, চিকিৎসক হাবিবুর রহমান লিখিতভাবে অপরাধ স্বীকার করে তাদের সঙ্গে চুক্তি করেন নিজ খরচে তিনি কিডনি প্রতিস্থাপন করে দেবেন। কিন্তু তিনি কালক্ষেপণ করেছেন। অন্যদিকে বিএসএমএমইউ হাসপাতালের আইসিইউয়ের লাইফ সাপোর্টে কোমায় ফেলে রাখেন মাকে। সেখানে গত ৩১ অক্টোবর রাতে মায়ের মৃত্যু হয়।

রফিক শিকদার আরও বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেতে বিলম্ব হচ্ছিল। চিকিৎসকরা হয়তো সেটি কোনোভাবে প্রভাবিত করছিলেন। এ কারণে এতদিন থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব হয়নি।

রওশন আরার পরিবারের অভিযোগ, বিএসএমএমইউ'র ইউরোলজি বিভাগের কয়েকজন চিকিৎসক রওশন আরার দুটি কিডনি কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। এখানেই একটি ১২ বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে, যাকে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ কিডনি দিয়েছিল, কিন্তু প্রতিস্থাপনের পর ডাক্তাররা বলেছে ওই কিডনিও নষ্ট হয়ে গেছে। রওশন আরাকে যখন ভর্তি করা হয়েছিল তখন সেখানে ওই হাসপাতালেরই চিকিৎসক ডা. মামুনের মাকে ভর্তি করা হয়। তারও দুটি কিডনিই নষ্ট ছিল। চিকিৎসার পরে তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ হন। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চান তারা।

গোপালগঞ্জে কৃষক লীগের সম্মেলনে তুচ্ছ ঘটনায় হাতাহাতি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় কৃষক লীগের সম্মেলনে তুচ্ছ ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যার আগে উপজেলার হিরণ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন চত্বরে ইউনিয়ন কৃষক লীগের সম্মেলনে এ ঘটনা ঘটে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেল ৪টায় সম্মেলন শুরুর কিছু সময় পরে পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি চৌধুরী সেলিম আহম্মেদ ছোটন বক্তব্য দেয়। বক্তব্য দেওয়ার সময় সে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে উপজেলা, কলেজ ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে দিয়ে সম্মেলন দেওয়ার দাবি জানায়। তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাইনুল ইসলাম রিমো। এ সময় দুই নেতার সমর্থকদের মাঝে হাতাহাতি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে।

২৭শে নভেম্বর, ২০২০

জম্মু-কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের গুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কাছে বন্দুকধারীদের হামলায় ভারতীয় দুই মালাউন সেনা নিহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার পুলিশ জানায়, শ্রীনগরের এইচএমটি এলাকায় সেনাবাহিনীর টহলরত দলের ওপর হামলা চালিয়েছেন স্বাধীনতাকামীরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাসপাতালে নেওয়ার পর হামলায় আহত দুই সেনার মৃত্যু হয়েছে।

এর আগে, নাগরোটার কাছে জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কে মালাউন বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে চার স্বাধীনতাকামী নিহত হন। সে সময় বন্দুকযুদ্ধে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছিল।

পুলিশের ধারণা, বন্দুকধারীরা ওই অঞ্চলে 'বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা করছে' এবং তারা কাশ্মীর উপত্যকার দিকে এগুচ্ছে।

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি ড্রাইভারকে গুলি করে হত্যা

দখলদার ইসরায়েল সৈন্যরা পশ্চিম তীরের একটি চেকপোস্টে গুলি করে এক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। স্থানটি পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতির স্থাপনের ফলে ফিলিস্তিনের দুটি এলাকাকে পৃথক করে রেখেছে।

গত ২৬ নভেম্বর আল-জাজিরার বরাতে মিডল ইস্ট মনিটর জানায়, দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেমের সিলওয়ান শহরের নূর সোকী ঐ চেকপোস্টটি পরিদর্শন শেষে ফিরে যাওয়ার সময় সেনারা গুলি করে হত্যা করে। গুলিতে নূর সোকী মারা গেলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ সাজায় দখলদার সেনারা। বলা হয় নিহত ব্যাক্তি চেকপয়েন্ট পরিদর্শন শেষে পালিয়ে যাওয়ার সময় এক সেনাকে আক্রমণ করেছিল।

সম্প্রতি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা-নির্যাতন বৃদ্ধি করেছে ইসরায়েল। এ মাসের শুরুতেও ইসরায়েলি সৈন্যরা অন্য আরেক ফিলিস্তিনিকেও গুলি করে হত্যা করেছিল। তাঁকে দখলকৃত পশ্চিম তীরে নাবলুসের প্রবেশদ্বারে একটি চেকপোস্টে প্রবেশের অভিযোগে গুলি করে হত্যা করে।

ঐসময় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধা এবং আহত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পরে থাকলেও কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করতে দেয়া হয়নি। ফলে সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

বেশ কয়েকটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে ফিলিস্তিনিদের সন্দেহের বসে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অস্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করেছে।

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে ৩১ বছরে অন্তত ১১ হাজার নারীর সম্ভ্রমহানি

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে নারীদের ওপর নৃশংসতা সম্পর্কিত নতুন একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৮৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কাশ্মীরে ১১ হাজার নারীর সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন রোধে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ৩১ বছরে ভারতীয় মালাউন সেনারা কাশ্মীরের ১১ হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছে।

রিপোর্ট মতে, এই ৩১ বছরে ভারতীয় সৈন্যরা মোট ২২০১ জন নারীকে শহীদ করেছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ভারতীয় সেনাবাহিনী ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। তারা প্রতিনিয়ত নারীদের যৌন হয়রানিতে লিপ্ত।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আসিয়া আন্দারাবীসহ কাশ্মীরের বেশ কয়েকজন নারী নেত্রী বিগত চার বছর ধরে তিহার জেলে বন্দী আছে।

কোটিপতির দখলে গরিবের ঘর

১৫ বিঘা জমি, কয়েকটি পানের বরজ আর গোয়াল ভরা গরু রয়েছে জাকির হোসেন মধুর। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল জাকির হোসেন কখনো কখনো নিজেকে কোটিপতিও দাবি করেন। এলাকার মানুষও তাকে বিত্তবান বলেই জানে। কিন্তু ঘরহীনদের জন্য সরকারের ত্রাণের ঘর দেওয়া হয়েছে তাকেই।

জাকির হোসেন পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার সদর ইউনিয়নের উত্তর চরখালী গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের দুঃস্থ মানুষকে ঘর না দিয়ে বিত্তবান জাকিরকে ঘর দেওয়ায় এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সমালোচনা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই এলাকার মৃত আ. ছাত্তার সিকদারের স্ত্রী শাহানারা বেগম, মৃত তাজেম আলী সিকদারের স্ত্রী আলেয়া বেগম, রহিমউদ্দিন, মহিউদ্দিন, বিধবা সালেহা বেগম, রানী বেগম, মোতাহার বেড়িবাঁধে ঝুপড়ি তুলে বসবাস করছেন। তারা এসব ঝুপড়িতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কিন্তু এসব দুঃস্থ মানুষদের জন্য সরকারের দেওয়া পাকা ঘর যাচ্ছে বিত্তবানদের দখলে।

এ বিষয়ে গলাচিপা সদর ইউপি সদস্য আতিকুর রহমান হিরন বলেন, 'জাকির হোসেন মধু বিত্তবান। নিজেকে কোটিপতি হিসাবে দাবি করেন। সরকারি বিধি অনুযায়ী গৃহহীনদের পুনর্বাসনের ঘর তাকে কীভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে আমাদের তা জানা নেই।'

গলাচিপা ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান হাদী বলেন, 'ধনী হয়েও মধু কিভাবে গৃহহীনদের আবাসন সুবিধার ঘর পেয়েছে, তা জানা নেই।' বিষয়টি নিয়ে জাকির হোসনের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। আমাদের সময়

এবার আম বাগানে যুবকের লাশ

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্জন আমবাগানে পড়ে ছিল এক যুবকের লাশ। গতকাল বুধবার রাতে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

ওই যুবকের নাম দুলাল মিয়া (৩৫)। তাঁর বাড়ি তারাকান্দা উপজেলার পশ্চিম সাধুপাড়া গ্রামে। তিনি ময়মনসিংহ সদরের শম্ভুগঞ্জ এলাকায় থেকে ভাড়ায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ফারুক আহমেদ বলেছে, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। প্রথম আলো

শরিয়ার ছায়াতলে | গবাদি পশুর উপর মুজাহিদিন কর্তৃক দরিদ্রদের মাঝে যাকাত বিতরণের দৃশ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত ইমারতে ইসলামিয়ার বিভিন্ন প্রদেশগুলোতে সময়ে সময়ে হাজার হাজার দরিদ্র পরিবারকে যাকাত প্রদান করে আসছেন। যার ফলে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ধীরে ধীরে দরিদ্র জনসংখ্যার হার কমে আসছে। এমনও হচ্ছে যে, যারা এবছর যাকাত নিচ্ছে তারাও ২-৩ বছর পর নিজেরাই যাকাত প্রদান করছে। আল্লাহু আকবার।

এরই ধারাবাহিতায়, গত সপ্তাহে নতুন করে যাকাত প্রদানের কার্যক্রম শুরু করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এরমধ্যে যুবা ইসলামিক রাজ্যের রাজধানী জিলিবে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কয়েক শতাধিক দরিদ্র-মিসকীন পরিবারের মাঝে গবাদি পশুর উপর যাকাত প্রদান করেছেন মুজাহিদগণ। এসকল গবাদি পশুর মাঝে রয়েছে উট, গরু, ছাগল এবং মহিষ। অনেক পরিবারই কয়েকটি করে গবাদি পশু যাকাত পেয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

https://alfirdaws.org/2020/11/27/44561/

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় এক পুলিশ সদস্য নিহত

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) টার্গেট কিলার মুজাহিদিন কর্তৃক সফল হামলায় এক মুরতাদ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন, টিটিপির টার্গেট কিলার মুজাহিদিন গত ২৬ নভেম্বর পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোর নওশেহরা জেলায় একটি টার্গেট অপারেশন চালিয়েছেন। এসময় মুরতাদ পাক সরকারের ডিউটি থেকে বাড়ি ফেরার সময় মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় এক পুলিশ সদস্য। মুজাহিদদের একটি মাত্র গুলির আঘাতেই সে মারা যায়।

পাক মুরতাদ বাহিনীর উক্ত নিহত পুলিশ সদস্যের নাম শাহ ফয়সাল, সে পেশোয়ারে ডিউটিরত ছিলো।

সোমালিয়ায় মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক দু'টি হামলায় তুর্কি প্রশিক্ষিত ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২৬ নভেম্বর, রাজধানী মোগাদিশুর আলিশা জেলায় সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি সদর দফতরে বোমা হামলা চালান। এতে দখলদার তুর্কি মুরতাদ সামরিক বাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষিত সোমালি বিশেষ বাহিনীর ৩ সেনা সদস্য নিহত ও কতক সেনা আহত হয়েছে।

অপরদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার বেই-বোকল রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বাইদাওয়ে শহরে মুরতাদ বাহিনীর ব্যারাকের উপর হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের ৪ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

২৬শে নভেম্বর, ২০২০

অবরুদ্ধ গাজায় দারিদ্রসীমার নিচে লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি

মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরায়েল কর্তৃক অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের জীবন। গত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দখলদার বাহিনীর অবরোধে অঞ্চলটির আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় এক লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে সেখানকার ১০ লাখেরও বেশি মানুষ।

এমনটাই উঠে এসেছে সদ্য প্রকাশিত জাতিসংঘের নতুন প্রতিবেদনে। এবার মূলত খবরটি প্রকাশ করেছে সংস্থাটির কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিটিএডি)। বুধবার (২৫ নভেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতিবেদনটি উত্থাপন করা হয়। এতে ২০০৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে অবিলম্বে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি অবরোধ তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

ইউএনসিটিএডির ফিলিস্তিনি সহায়তা বিষয়ক সমন্বয়কারী মাহমুদ এলখাফিফ বলেন, অন্যায্য এই অবরোধের ফলে গাজার অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। দারিদ্রসীমার নিচে দিনাতিপাত করছে অন্তত ৫৬ শতাংশ মানুষ। অবরোধ অব্যাহত থাকলে এ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।

মাহমুদ এলখাফিফ বলেন, গাজার ২০ লাখ লাখ বাসিন্দার ওপর থেকে এই অনর্থক অবরোধ অবিলম্বে তুলে নেওয়া উচিত। তাদের অবাধে চলাফেরা এবং বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়া উচিত। উপত্যকার বাইরে থাকা পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া উচিত।

২০০৭ সাল থেকেই গাজা উপত্যকা অবরোধ করে রেখেছে দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী। বাইরের দুনিয়া থেকে অঞ্চলটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে নিয়মিত সেখানে তাণ্ডব চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। ধরপাকড় আর বিমান হামলা যেন সেখানে নৈমিত্তিক ঘটনা। এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সঙ্গেই বাস করতে হচ্ছে সেখানকার ২০ লাখ বাসিন্দাকে।

জাতিসংঘ ও বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, গাজার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের বসবাস দারিদ্রসীমার নিচে। এরমধ্যেই ইসরায়েলি তাণ্ডব তাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে।

সূত্র: *আল-জাজিরা*

মালি | ক্রুসেডার UN সামরিক বাহিনীর উপর হামলা, যান ধ্বংস, নিহত একাধিক

মালিতে ক্রুসেডার 'ইউএন' সামরিক বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা মুজাহিদিন।

'বামাকো নিউজ' তাদের এক রিপোর্টে জানিয়েছে, গত ২৪ নভেম্বর মালির গাও রাজ্যের গোসী অঞ্চলে ক্রুসেডার UN বাহিনীর উপর একটি কাফেলায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। ক্রুসেডার বাহিনীর কাফেলাটি যখন গোসী হম্বোরি হয়ে গাও-ডুয়েঞ্জা অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল তখনই এই হামলার ঘটনা ঘটে। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর এক সৈন্য নিহত হয়।

এর আগে অর্থাৎ ২২ নভেম্বর, মালির কাইদাল রাজ্যে ক্রুসেডার UN (জাতিসঙ্ঘের) সামরিক বাহিনীর উপর অপর একটি বোমা হামলা চালান আল-কায়েদা মুজাহিদিন। 'সাবাত নিউজ' এর তথ্যমতে, JNIM মুজাহিদদের উক্ত বোমা হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হওয়া ছাড়াও কতক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

https://ibb.co/NZQv3wQ

শাম | সন্ত্রাসী হামলায় ৩৮ বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত

দখলদার তুর্কি বাহিনী ও তাদের গোলাম বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত হালাবের উত্তরাঞ্চলে নিরাপত্তা বিশৃঙ্খলা দিন দিন বেড়েই চলছে। যার ধারাবাহিতায় আল-বাব এবং আফরিন শহরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা দুটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করেছিল, যাতে কয়েক ডজন বেসামরিক লোক শহীদ ও আহত হয়েছিল।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর সিরিয়ায় দখলদার তুর্কি ও তাদের গোলাম বিদ্রোহী গ্রুপের নিয়ন্ত্রিত হালাব (আলেপ্পোর) আল-বাব শহরের অপারেশন ইউফ্রেটিস শিল্ড এলাকায় একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গত ২৫ নভেম্বরের এই ঘটনায় কমপক্ষে ৫ জন বেসামরিক ব্যক্তি মারা গেছেন এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়ি ধ্বংসএবং আশেপাশের ভবনগুলি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

এমনিভাবে দ্বিতীয় গাড়ি বোমা হামলাটি চালানো হয় আলেপ্পোর আফরিন শহরে। এখানেও গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে একজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৩ জন আহত হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন।

দুর্ঘটনার পর, দমকল বাহিনী বিস্ফোরণস্থলে আগুন নেভানোর জন্য ছুটে যায়, তখন অ্যাম্বুলেন্সগুলি আহতদের এই অঞ্চলের নিকটতম হাসপাতালে নিয়ে যায়। উদ্ধাকর্মীরা ধারণা করছেন হতাহতদের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

বিস্ফোরণের জন্য 'পিকেকে' সন্ত্রাসী সংগঠনের দায়বদ্ধতা সন্দেহ করেছেন অনেকেই।

https://ibb.co/s6QZwCW

শাম | দীর্ঘ ১০৭ দিন পর HTS এর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন তৌকির শরিফ

হাইয়াত তাহরিরুশ শামের অন্ধাকার কোঠরিতে দীর্ঘদিন অন্যায়ভাবে কারাভোগের পর মুক্তি পেয়েছে ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী তৌকির শরিফ।

জালিম ও তুর্কি সমর্থিত বাহিনীতে পরিণত হওয়া সিরিয়ার এক সময়ের জনপ্রিয় বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম প্রায় ১০৭ দিন পূর্বে, অন্যায়ভাবে বন্দী করেছিল ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী তৌকির শরিফ বা আবু হোসামকে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর পরিবারের কাউকেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে দেওয়া হয়নি, এমনকি তাকে কোন কারাগারে রাখা হয়েছে তাও কাউকে জানানো হয়নি। তৌকির শরিফের বিরুদ্ধে যদি কোন মামলা হয়ে থাকে তাহলে মামলাটি যেন প্রকাশ্যে আনা হয় এবং তাকে আদালতে উপস্থিত করা হয় এমন দাবিও জানান অনেক আলেম ও সংবাদ কর্মীরা, কিন্তু তাহরিরুশ শাম এর কোনটাই করেনি। বিনা অভিযোগে তাকে দীর্ঘ ১০৭ দিন যাবৎ দ্বিতীয়বারের মত কারাভোগ করতে হয় জালিম দলটির কারাগারে।

অতপর, গত ২৫ নভেম্বর বুধবার তাকে মুক্তি দেয় বিদ্রোহী দলটি।

উল্লেখ্য যে, তৌকির শরিফকে প্রথামবার গ্রেফতার করার পর তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন করে তাহরিরুশ শামের নিরাপত্তা বিভাগ । (অভিযোগ আছে যে, HTS এর নিরাপত্তা বিভাগটি পরিচালিত হয় মুরতাদ তুর্কি প্রশাসনের ইশারায়)। এরপর দ্বিতীয়বার আবারো যখন তৌকির শরিফকে বন্দী করে এই সন্ত্রাসী গ্রুপটি, তখন সাংবাদিক বিলাল আবদুল কারিম ত্রাণকর্মী তৌকির শরিফের উপর চালানো নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। যেই ভিডিওটি তৌকির শরিফ

প্রথমবার মুক্তি পাওয়ার পর গ্রহণ করেছিলেন সাংবাদিক বিলাল আবদুল করিম। তার উপর তাহরিরুশ শাম কর্তৃক নির্যাতনের ভিডিওটি প্রকাশের পরেই সাংবাদিক বিলাল আবদুল করিমকেও বন্দী করে জালিম দলটি, সেই থেকে এখনো পর্যন্ত জালিম দলটির অন্ধাকার কোঠরিতে কারাভোগ করছেন বিলাল আবদুল করিম।

এভাবে শত শত আলেম ও জিহাদের ময়দানে নিজেদের রক্ত প্রবাহকারী মুজাহিদদেরকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছে জালিম দলটি। এমনও হচ্ছে যে, তাদের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া আলেমরা কিছুদিনের মধ্যেই ড্রোন হামলার শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করছেন।

https://ibb.co/v4NPWHb

পাকিস্তান | টিটিপি ও নাপাক মুরতাদ বাহিনীর মাঝে সংঘর্ষ, নিহত এক

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের মাঝে একটি সংঘর্ষ হয়। এতে মুরতাদ বাহিনীর এক সৈন্য নিহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা 4 টায়, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির সালাহারজাই সীমান্তে টিটিপির মুজাহিদিন ও নাপাক বাহিনীর মধ্যে একটি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর এক সেনা সদস্য নিহত হয়, পরিস্থিতি খারাপ মনে হলে নাপাক সরকারের অন্য কাপুরুষ সামরিক কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে দ্রুততার সাথে পালিয়ে যায়।

সংঘর্ষে টিটিপির সমস্ত মুজাহিদ নিরাপদে ছিল এবং সুস্বাস্থ্যের সাথে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছেছিল বলেও জানিয়েছে টিটিপির মুখপাত্র।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার আমিসোম বাহিনীর ১১টি ঘাঁটিতে মুজাহিদদের আঘাত

দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়ায় কয়েকটি বিদেশী সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হানে আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় কুফফার বাহিনী।

খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, গত রাতে মধ্য সোমালিয়ার যুবা রাজ্যে হোসিংহ এলাকায় একটি কেনিয়ার ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ক্রুসেডার জোট আমিসোমের হয়ে সোমালিয়ায় যুদ্ধরত কেনিয়ান বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, তারা উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গুলি ও কামান বিনিময়ের আওয়াজ শুনেছিলেন। এছাড়াও গতকাল রাতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ থেকে জানালী, বড়ওয়ে, ধুষাম্বারেব, আধেগেল ও বুলামেরিতে অবস্থিত ক্রুসেডার আমিসোম বাহিনীর ছয়টি ঘাঁটিতে ভারী হামলা চালানো হয়েছে।

এদিকে, একই রাতে বাইদাওয়ে শহরে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশাসনের সামরিক ঘাঁটিতেও একটি ভারী আক্রমণ চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে অনেক মিলিশিয়া হতাহত হয়েছিল। এমনিভাবে বাইবুকুল রাজ্যের এই শহরটিতে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর আরো ৪টি অবস্থানে ঐদিন হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়ায় মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলার ঘটনায় এখনও হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন খবর পাওয়া যায়নি।

নারীকে রুমে ডেকে ধর্ষণ-ভিডিও ধারণ ইউপি চেয়ারম্যানের

চলতি বছরের ৩ মার্চ ন্যাশনাল সার্ভিসের প্রত্যয়নপত্র আনতে গিয়েছিলেন এক নারী। তাকে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন গাইবান্ধা সদরের লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাদল (৪৭)। ওই সময় ঘটনার ভিডিও চিত্রও ধারণ করেন তিনি। ভয় দেখিয়ে পরে আরও কয়েক জায়গায় নিয়ে ওই নারীকে আরও কয়েকবার ধর্ষণ করে বাদল।

৯ মাস ধরে ওই নারীকে ধর্ষণ করে আসছিলেন গাইবান্ধা সদরের লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাদল। সর্বশেষ গত ১১ নভেম্বর নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে ধর্ষণের সময় আশেপাশের লোকজন টের পেলে চেয়ারম্যান বাদল পালিয়ে যান।

ওই নারীর দায়ের করা মামলার এজাহার থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) মজিবর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। আমাদের সময়

ফ্রান্সবিরোধী পোস্ট দেওয়াতে ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো সিঙ্গাপুর

ফ্রান্সে দুষ্কৃতিকারী শিক্ষকের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেওয়ায় ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে সিঙ্গাপুর। মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় এএফপি। এছাড়া 'সন্ত্রাসী' তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে দেশটি।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ফেরত পাঠানো বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই নির্মাণ শ্রমিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা ফ্রান্সে হামলার প্রতিক্রিয়ায় ‘সহিংসতা বা সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে’ এমন পোস্ট দিয়েছেন। তবে পোস্টগুলোর বিষয়বস্তু প্রকাশ করেননি কর্মকর্তারা।

সিঙ্গাপুরে চীনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে দেশটিতে বড় একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী আছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে সেখানে যাওয়া অভিবাসী শ্রমিকদের বেশিরভাগই নির্মাণ শিল্পে স্বল্প বেতনে কাজ করেন। আমাদের সময়

দেড় কিলোমিটারে ৪ সেতু, কাজে আসছে না একটিও

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় বিল পেরিয়ে যেতে দেড় কিলোমিটার সড়কে ১৫ বছর আগে এক সারিতে ৪টি সেতু নির্মাণ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও সংযোগ সড়কে ফেলা হয়নি মাটি। অন্যদিকে উচ্চতা কম হওয়ায় বন্যার সময় সেতুগুলো ডুবে যায়। ফলে সেতুগুলো কাজে আসছে না স্থানীয় লোকজনের।

এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধি সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নড়াইল ইউনিয়নের শিবধরা ও ধলিকুড়ি বিলের মধ্য দিয়ে পূর্ব নড়াইল থেকে কাওয়ালিজানের গ্রামে সহজ যোগাযোগের জন্য ২০০৪-০৫ অর্থবছরে চারটি সেতু নির্মাণ করা হয়।

সড়কে মাটি ভরাট না করায় নড়াইল ইউনিয়নের কালিয়ানিকান্দা, চরবাঙ্গাইল্যা, গোপীনগর, থৈইল্যাপাড়া, পূর্ব নড়াইল, মাছাইল, কুমুরিয়া, খালপাড় ও আশপাশ এলাকার হাজারো মানুষের চলাচলে সেতুগুলো কোনো কাজে আসছে না। ফলে এসব গ্রামের লোকজন ৮–১০ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে উপজেলা সদর ও পার্শ্ববর্তী ফুলপুর উপজেলায় যাতায়াত করতে হয়।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, শিবধরা ও ধলিকুড়ি বিলের মধ্য দিয়ে দেড় কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে, যা বেহাল। সেখানে ৬৩ ফুট ১টি ও ৪৫ ফুট দৈর্ঘ্যের ৩টি সেতু রয়েছে।

পূর্ব নড়াইল গ্রামের কৃষক মাজেদুল ইসলাম বলেন, যখন সেতু নির্মাণ করা হয়, তখন কয়েক গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। কিন্ত সেতুর সংযোগ সড়ক না থাকায় সেতুগুলো কাজেই আসছে না। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে কেউ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

প্রথম আলো

মাদক আত্মসাতে এসআইকে শুধুই প্রত্যাহার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে জব্দ করা মাদক আত্মসাতের চেষ্টার কারণে এক উপপরিদর্শককে (এসআই) প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। বুধবার সকালে তাঁকে কিশোরগঞ্জ পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়। ওই এসআইসের নাম হানিফ সরকার। কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. মাশরুকুর রহমান খালেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গত সোমবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টার ডিউটিতে নেতৃত্ব দেয় হানিফ সরকার। তাঁর সঙ্গে চারজন কনস্টেবল ছিলেন। বেলা আড়াইটার দিকে তাঁরা যান ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর ভৈরব প্রান্তে। সেখানে গিয়ে কয়েকটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তিনটার দিকে একটি বাস থেকে কিছু গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা গাঁজার পরিমাণ আট কেজি। কিন্তু এসআই হানিফ সরকার জব্দ গাঁজার পরিমাণ কম দেখাচ্ছে বলে পুলিশ সুপারের (এসপি) কাছে অভিযোগ যায়। পরে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে হানিফকে শুধু প্রত্যাহার করা হয়। প্রথম আলো

২৫শে নভেম্বর, ২০২০

এবার ভারতে অযোধ্যা বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন

অযোধ্যাকে পুরোদস্তুর 'রামনগরীতে' রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টায় আরও একধাপ এগিয়ে গেল ভারতের উত্তরপ্রদেশের কট্টর হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথের সরকার।

এবার অযোধ্যা বিমানবন্দরের নাম বদলেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

মঙ্গলবার যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিতিতে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয় বলে আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে।

ভারতীয় টিভি সিরিয়াল 'ক্রাইম পেট্রোল' দেখে ভাই-ভাবিসহ চারজনকে হত্যা

ভারতীয় টিভি সিরিয়াল 'ক্রাইম পেট্রোল' দেখে নিজের ভাই, ভাবিসহ পরিবারের চারজনকে হত্যায় প্ররোচিত হন মোহাম্মদ রাহানুল। এরপর কোমল পানীয় স্পিডের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ধারালো চাপাতি দিয়ে 'ঘুমন্ত অবস্থায়' তাদেরকে হত্যা করে।

মঙ্গলবার রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ ওমর ফারুক।

নিহতরা হলেন- রাহানুলের ভাই শাহিনুর রহমান, শাহিনুরের স্ত্রী সাবিনা, কন্যা তাছনিম ও পুত্র সিয়াম।

গত ১৫ অক্টোবর রাত ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে প্রথমে ভাই এবং পরবর্তীতে ভাবিসহ ভাতিজি ও ভাতিজাকে হত্যা করে রাহানুর।

এবার কৃষক লীগ নেতা ও তার ভাই মাদকসহ গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে ইয়াবা ট্যালেটসহ (মাদক) কৃষক লীগের এক সভাপতি ও তার বড় ভাই ধরা খেয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ওই কৃষক লীগ নেতার নাম মজনু রানা (৪৫)। তিনি উপজেলার লাউর ফতেপুর ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি এবং তার বড় ভাইয়ের নাম ফয়েজ সরকার (৫০)।

সোমবার সন্ধ্যায় লাউর ফতেপুর থেকে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই সহোদরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এলাকাবাসী জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কৃষক লীগ নেতা মজনু রানা এলাকায় দাপটের সঙ্গে মাদক ব্যবসা করে আসছে। সরকারি দলের এক প্রভাবশালী নেতার ঘনিষ্ঠজন হওয়ায় তাকে স্থানীয়রা বেশ সমীহ করতেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক গ্রামবাসী জানান, কিছুদিন আগে কৃষক লীগ নেতা মজনু রানাকে জড়িয়ে মাদক বিক্রির একটি আলোচিত ঘটনার ভিডিও ফুটেজ এলাকায় ভাইরাল হলে এ নিয়ে সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি (মজনু) ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়েছেন এমন কথা বলে প্রভাবশালী এক নেতার তদবিরে সে যাত্রায় রক্ষা পান ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি মজনু মিয়া। কালের কণ্ঠ

চাঁদাবাজির মামলায় আটক ধুনট যুবলীগ সভাপতি

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় চাঁদাবাজির মামলায় আমিনুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত রোববার রাতে তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে সোমবার বেলা ১১টার দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আমিনুল ইসলাম মথুরাপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আমিনুল সরকারি একটি জলাশয়ের ইজারাদার মথুরাপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনের কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় আমিনুল ওই জলাশয় থেকে জোর করে মাছ লুট করে নিয়ে যান। এ ঘটনায় ইসমাইল বাদী হয়ে ২০১৬ সালে আমিনুলের বিরুদ্ধে ধুনট থানায় চাঁদাবাজি ও মাছ লুটের অভিযোগে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় পুলিশ তদন্ত করে আমিনুলের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। কিন্তু আমিনুল ওই মামলায় আদালতে হাজিরা দেয়নি। আমাদের সময়

পাকিস্তান | লাহোরে টিটিপির বীরত্বপূর্ণ শহীদি হামলা, হতাহত কয়েক ডজন

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের বৃহত্তম শহর ও প্রদেশিক রাজধানী লাহোরের সিটিডি থানার কাছে একটি পুলিশ বাস লক্ষ্য করে একটি শহীদি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে মুরতাদ বাহিনীর সকল সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি (হা.) তাঁর এক টুইট বার্তায় হামলার দায় স্বীকার করে জানান যে, লাহোরের বুরকি রোডে অবস্থিত সিটিডি থানার কাছে একটি

পুলিশ বাস লক্ষ্য করে উক্ত শহীদি হামলাটি চালিয়েছেন একজন জানবায মুজাহিদ। যার ফলে বাসে থাকা সমস্ত মুরতাদ পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয় এবং বাসটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

এদিকে নাপাক মুরতাদ সেনাবাহিনীর প্রভাবে দেশটির গোলাম মিডিয়া শহীদি হামলাটির সংবাদকে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই ইস্তেশহাদী মুজাহিদকে হত্যা করার দাবি করে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

উল্লেখ্য যে, হামলার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হওয়া বাসটি সিটিডির মুরতাদ কর্মীদের বহন করছিল, যারা মুজাহিদীনদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন এবং সাধারণ মুসলমানদের ভূয়া এনকাউন্টারে হত্যা করার মতো জগণ্যতম অপরাধে জড়িত ছিলো।

টিটিপির মুখপাত্র আরো জানান যে, আমরা সেনাবাহিনী ও তার সহযোগী দল এবং সরকারের অন্যান্য সদস্যদের সতর্ক করতে চাই যে, দেশে নিপীড়ন বন্ধ না হওয়া এবং ইসলামী ব্যবস্থা পরিপূর্ণ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই পবিত্র যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। ইনশাআল্লাহ্।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক পাকতিয়া প্রদেশে দীর্ঘ ২১ কি.মি সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন পাকতিয়া প্রদেশের শামান্দ জেলায় একটি সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। প্রায় ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কটি খোশামন্দ ও দিল্লি জেলাসহ আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে সংযুক্ত করবে।

স্থানীয় বাসিন্দারা সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করায় স্বাগত এবং এর পুনর্নির্মাণের দিকে মুজাহিদিনের মনোযোগের প্রশংসা করেছেন। এছাড়াও স্থানীয় ধনাঢ্য জনগণ এই আশ্বাস দিয়েছে যে, প্রয়োজন হলে তারাও এই কাজে তালেবানকে সহায়তা করবেন।

সড়কটি নির্মাণ কাজের কিছু দৃশ্য □□

https://alfirdaws.org/2020/11/25/44507/

ফটো রিপোর্ট। | নিমরোজ প্রদেশের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল আল-ইমারাহ স্টুডিও কর্তৃক গত দু'দিন পূর্বে তালেবান মুজাহিদদের কিছু ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

ছবিগুলো ধারণ করা হয়েছে আফগানিস্তানের নিমরোজ প্রদেশের দিলারাম জেলা থেকে। যেখানে জেলাটির তালেবান মুজাহিদদের হাতে শোভা পায় অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান বিধ্বংসী অস্ত্রও।

https://alfirdaws.org/2020/11/25/44503/

২৪শে নভেম্বর, ২০২০

কক্সবাজারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে বিক্রয়কর্মী নিহত

কক্সবাজার শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক বিক্রয়কর্মী খুন হয়েছেন। রবিবার মধ্যরাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক আনোয়ার হোসেন (৩২) বগুড়ার আদমদীঘি এলাকার তবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি একটি টুথপেস্ট কম্পানির বিক্রয়কর্মী। চাকরির সূত্রে পরিবার নিয়ে কক্সবাজার শহরের বিজিবি ক্যাম্প চৌধুরী পাড়ায় বসবাস করে আসছিলেন।

নিহত আনোয়ার হোসেনের ভাই আতাউর হোসেন জানান, প্রতিদিনের মতো তিনি কক্সবাজারের মেডিপ্লাস নামে একটি টুথপেস্ট কম্পানির পণ্য বিভিন্ন উপজেলায় বিক্রি করে রাতে বাসায় ফেরার পথে বাস টার্মিনাল এলাকায় ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন। ওই সময় ছিনতাইকারীরা তার কাছ থেকে মোবাইল ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাত করে আনোয়ারকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। কালের কণ্ঠ

কুঋণে জর্জরিত ব্যাংক খাত

বছর দুই আগে ব্যাংক খাতে মন্দঋণ ছিল প্রতি ১০০ টাকা খেলাপি ঋণের ৮৩ টাকা। আর দুই বছরের মাথায় এসে তা বেড়ে হয়েছে ৮৭ টাকা। গত দুই বছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে এ আদায়

অযোগ্য ঋণ। মন্দঋণ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংক সম্পদের গুণগত মানও কমে যাচ্ছে। এসব ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংককে আদালতে যেতে হচ্ছে। এতে বেড়ে যাচ্ছে ব্যাংকের পরিচালনব্যয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতি তিন মাস অন্তর আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ প্রতিবেদনে ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরা হয়। গত জুনভিত্তিক তথ্য নিয়ে তৈরি এ প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত দুই বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে কুঋণ।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৮ সালের জুন শেষে ব্যাংকিং খাতে মন্দ মানের খেলাপি ঋণ ছিল প্রতি ১০০ টাকায় ৮৩ টাকা। ওই বছর ডিসেম্বরে এসে তা বেড়ে হয় ৮৫ দশমিক ৯ শতাংশ। গত বছর মার্চ শেষে তা বেড়ে হয় ৮৬ শতাংশ। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এসে তা আরো বেড়ে হয় সাড়ে ৮৬ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে কুঋণ আরো বেড়ে হয় ৮৬ দশমিক ৮ শতাংশ। সর্বশেষ গত জুনে এসে হয় ৮৭ শতাংশ।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খেলাপি ঋণ তিন ধরনের। কোনো ঋণ পরপর তিন মাস আদায় না হলে ওই ঋণকে নিম্নমানের খেলাপি ঋণ বলা হয়। কিন্তু ওই ঋণ পরপর ছয় মাস আদায় না হলে হয় সন্দেহজনক খেলাপি ঋণ। আর কোনো ঋণ পরপর ৯ মাস আদায় না হলেই ওই ঋণকে কুঋণ বা মন্দ মানের খেলাপি ঋণ বলা হয়।

সাধারণত কোনো ঋণ মন্দ মানের খেলাপি হলে ওই ঋণকে আদায় অযোগ্যও বলা হয়। এসব ঋণ আদায়ে ঝুঁকি থাকে বেশি। এ কারণে মন্দ মানের খেলাপি ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। প্রভিশন হলো ব্যাংকগুলো যে পরিমাণ মুনাফা করবে তা খরচ না করে মন্দ ঋণের বিপরীতে জামানত রাখা। কারণ, ব্যাংক যে ঋণ প্রদান করে থাকে ওই অর্থ সাধারণ আমানতকারীদের অর্থ। সাধারণ আমানতকারীদের অর্থ ঝুঁকিমুক্ত রাখতেই মন্দ মানের খেলাপি ঋণের বিপরীতে শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়।

ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, ব্যাংকের খেলাপি ঋণের বেশির ভাগই মন্দ মানের। কারণ ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ কারণে ঋণখেলাপিরা বছরের পর বছর ঋণ পরিশোধ না করে পার পেয়ে যাচ্ছেন। রাঘববোয়াল ঋণখেলাপিদের দেখাদেখি অন্যরাও ঋণ পরিশোধে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছেন। এ কারণেই ব্যাংকিং খাতে মন্দ মানের খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে।

অপর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো মন্দ মানের খেলাপি ঋণ তিন বছরের বেশি অতিবাহিত হলে ওই ঋণকে অবলোপন করতে হয়। অবলোপন হলে খেলাপি ঋণের হিসাব থেকে

আলাদা করে ব্যাংকের অন্য হিসাবে রাখতে হয়। ওই ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংককে মামলা করতে হয়। মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যাংকের বাড়তি ব্যয় হয়। ব্যাংক খাতের জন্য মন্দ মানের খেলাপি ঋণ একপর্যায়ে শাখের করাত হয়। এভাবে আদালতে ব্যাংকের প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা মামলার জালে আটকে আছে।

ব্যাংকাররা জানান, মন্দ মানের খেলাপি ঋণ কমাতে হলে রাঘববোয়াল ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় ব্যাংকিং খাত মন্দ ঋণের অভিশাপ থেকে বের হতে পারবে না বলে মনে করছেন তারা। নয়া দিগন্ত

এক মাসেই ১০৮ নারী ও শিশু ধর্ষিত

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০৮ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। নয় মাসে মোট ৯৭৫ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ১১টি জাতীয় পত্রিকার খবর বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানিয়েছে নারী নিরাপত্তা জোট ও আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট।

সংগঠন দুটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য নয় দফা দাবি জানিয়েছে। দাবি আদায়ে তারা আগামীকাল ৪০ জেলায় একযোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে এবং মানববন্ধন শেষে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেবে।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠন দুটির পক্ষে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এসব তথ্য তুলে ধরেন আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের নির্বাহী সমন্বয়কারী জিনাত আরা হক। তাদের নয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা ১৮০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা, বিচার চলাকালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ, ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা, নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ ইত্যাদি। প্রথম আলো

সৌদি আরবে ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী ও মোসাদ প্রধানের গোপন সফর

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও রাষ্ট্রটির গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' প্রধান সৌদি আরবে একটি গোপন সফর সম্পূর্ণ করেছে।

মুসলিম প্রধান দেশ সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এবং দেশটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করতে সৌদি আরবে এই গোপন সফর করে তারা।

দখলদার ইস্রায়েলের শিক্ষামন্ত্রী বলেছিল, "নেতানিয়াহুর সৌদি আরব সফর একটি সুন্দর অর্জন" ছিল। এটি সৌদি কর্মকর্তা ও আধিকারিকদের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। যার স্বপ্ন সৌদি আরব ও ইস্রায়েলের নেতারা সবসময় দেখেছিল।"

বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে সৌদি সরকার। পরিস্থিতী ঘোলাটে মনে হলে, সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের এবং মোহাম্মদ বিন সালমানের মধ্যে বৈঠকের খবর অস্বীকার করে বসে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান বলেছে, "আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর সৌদি আরব সফরকালে ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের সৌদি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতকারের একটি রিপোর্ট দেখতে পেয়েছি। ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি কর্মকর্তাদের মধ্যেকার বৈঠকের সময় ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের মাঝে এ জাতীয় কোন বৈঠক হয়নি, যা গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।"

এদিকে ''ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'' সৌদি সরকারের দুই উপদেষ্টার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, গত রবিবার নেতানিয়াহু ও সালমানের মাঝে সৌদি আরবে একটি সাক্ষাত অনুষ্ঠান হয়েছিল। সাংবাদ মাধ্যমটি নামহীন সিনিয়র উপদেষ্টাদের বরাত দিয়ে আরো জানিয়েছে যে, বৈঠকে বিন সালমান, পম্পেও এবং নেতানিয়াহু বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে।

ইস্রায়েলের রাষ্ট্রীয় রেডিও 'হার্টস, ইয়েদিথ অ্যারনোথ' এবং অন্যান্য সংবাদপত্র জানিয়েছে যে, নেতানিয়াহু রবিবার সৌদি আরবে একটি গোপন সফর করেছিল, সেখানে সে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও, সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এবং দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছে। এসময় দখলদার ইস্রায়েলীয় গোয়েন্দা বিভাগের (মোসাদ) প্রধান 'ইয়োসি কোহামও' সৌদি আরবে পাঁচ ঘন্টা কাটিয়ে পূণরায় ইস্রায়েলে ফিরে এসেছিল।

উল্লেখ্য যে, দখলদার ইহুদিবাদী ইস্রায়েলের সাথে সৌদি আরবের কোনও আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না থাকলেও বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশে ইস্রায়েলী বিমানগুলি সৌদি আকাশসীমা পেরিয়ে চলাচল করছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' গত মাসে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ

করে দাবি করেছিল যে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সৌদি সরকার ইহুদিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবে।

সৌদি আরব মুসলিমদের পবিত্রতম স্থান মক্কা ও মদিনা অবস্থিত। মক্কায় রয়েছে কাবা শরিফ। সৌদি ভূখণ্ডেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র জন্ম। এ কারণেই বিশেষজ্ঞরা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু ও তৃতীয় পবিত্রতম স্থান মসজিদুল আকসার দখলদার, ফিলিস্তিনিদের হত্যাকারী ইহুদি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সৌদি আরবে প্রবেশ ও গোপন বৈঠক করতে দেয়াকে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখছেন।

ফিলিস্তিনের এক নেতা সামি আবুযুহরি বলেছেন, সৌদি আরবে দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর গোপন সফর গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি অবমাননা। এর মাধ্যমে গোটা মুসলিম বিশ্বকে অপমান করা হয়েছে। একইসঙ্গে এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জাতির সব অধিকারকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সৌদি আরবকে অবশ্যই ব্যাখ্যা দিতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, নেতানিয়াহুর এই সফরের ঘটনা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

https://ibb.co/mvBxs1M

কাবুল সরকারী বাহিনীর উপর ড্রোন হামলা চালিয়েছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সম্প্রতি ড্রোনের ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে বলে সংসদে দাবি তুলেছে কাবুল সরকারের জাতীয় প্রতিরক্ষা অধিদফতরের প্রধান।

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম কাবুল সরকারের জাতীয় প্রতিরক্ষা অধিদফতরের (এনডিএস) প্রধান সিরাজ আহমদ জিয়া গত সোমবার আফগান সংসদে যুদ্ধে তালিবানের ড্রোন ব্যবহারের বিষয়ে ব্রিফ করে। সে বলে, 'সাম্প্রতিক হামলায় তালেবানরা কাবুল বাহিনীকে টার্গেট করে ছোটো ছোটো ড্রোন ব্যবহার করে বোমা হামলা চালাচ্ছে'।

প্রায় দুই সপ্তাহ আগেও তালেবানরা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সুরক্ষা চৌকিগুলি টার্গেট করে ড্রোন দ্বারা বোমা ফেলেছিল। এতে প্রাদেশিক গভর্নর ও তার চার দেহরক্ষী নিহত হয়। এ হামলায় ধ্বংস হয়েছিল কয়েকটি নিরাপত্তা চৌকি ও একটি সামরিক ঘাঁটি। একই সপ্তাহে পাকতিয়া প্রদেশেরও একাধিক সুরক্ষা চৌকি লক্ষ্যবস্তু করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তালেবান।

উল্লেখ্য যে, তালেবানরা এর আগে ছবি, ভিডিওধারণ এবং সামরিক ঘাঁটির অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য ড্রোন ব্যবহার করত, তবে বোমা হামলায় এসব ড্রোন প্রথমবার ব্যবহার করেছে তালেবান, এমনটাই দাবী করছে কাবুল বাহিনী। যদিও মার্কিন বাহিনী গত বছর থেকেই এই দাবী করে আসছিল।

https://ibb.co/1QXmqx7

শেয়ারবাজারে এবার বড় দরপতন

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সোমবার সূচকের বড় পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সোমবার বেলা ১১টায় ডিএসইর সাধারণ সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৫১ পয়েন্ট কমে চার হাজার ৭৮৯ পয়েন্টে অবস্থান করে। ডিএসই শরীয়াহ্ সূচক ১৬ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ২১ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১১০৩ ও ১৬৬৩ পয়েন্টে রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে লেনদেন হয়েছে ১৩৮ কোটি ২৬ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। সোমবার এ সময়ে লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ৬৯টির, কমেছে ১৬৬টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৮১টি কোম্পানির শেয়ার।

এর আগে, লেনদেন শুরুর প্রথম ১০ মিনিটে ডিএসইর সূচক কমে ২৬ পয়েন্ট। এরপর ১০টা ২০ মিনিটে সূচক আগের অবস্থান থেকে ১৬ পয়েন্ট কমে যায়। এরপর সূচক কিছুটা নিম্নমুখী দেখা যায়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে সূচক আগের দিনের চেয়ে ৫৮ পয়েন্ট কমে চার হাজার ৭৮২ পয়েন্টে অবস্থান করে।

অপরদিকে লেনদেন শুরুর এক ঘণ্টা পর বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সিএএসপিআই সূচক ১৪৬ পয়েন্ট কমে ১৩ হাজার ৭১৭ পয়েন্টে অবস্থান করে। এরপর সূচকের গতি নিম্নমুখী দেখা যায়।

এদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। এসময়ের ২০টি কোম্পানির দাম বেড়েছে, কমেছে ৭২টি কোম্পানির দর। অপরিবর্তিত রয়েছে ২২টি কোম্পানি শেয়ারের দর। বিডি প্রতিদিন

দূষিত বাতাস কঠিন করে দিচ্ছে ঢাকার বসবাস

বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহর ঢাকা বাতাসের মানের সূচকে (একিউআই) সোমবার সকালে তৃতীয় খারাপ অবস্থানে চলে এসেছে।

ঢাকার একিউআই স্কোর সকাল ৯টা ২ মিনিটে পাওয়া যায় ১৮৫ এবং বাতাসকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রবলতা এবং দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে বেশি সময় থাকার মাঝে সম্পর্ক থাকায় রাজধানীর বাসিন্দাদের মাঝে এক গুরুতর উদ্বেগের বিষয় বাতাসের খারাপ মান।

বায়ু দূষণ ও করোনা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন যে প্রতি ঘন মিটার বায়ুতে বিপজ্জনক সূক্ষ্ম ধুলা ও বস্তুকণা পিএম২.৫ যদি মাত্র এক মাইক্রোগ্রাম বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটি কোভিড-১৯-এ মৃত্যুর হার ৮ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়।

নেদারল্যান্ডসের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দূষণের সংস্পর্শে আসার মাত্রায় সামান্য বৃদ্ধি মৃত্যুর হার ২১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায়ও কোভিড-১৯ সংক্রমণের তীব্রতা এবং গাড়ির ধোঁয়া বা জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো থেকে আসা নাইট্রোজেন অক্সাইড ও স্থল-স্তরের ওজোনের মতো দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে দীর্ঘ মেয়াদে আসার মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি সায়েন্স অব দ্য টোটাল এনভায়রনমেন্ট সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণাতেও দেখানো হয়েছে, বায়ু দূষণের সংস্পর্শে দীর্ঘ মেয়াদে থাকা করোনাভাইরাসে প্রাণহানির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে।

একিউআই মান ১৫১ থেকে ২০০-এর মধ্যে থাকা মানে প্রত্যেকের স্বাস্থ্যেই দূষণের প্রভাব পড়তে পারে। তবে, সংবেদনশীল গোষ্ঠীর সদস্যরা আরো মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

আজকের একিউআই সূচক অনুসারে, দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় যথাক্রমে ২৭৪ এবং ২৬৫ স্কোর নিয়ে প্রথম দুটি স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর এবং ভারতের দিল্লি।

প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোনো ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়।

বায়ু দূষণের সাথে ঢাকার সম্পর্ক অনেক পুরনো। সাধারণত বর্ষার মৌসুমে শহরের বাতাসের মানের উন্নতি হয়। তবে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বাতাসের মানের দিক দিয়ে সবচেয়ে খারাপ সময় পার করেছে। তখন বায়ুতে বিপজ্জনক সূক্ষ্ম ধুলা ও বস্তুকণা পিএম২.৫-এর জন্য বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। আর বিশ্ব বায়ু মান প্রতিবেদনে ২০১৯ সালে ঢাকা দ্বিতীয় দূষিত বাতাসের শহরের উঠে আসে।

নয়া দিগন্ত

অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আবদুর রাকিবের বিরুদ্ধে একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকল্প দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে। ১১ ইউপি সদস্যের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রশাসন এই তদন্ত করেছে। প্রতিবেদনটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর পাকড়ী ইউপির ১১ জন সদস্য চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে ২২ দফা অভিযোগ জানান। ২০ অক্টোবর ইউএনওর কার্যালয়ে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে শুনানি হয়। সেখানে ইউপি সদস্যরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে বক্তব্য দেন। তাঁদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সুব্রত কুমার সরকার তদন্ত করে ইউএনওর কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

ইউপি সদস্যদের অভিযোগ, চেয়ারম্যানের পরিবারের মাত্র দুজন সদস্যের কবর রয়েছে, এমন একটি জায়গাকে পারিবারিক কবরস্থান ঘোষণা করে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০ বার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচবারই সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের জন্য। এ ছাড়া দুইবার রাস্তা ও একবার সোলার প্যানেল স্থাপনের নামে প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে, 'এখানে অনেক বড় দুর্নীতি হয়েছে।' একইভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিয়ে একই রাস্তায় একাধিকবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

খোরাসান | তালেবান কর্তৃক আকর্ষণীয় সামরিক প্রশিক্ষণের ভিডিও প্রকাশ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক বিভাগ 'প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (3)' নামে নতুন একটি ভিডিও সিরিজ প্রকাশ করেছে।

তালেবানদের অফিসিয়াল আল-ইমারাহ্ স্টুডিও 'প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (3)' নামে ধারাবাহিক ভিডিও সংস্করণ সিরিজের একটি আকর্ষণীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে। কিছুদিন পূর্বে ভিডিওটির ট্রেইলার প্রকাশের পর গতকাল সম্পূর্ণ ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়।

এই ভিডিও সংস্করণটি প্রায় ৩২ মিনিট সময় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এবং এটি আল-ইমারা স্টুডিওর ধারাবাহিক ভিডিও সিরিজের ১১৩ তম সংখ্যা।

তালেবানদের প্রশিক্ষণের আকর্ষণীয় এই ভিডিওটি দেখতে বা ডাউনলোড করতে আপনি নীচের লিঙ্কগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

https://alfirdaws.org/2020/11/24/44473/

মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ১৪ সদস্য নিহত, ২টি যান ধ্বংস

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সের উপর সফল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে কমপক্ষে ১৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের বালদাউকলী বিমানবন্দরে আমেরিকান সামরিক ঘাঁটির কাছে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ২৩ নভেম্বর ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালীয় মুরতাদ সেকারের স্পেশাল ফোর্সের উপর উক্ত সফল হামলাটি চালানো হয়েছিলো। যার ফলে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, এছাড়াও মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

অপরদিকে মধ্য সোমালিয়ার কারয়ালী এলাকায় সোমালি মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান টার্গেট করে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অন্য এক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

আফগানিস্তানে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ৯ অস্ট্রেলিয়ান সেনার আত্মহত্যা

আফগানিস্তানে অস্ট্রেলীয় ক্রুসেডার সেনা কর্তৃক যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত একটি রিপোর্টের পরে এক মহিলাসহ ৯ অস্ট্রেলিয়ান সেনা আত্মহত্যা করেছে। সূত্র: ডেইলি মেইল

দৈনিক সংবাদ পত্রিকাটি জানিয়েছে, এই সংখ্যাটি গত তিন সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা সংখ্যা, তারা আরো বলেছে যে, আত্মহত্যাকারী ৯ সৈন্যই যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত সৈন্যের মধ্য থেকে যাদের বিরুদ্ধে দেশটির একটি আদালতে ৩৯ জন নিরপরাধ আফগানীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এই ক্রুসেডার সৈন্যরা বিনা অপরাধে আফগানিস্তানে ৩৯ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল। আর এটি করা হয়েছে ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে। (এটা শুধু অস্ট্রেলিয়ার একটি আদালতের দাবি, যদিও বাস্তাব সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশি)। এদিকে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত সৈন্যদের বিরুদ্ধে আদালতে ১ হাজার লোক স্বাক্ষ্য দিয়েছে।

এটি লক্ষণীয় যে, ৪টি মামলার মূল্যায়ন করার পরে এখন পর্যন্ত ৫৭ সেনা সদস্যকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করেছে দেশটির আদালত।

অস্ট্রেলিয়া ক্রুসেডার জোটের হয়ে ২০০৫ সাল থেকে আফগানিস্তানে আনুষ্ঠানিকভাবে সেনা প্রেরণ করতে শুরু করেছিলো, তাদের বেশিরভাগ সৈন্যই উরুজগান প্রদেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। গত বছর অস্ট্রেলিয়া তাদের বেশিরভাগ সৈন্য আফগানিস্তান থেকে নিয়ে যায়, তবে এখনো ৪০০ সেনা আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

২৩শে নভেম্বর, ২০২০

বিদেশি কোম্পানিতে বাড়তি ব্যয় ১৩২ কোটি টাকা

রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি গাজপ্রমকে ভোলায় তিনটি গ্যাসকূপ খননের কাজ দিতে গিয়ে ১৩২ কোটি টাকা লোকসানের মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশে গাজপ্রম কাজ পেলেও তারা নিজেরা কূপ খনন করে না। ঠিকা দেয় এরিয়েল অয়েল ফিল্ড সার্ভিসেস নামের একটি কোম্পানিকে। এরিয়েল বাংলাদেশ সরকারকে একই কূপ ২৪ শতাংশ কম খরচে খনন করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। অবশ্য সরকারি সংস্থা বাপেক্সকে খননের কাজ দিলে খরচ পড়বে অর্ধেকের কম।

জ্বালানিসচিবের নেতৃত্বাধীন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিসি) গত ৯ সেপ্টেম্বর ভোলায় রাশিয়ার গাজপ্রমকে তিনটি কূপ খননের প্রাথমিক অনুমতি দেয় বলে জ্বালানি বিভাগের দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান। এখন শুধু জ্বালানিমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন বাকি। প্রতিটি কূপ খননে গাজপ্রম পাবে ১৮০ কোটি টাকা, তিনটিতে মোট ৫৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে এরিয়েল চিঠি দিয়ে বলেছে, তারা প্রতিটি কূপ ১৩৬ কোটি টাকা করে তিনটি মোট ৪০৮ কোটি টাকায় খনন করতে চায়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) প্রতিটি কূপ খননে ৬৫ থেকে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে। চলতি বছরই কুমিল্লার মুরাদনগরের শ্রীকাইলে একটি কূপ খনন শেষ করেছে বাপেক্স। এতে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ হিসেবে, ভোলার তিনটি কূপ বাপেক্স খনন করলে ব্যয় হতো ২৪০ কোটি টাকা। সরকারের সাশ্রয় হতো ৩০০ কোটি টাকার মতো (গাজপ্রমের তুলনায়)।

ভোলা গ্যাসক্ষেত্র বাপেক্সই ১৯৯৫ সালে আবিষ্কার করে। সেখান থেকে সংস্থাটি ২০০৯ সাল থেকে গ্যাস উত্তোলন করছে, যা শুধু ভোলায় ব্যবহৃত হয়। ভোলায় এখন পর্যন্ত ছয়টি কূপ খনন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পিজেএসসি গাজপ্রমকে ২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৭টি কূপ খননের কাজ দিয়েছে। এ জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। কূপগুলো এরিয়েলকে দিয়েই খনন করিয়েছে গাজপ্রম। রাশিয়ার গাজপ্রম অবশ্য সরাসরি কাজ এরিয়েলকে দেয় না। তারা দেয় গাজপ্রম ইপি ইন্টারন্যাশনালকে, যেটি নেদারল্যান্ডসে নিবন্ধিত। গাজপ্রম ইন্টারন্যাশনাল আবার কাজটি দেয় এরিয়েলকে।

এভাবে কূপ খননকাজের হাতবদল এবং বাংলাদেশের ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ বিষয়ে জ্বালানিসচিব মো. আনিছুর রহমান ১৭ অক্টোবর মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, 'বাংলাদেশে যে গাজপ্রম এত দিন কাজ করেছে, ভোলায়ও কাজ করতে যাচ্ছে, তারা রাশিয়ার সরকারি গাজপ্রম বলেই আমরা জেনে এসেছি। গাজপ্রমের সঙ্গে আলোচনার সময় রাশিয়ার দূতাবাসের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।' তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'এরিয়েলের কোনো প্রস্তাবের কথা আমি জানি না।'

এরিয়েলের প্রস্তাব

২০১২ সালে গাজপ্রম ইন্টারন্যাশনাল চুক্তি করে এরিয়েল অয়েল ফিল্ড সার্ভিসেসের সঙ্গে। চুক্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশে যত গ্যাসকূপ খননের কাজ গাজপ্রম পাবে, তা এরিয়েল খনন করে দেবে। চুক্তির পর বাংলাদেশে গ্রাজপ্রমের পাওয়া ১৭টি কূপ খননের কাজ করে এরিয়েল।

ভোলার তিন কূপ (টগবি-১, ভোলা উত্তর-২ ও ইলিশা-১) খননের বিষয়ে গত ১৪ জুলাই পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, বাপেক্সের এমডিসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চিঠি দেন এরিয়েলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আকমেদভ দিলশদ। তিনি ৪ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলারে (৪০৮ কোটি টাকা) সরাসরি কূপ তিনটি খননের প্রস্তাব দেন। এর মানে হলো, গাজপ্রম ইন্টারন্যাশনাল কাজ পেলে এরিয়েলকে দিয়ে খনন করিয়ে এই তিন কূপের বিপরীতে ১৩২ কোটি টাকা নিয়ে যাবে শুধু কমিশন হিসেবে।

চিঠিতে আকমেদভ দিলশদ বলেন, 'আমরা বুঝি, এখন যেকোনো প্রকল্পে ব্যয় যতটা সম্ভব সাশ্রয়ী হওয়া উচিত। কারণ, মহামারির কারণে বিশ্ব অর্থ সাশ্রয়ের পথ খুঁজছে, যাতে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য অর্থ রাখা যায়।'

এর আগে ২০১৮ সালেও ভোলায় তিনটি কূপ খননের কাজ দেওয়া হয় গাজপ্রমকে। সর্বশেষ কূপপ্রতি গাজপ্রম পেয়েছিল ১৪০ কোটি টাকা। এবার তা বাড়িয়ে ১৮০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলী প্রথম আলোকে বলেন, 'সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা সেটি পালন করব।' তিনি এর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি। প্রথম আলো

গরিবের ত্রাণ, মাছকে খাওয়াচ্ছে সরকারি কর্মচারী

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় দুস্থদের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণসামগ্রী মাছের খাবার হিসেবে পুকুরে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন অফিসের এক কর্মচারী। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অফিসের পিওন (মাস্টাররোল) আশরাফুল ইসলাম বিপুল পরিমান ত্রাণসামগ্রী তার

লিজকৃত পুকুরে মাছের খাবার হিসেবে পানিতে নিক্ষেপের সময় স্থানীয়রা তা ধরে ফেলে। পরে উপজেলা প্রকল্প বাস্তাবায়ন কর্মকর্তা দ্রুত ওই সমস্ত ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করে হেফাজতে নেন।

স্থানীয়দের সূত্রে জানা যায়, দুর্যোগকালীন উপজেলার গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য চাল, ডাল, আটা, মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট, লবণ, সয়াবিন তেল ও অন্য সামগ্রীসহ ত্রাণের প্যাকেট করা হয়। গতকাল বিকেলে এসব প্যাকেটের কিছু উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে পন্ডিতপাড়ার আকতার রহমানের পুকুরে মাছের খাবার হিসেবে দেওয়া হয়। এ সময় সরেজমিনে স্থানীয়রা উপস্থিত হয়ে এই কাজ আটকান। আমাদের সময়

আবর্জনায় ভরা ডোবা থেকে লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে আবর্জনায় ভরা একটি ডোবা থেকে মুহাম্মদ ইউচুপ (৪৫) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে হাটহাজারী উপজেলা সদরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাছবাজার এলাকার একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

ওই ব্যক্তির বাড়ি ঘটনাস্থলের এক কিলোমিটার দূরে একই ওয়ার্ডের রঙ্গিপাড়া এলাকায়। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই আছে।

স্থানীয় বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লাশটি তিন থেকে চার দিন আগের। কিছুটা ফুলে পচে গেছে। স্থানীয় লোকজন আজ সকালে বাড়ির সামনের ডোবায় লাশ দেখে হাটহাজারী থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তি সবজি ও মাছ ফেরি করে বিক্রি করতেন।

হাটহাজারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাজিব শর্মা বলেন, লাশটি যে মুহাম্মদ ইউচুপের, তা পরিবারের লোকজন শনাক্ত করেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

প্রথম আলো

খোরাসান | দীর্ঘ ১৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে তালেবান

তালেবানদের প্রতিষ্ঠিত ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বাদঘিস প্রদেশের মুরগাব জেলায় দীর্ঘ ১৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে।

তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে এই রাস্তার ছবি পোস্ট করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা জানিয়েছে যে সড়কটি মুরগাব জেলা কেন্দ্র থেকে শুরু করে মরিচাক বাজার পর্যন্ত প্রসারিত হবে। আর তালেবানদের এই সড়কটি নির্মাণ কাজে বেসামরিক নাগরিকরাও সহায়তা করার কথা জানিয়েছে।

স্থানীয়রা বলছেন যে সড়কটি খুব যানজট ছিল, এটি পুনর্নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে যানজট নিরসনে অনেকটাই সহায়তা হবে। এই অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ জেলা শহরে খুব দ্রুতই আসা-যাওয়া করতে পাবেন, এতে মানুষের জীবন-যাত্রার মান বাড়বে।

উল্লেখ্য যে, তালেবানরা ইতোমধ্যে দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি পুননির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও অনেকগুলো প্রকল্পের কাজ এখনো চলমান রয়েছে।

পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় ৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির সালারজাই সীমান্তে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের উপর পর পর তিনবার স্নাইপার হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২০ নভেম্বর দুপুরবেলায় পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর সালার্জাই সীমান্তের ত্রিপামান-কান্দু এলাকায় অবস্থিত নাপাক সেনাদের একটি ক্যাম্পে সংক্ষিপ্ত বিরতিতে তিনবার স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ, এতে আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর দুই সদ্য নিহত ও এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সি ও ওয়াজিরিস্তানে এখন প্রতিদিনই এই ধরণের হামলার দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনী ভারী হতাহতের শিকার হচ্ছে ।

পাকিস্তান | তথাকথিত শান্তি কমিটির উপর টিটিপির হামলা, নিহত এক

পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সির পান্ডিয়ালাই সীমান্তে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, গত ২১ নভেম্বর রাতে এই হামলার ঘটনায় তথাকথিত শান্তি কমিটির প্রধান মারা যায়।

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছেন, টিটিপির মুজাহিদগণ পণ্ডিয়ালাই সীমান্তে সুপরিচিত সেনা কর্মী এবং তথাকথিত শান্তি কমিটির প্রধান মালিক রাজ ওয়ালির সম্মুখভাগে আক্রমণ করেছিলেন। এতে শেরজাদা নামে মালিক রাজ ওয়ালীর দেহরক্ষীদের মধ্যে এক মুরতাদ সদস্য মারা গিয়েছে এবং অন্যরা পালিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মুরতাদ মালিক রাজ ওয়ালির উপর এর আগেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। কিন্তু প্রতিবারই সে ময়দান থেকে সবার আগে পালিয়ে যেতো।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৮ মুরতাদ সদস্য হতাহত

সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্য অনুযায়ী, গত ২২ নভেম্বর রবিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের শালানবুদ শহরে পশ্চিমা ক্রুসেডারদের গোলাম সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন একটি মোটরসাইকেল ও বেশ কিছু অস্ত্র।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর আলিশা এলাকায় মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের টার্গেট হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন পুলিশ সদস্যদের কাছে থাকা দুটি অস্ত্র ।

২২শে নভেম্বর, ২০২০

এবার গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরাইলের বিমান হামলা!

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। গাজার বেইত হানুন শহরে ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাসের' একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের উপর ইসরাইল বিমান হামলা চালায়। তবে, এ হামলায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, গাজা থেকে রকেট হামলার জবাবে তারা বিমান হামলা চালিয়েছে। ইসরাইলি বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গাজা থেকে ছোঁড়া রকেট ইসরাইলের আশকেলান শহরের একটি কারখানায় আঘাত হানে। এসময় সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়। রকেট হামলার কারণে কারখানার বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গত রোববারও ইসরাইলের সামরিক বাহিনী গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়েছিল।

গাজাভিত্তিক ইসলামি আন্দোলনের সিনিয়র কমান্ডার বাহা আবু আল আতার শাহাদাত বার্ষিকীর সময়ে ইসরাইল এসব হামলা চালালো। গত বছরের ১২ নভেম্বর ইসরাইলি বাহিনী বর্বর হামলা চালিয়ে ৪২ বছর বয়সী কমান্ডার বাহা আবু আল আতা এবং তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে। ওই হামলার শাহাদাত বার্ষিকীতে ইসরাইলের সামরিক বাহিনীকে উচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। (সূত্র:নয়া দিগন্ত)

তানোরে নেসকো ও পল্লীবিদ্যুতের ট্রান্সফর্মাতে চুরির হিড়িক!

করোনাকালেও রাজশাহীর তানোরে বেড়েই চলছে চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা। ফলে জিনিসপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ী ও সাধারণ কৃষক। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১ মাসের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি বিএমডিএর গভীর নলকূপ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন অগভীর নলকূপের তার ও ট্রান্সফর্মার চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এছাড়া, হাট বাজারে ও বিভিন্ন অফিসে দিনে দুপুরে মানুষের ব্যবহৃত মোবাইল সেট ছিনতাই ও খুইয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। করোনাকালে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এলাকার চিহ্নিত চুরি ছিনতাই সিন্ডিকেট।

নেসকোর বিদুৎ সংযোগ থেকে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার আকচা ও চাঁদপুর মৌজায় অবস্থিত বিএমডিএর গভীর নলকূপের তার চুরি হয়। এতে মিটার বিকল হয়ে পড়ে। এছাড়া, রহিমাডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত সোবহান হাজীর অগভীর নলকূপ থেকে মিটার ভেঙে তার চুরি হয়ে গেছে। এসব ঘটনা নিয়ে থানায় সাধারণ ডায়রি করা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট অপারেটররা বলছেন, এখন পুরোদমে চলছে আলুর জমিতে সেচ প্রক্রিয়া। হঠাৎ সেচ যন্ত্রের তার ও ট্রান্সফর্মার চুরি হওয়ায় বিপাকে পড়েছে কৃষক। সময়মত এসব আলুর জমিতে সেচ দেয়া না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন চাষিরা।

সম্প্রতি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক রোগীর দামি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে একটি চক্র। এছাড়া গত এক সপ্তাহ আগে মুন্ডুমালা বাজারে নাইটগার্ডকে পিটিয়ে দোকানের মালামাল নিয়ে যায় চোরের দল। ওই বাজারেই দিনে-দুপুরে জাহাঙ্গীর নামে এক চোরকে ধরে পুলিশে দেয় জনতা।

এর আগে গত ১৪ অক্টোবর থেকে পর্যায়ক্রমে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ১৫টি ট্রান্সফর্মার চুরি হয়। এসব ট্রান্সফর্মার বিএমডিএর গভীর নলকূপগুলোতে পল্লীবিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। কিন্তু এতো ট্রান্সফর্মার চুরি গেলেও কোনো রহস্য উদঘাটন করতে পারেননি কেউ। এতে উপজেলাজুড়ে কৃষক ও গভীর নলকূপ অপারেটরদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

উপজেলার বাধাঁইড় মৌজার গভীর নলকূপের অপারেটর রজব আলী জানান, এবার আমন মৌসুমে বৃষ্টির পানিতেই কৃষকেরা আমন চাষাবাদ করেছেন। পানি সেচের প্রয়োজন পড়েনি। এজন্য কৃষকরা মাঠে তেমন যাননি। এ সুযোগে বুধবার দিবাগত রাতে চোরের দল তার গভীর নলকূপের ৩টি ট্রান্সফর্মার নিয়ে যায়। একই কায়দায় উপজেলার টেটনা পাড়া মৌজা, ঝিনাখোর মৌজা, বাধাইড় মৌজা ও পাঁচন্দর মৌজা থেকে ১২টি ট্রান্সফর্মার চুরি গেছে।

এ নিয়ে বিএমডিএর তানোর জোনের সহকারী প্রকৌশলী শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রতিটি গভীর নলকূপের অপারেটরদের সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া চুরি ঠেকাতে এলাকায় মাইকিং করা হয়। এরপরও গত ১৪ অক্টোবর থেকে পর্যায়ক্রমে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ১৫টি ট্রান্সফর্মার ও তার চুরি হয়েছে। আমরা কৃষকের কথা বিবেচনা করে বিকল গভীর নলকূপ সচল করার উদ্যোগ নিয়েছি।

(সূত্র: কালের কণ্ঠ)

ড্রামভর্তি সেই নারীর লাশের পরিচয় মিললেও শনাক্ত হয়নি হত্যাকারী

বরিশালের গৌরনদীর ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীবাহী বাসে ড্রামের ভেতর থেকে পাওয়া নারীর লাশের পরিচয় মিলেছে। মৃত সাবিনা বেগম (৩০) বরিশালের মুলাদী উপজেলার নাজিরপুরের বাসিন্দা সাহেব আলীর মেয়ে এবং গৌরনদী উপজেলার দিয়াসুরে কুয়েত প্রবাসী শহিদুল ইসলামের স্ত্রী। তিনি দুই শিশু সন্তান নিয়ে ঢাকায় বসবাস করতেন।

নিহতের পরিচয় উদ্ধার করতে পারলেও হত্যারহস্য উন্মোচন এবং হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

সাবিনা বেগমের পরিবারের বরাত দিয়ে গৌরনদী পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে সাবিনা বেগম তার দুই সন্তান নিয়ে ঢাকা থেকে গৌরনদীর দিয়াসুরে শ্বশুর বাড়িতে আসেন। সেখানে শ্বাশুড়ির কাছে সন্তানদের রেখে তিনি বরিশালে যান। এরপর, শুক্রবার রাত ১১টার দিকে গৌরনদীর ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডে একটি প্লাস্টিকের ড্রামের ভেতর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় বরিশাল-ভুরঘাটা রুটের আরসি পরিবহনের স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে পুলিশকে তারা জানান, বরিশাল কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে আরসি পরিবহনের একটি বাস গৌরনদীর ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে নগরীর গড়িয়ারপার থেকে এক ব্যক্তি একটি ড্রাম বাসটিতে উঠিয়ে দেয় এবং কাঁচের মালামাল রয়েছে বলে জানায়।

পাশাপাশি ওই ব্যক্তি বাসের হেলপারকে জানায় যে, তার লোক ভুরঘাটা থেকে ড্রামটি নিয়ে যাবে। তবে বাস পৌঁছানোর পর অনেক সময় পার হয়ে গেলেও ড্রামটি কেউ নিতে না আসলে হেলপার নিজেই বাস থেকে ড্রামটি নামায় এবং স্থানীয়দের সহায়তায় ড্রাম খুলে দেখতে পায় নারীর লাশ।

ধারণা করা হচ্ছে ওই নারীকে হত্যা করে লাশ গুম করতে ড্রামে ঢুকিয়ে নিরাপদ কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। (সূত্র: কালের কণ্ঠ)

পশ্চিম আফ্রিকা | আল-কায়েদার নতুন আমীর নিযুক্ত হলেন শাইখ আবু ইউসূফ আল-আন্নাবী হাফিজাহুল্লাহ্

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব শাখা এর শুরা কর্তৃক নতুন আমীর নিযুক্ত হলেন শাইখ আবু ইউসূফ আল-আন্নাবী হাফিজাহুল্লাহ্।

গত ৬ মাস পূর্ব ক্রুসেডার ফ্রান্স আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের প্রাক্তন আমীর শহিদ শাইখ আবু মূস'আব আব্দুল ওয়াদুদ রহিমাহুল্লাহ'র গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালায়। যার ফলে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সাথী শাহাদাত বরণ করেন। এর কিছুদিন পরেই অফিসিয়ালভাবে শাইখের শাহাদাতের বিষয়টি নিশ্চিত করে আল-কায়েদা। তবে শাইখের শাহাদাতের কোন ছবি জনসম্মুখে প্রকাশ করেনি 'একিউআইএম'। প্রথমবারের মত গত ২১ নভেম্বর শাখাটির অফিসিয়াল 'আল-আন্দুলোস' মিডিয়া কর্তৃক এক ভিডিও বার্তায় শাইখের শাহাদাতের ছবি প্রকাশ করা হয়।

সেই সাথে শাইখের শাহাদাতের দীর্ঘ ছয় মাস পর শাখাটির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র শাইখ আবু নোমান আশ-শানকিতী হাফিজাহুল্লাহ্ দীর্ঘ ২০ মিনিটের একটি ভিডিও বার্তায় শুরা কর্তৃক নিযুক্ত নতুন আমীরের নাম ঘোষণা করেছেন। শুরা সদস্যদের সর্বসম্মতীতে শাখাটির নতুন আমীর নিযুক্ত হয়েছেন শাইখ আবু ইউসূফ আল-আন্নাবী হাফিজাহুল্লাহ্। যিনি ইতিপূর্বে শাখাটির শুরা সদস্য ও উচ্চপদস্থ দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ১৪১৩ হিজরীতে শাইখ প্রথমবারের মত মুজাহিদদের বরকতময়ী কাফেলায় শামীল হয়েছিলেন। প্রজ্ঞাবান আলেম হওয়ার সুবাদে তখন থেকেই তিনি দীর্ঘ সময় যাবৎ জিহাদের মায়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

ভিডিও বার্তাটিতে কয়েকটি ভুল প্রচারণারও জবাব দেওয়া হয়েছিল।

যেমন, বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া ও গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল যে, মুজাহিদগণ ২০/৬ ও ৪ ইউরোপীয় বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন, যার বিনিময়ে ২০০ এরও অধিক মুজাহিদ মুক্তি পেয়েছিলেন। সেখানে মুজাহিদগণ বলেছেন যে, তাঁরা মাত্র ২ জন ইউরোপীয় বন্দীর বিনিময়েই ২০০ এরও অধিক মুজাহিদকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন।

এছাড়া সুইস জিম্মির মৃত্যুর কারণও স্পষ্ট করেছে আল-কায়েদা। যেখানে হলুদ মিডিয়াগুলো প্রচার করছে যে, বন্দী বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেও আল-কায়েদা একজন সুইস জিম্মিকে হত্যা করেছে। এবিষয়ে আল-কায়েদা শাখা 'একিউআইএম' অভিযোগ করেছে যে, ক্রুসেডার ফ্রান্স প্রথমে "বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে জিম্মিদের মামলাটির অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছিল"। অর্থাৎ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে জিম্মিদের মুক্ত করতে চেয়েছিল। যার ফলে সুইস জিম্মির মৃত্যুর হয়েছিল।

২১শে নভেম্বর, ২০২০

এবার উইঘুর মুসলিমদের জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করছে চীন

চীনের সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনকে জোরপূর্বক দাস বানিয়ে শ্রম শিবিরে আটকে রাখছে চীন সরকার। দাস হিসেবে ব্যবহার করা এসব উইঘুর মুসলিম শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যগুলো, বিশেষ করে সুতি কাপড় বিশ্ববাজারে ঢুকে পড়ছে।

চীনের উইঘুর অধ্যুষিত এলাকার বাসিন্দাদের শ্রম শিবিরে আটকে রেখে কাজ করিয়ে নিয়ে বিশ্বের মোট উৎপাদিত সুতি কাপড়ের ২০ শতাংশ উৎপাদন করিয়ে নিচ্ছে চীন সরকার।

শত শত বছর ধরে তুর্কি মুসলিম সংখ্যাগুরু হিসেবে ওই অঞ্চলে পরিচিত উইঘুরদের ভাষাও নিজস্ব। আগে ওই এলাকাকে চীনের পশ্চিমাঞ্চল কিংবা উইঘুর সংখ্যালঘু এলাকা বলা হলেও চীন সরকার এর নাম দিয়েছে জিনজিয়াং। যার অর্থ নতুন সীমানা। আর সেই রাজ্যে অন্য রাজ্য থেকে লোকজনকে বসবাসের জন্য যেতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

উইঘুর মুসলিমদের সন্তান জন্ম দেওয়ার হার, তাদের ধর্মপালন এবং ভাষা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে চীন সরকার। প্রতি বছর ১০ লাখের বেশি উইঘুরকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্যও করছে চীনের সমাজতান্ত্রিক সরকার। উইঘুরদের জোরপূর্বক কাজে বাধ্য করার অবসান ঘটাতে গ্লোবাল কল টু অ্যাকশন অ্যাগেইনেস্ট প্রভার্টি (জিসিএপি) কে সমর্থন করেছে ইন্ড্রাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন।

জিসিএপি দাবি জানিয়েছে, জিনজিয়াংয়ের নামকরা ব্র্যান্ড এবং পাইকারী বিক্রেতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, উইঘুরদের দিয়ে জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে নেওয়ার বিষয়টি তারা সমর্থন করছে না এবং তা থেকে সুবিধা নিচ্ছে না। এ ব্যাপারে বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে যারা গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছে, তাদের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে ইন্ডাস্ট্রিঅল।

এরই মধ্যে সুইডেনের কম্পানি এইচ অ্যান্ড এম জিনজিয়াং প্রদেশের সকল সরবরাহকারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিতে সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশ হওয়ার পরে ভক্সওয়াগন এবং অন্যরা জিনজিয়াংয়ের সরবরাহকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সূত্র: ইন্ডাস্ট্রিঅল

উত্তরপ্রদেশে ধর্ষকরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কিশোরীকে পুড়িয়ে হত্যা

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৫ বছরের এক দলিত কিশোরীকে পুড়িয়ে মারল ধর্ষকরা। এমনই পাশবিক চিত্রে চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর এলাকায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত আগস্ট মাসে বুলন্দশহরের ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তদের। সম্প্রতি নির্যাতিতার পরিবারকে মামলা তুলে নিতে বারবার চাপ দেয় অভিযুক্তদের পরিবার। কিন্তু রাজি না হওয়ায় রান্নাঘরে তার মায়ের সঙ্গে কাজ করার সময় বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে কিশোরীর শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ধর্ষণে অভিযুক্তরা। সেখানেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার খাটিয়ামারী সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে শাহীনুর রহমান ফকির চাঁদ (২৮) নামের এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। নিহত শাহীনুর রহমান ফকির চাঁদ খাটিয়ামারী গ্রামের আবুল হাসেমের ছেলে।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার খাটিয়ামারী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১০৬২ ও ৬৩ এর কাছে এ ঘটনা ঘটে।

৩৫ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল আব্দুল আউয়াল এসব বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

মুসলিম নেতাদের প্রতি ম্যাক্রোঁর ১৫ দিনের আল্টিমেটাম

ফ্রান্সের মুসলিম নেতাদের ১৫ দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইসলাম বিদ্বেষী ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ রক্ষার নামে ইসলাম বিদ্বেষের নতুন মাত্রা যোগ করে একটি সনদ মেনে নিতে তাদের প্রতি এ আল্টিমেটাম জারি করা হয়।

ফ্রান্সের 'চরমপন্থী' ইসলামের বিস্তৃতি ঠেকাতে সে এমন কড়া অবস্থান নিয়েছে বলে বিবিসির এক খবরে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সনদটি মেনে নিতে গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) ফ্রান্স কাউন্সিল অব দ্য মুসলিম ফেইথ (সিএফসিএম)-কে ১৫ দিনের সময় বেধে দেয়।

এ সনদে বলা হয়েছে, ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে, রাজনৈতিকভাবে নয়। ফরাসি মুসলিম সংগঠনদের ওপর বিদেশি কোনো প্রভাব বিস্তারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গত বুধবার রাতে ম্যাক্রোঁ ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিয়ান প্রেসিডেন্টের বাসভবনে সিএফসিএমের আটজন নেতার সঙ্গে দেখা করে।

এ সময় মুসলিম নেতাদের প্রতি একটি সনদ উপস্থাপন করে ম্যাক্রোঁ। যাতে ফ্রান্সের মুসলিমদের জন্য আচরণবিধি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো-

১. ধর্মীয় অজুহাতে কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে হুমকি দেওয়া যাবে না, এমনটি করলে ঘরে (ধর্মীয়) শিক্ষার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হবে ও কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

২. মুসলিম শিশুদের একটি নম্বর দিতে হবে, যা দ্বারা তাদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। অভিভাবকরা এ আইন অমান্য করলে তাদের ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। পাশাপাশি বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে।

৩. ক্ষতির আশঙ্কা আছে এমন কারও ব্যক্তিগত তথ্য বিনিময় করা যাবে না।

সিএফসিএম এরইমধ্যে একটি জাতীয় ইমাম কাউন্সিল করবে বলে সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত হয়েছে। সরকারি অনুমোদনের মাধ্যমে এ কাউন্সিল কোনো মসজিদের ইমাম নিয়োগ দেবে, যাকে পরবর্তীতে প্রত্যাহার করাও যাবে। দেশটিতে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করায় এক শিক্ষক হত্যা করা হয়।

ওই হত্যাকাণ্ডের জেরে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ম্যাক্রোঁ কঠোর সমালোচনা ও ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন চালু রাখার ঘোষণা বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় তোলে।

মর্গে মৃত নারীদের ধর্ষণ করতো হিন্দু মালাউন মুন্না ভগত

মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য রাখা মৃত নারীদের ধর্ষণ করায় মুন্না ভগত (২০) নামে এক হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুন্না ভগত রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে তার মামা ডোম জতন কুমার লালের সহযোগী হিসেবে কাজ করতো বলে জানা গেছে।

সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, দুই-তিন বছর ধরে মুন্না মর্গে থাকা মৃত নারীদের ধর্ষণ করে আসছিলো ।

এ ব্যাপারে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগের প্রধান অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ মো. রেজাউল হায়দার বলেন, এটা জঘন্যতম ও খুবই বিব্রতকর।

বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নেয়া হতো, সেসব লাশের মধ্য থেকে মৃত নারীদের ধর্ষণ করতো মুন্না। প্রাথমিক সত্যতার পরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কাশ্মীরে ব্যাপক গোলাগুলি, ৪ স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা নিহত

জম্মুর নাগরোটা জেলায় ভারতীয় মালাউন বাহিনী ও স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় ৪ স্বাধীনতাকামী শহিদ হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) ভোর ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এসময়, দুই সেনা আহত হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানায়, স্বাধীনতাকামীরা বাসে করে জম্মু থেকে কাশ্মীরের দিকে যাচ্ছিল।

হাইওয়ে টোলপ্লাজার কাছে গেলে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর সন্দেহ হওয়ায় বাস থামানো হয়। সেখানেই গোলাগুলি শুরু হয়।

এরপর থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক আপাতত বন্ধ রাখা হয়। এদিকে, বুধবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী বাহিনীর উপরে গ্রেনেড হামলা চালায় স্বাধীনতাকামীরা।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ৯ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ২টি সামরিকযান ধ্বংস

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যার ৪টিতেই অন্ততপক্ষে ৯ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার কানসাহদিরি শহরে ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর একটি অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। বাইবুকুল রাজ্যে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে সেনাদের সকল তাঁবু পুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক ধ্বংস এবং অন্তত পক্ষে ২ সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা জীবন বাঁচাতে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে।

এমনিভাবে যুবা রাজ্যের কাউকানী শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক সেনা অফিসারসহ কতক সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর লাফুলী জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বাইদোয়া শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়।

এছাড়াও ঐদিন বাইদোয়া, আম্বারিসো ও হারাওয়া শহরে ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর ডজনখানেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর ১টি সামরিকযান।

২০শে নভেম্বর, ২০২০

দূষণের কলে ৯৭ ভাগ পৌরসভা

দেশের ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে (সর্বশেষ ঘোষিত পৌরসভা সিলেটের বিশ্বনাথ বাদে) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চালু আছে মাত্র ১০টিতে, যা মোট পৌরসভার মাত্র ৩ ভাগ। বাকি ৯৭ ভাগ পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ফেলা হচ্ছে খাল, বিল ও নদীতে। এতে দূষিত হচ্ছে মাটি ও পানি। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা ৩১৯টি পৌরসভার মধ্যে ১৬৬টিই প্রথম শ্রেণির। ১৮৪টি পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য নিজস্ব কোনো জমিই নেই। স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আইটিএনের নেতৃত্বে পরিচালিত জরিপে এমন চিত্র উঠে

এসেছে। এতে দেখা গেছে, সারা দেশের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চালু আছে শুধু শেরপুর, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, চৌমুহনী, ঝিনাইদহ, সখীপুর ও সাতক্ষীরা পৌরসভায়। এ ১০টি পৌরসভা প্রথম শ্রেণির হলেও অপর ১৬৬টি প্রথম শ্রেণির পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই। বাকি ১৫৩টি পৌরসভার মধ্যে অধিকাংশ দ্বিতীয় শ্রেণির, হাতে গোনা কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণির। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা আলাদা কাঠামো রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এসব প্রতিষ্ঠানের। তবে বরাদ্দ ঘাটতি, জনপ্রতিনিধিদের উদাসীনতা, দুর্নীতি, প্রস্তুতি ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে নতুন নতুন পৌরসভা গঠনের কারণে নামেই এগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে। জনগণ উপকৃত হচ্ছে না। এ ছাড়া অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের আগে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে তারা ব্যক্তিগত উন্নয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নাগরিক সেবাগুলো অধরা থেকে যাচ্ছে। জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, একের পর এক পৌরসভা গঠন করা হলেও অধিকাংশেরই সক্ষমতার ঘাটতি আছে। পর্যাপ্ত বাজেট নেই। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য গাড়ি নেই। বর্জ্য ডাম্পিং ইয়ার্ড নেই। সুয়ারেজ লাইন নেই। জনপ্রতিনিধিদেরও এসব নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। নগর হওয়ার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলো হলেই তাকে পৌরসভা ঘোষণা করতে হয়। এখানে নতুন নতুন পৌরসভা করতে প্রচুর টাকা খরচ ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু এগুলো বাস্তবে পৌরসভা হচ্ছে না। শুধু শুধু খরচ বাড়ছে। অর্থের অপচয় হচ্ছে।

বিডি প্রতিদিন

আলোচনা বন্ধ রোহিঙ্গা ফেরতের?

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার তিন বছর পর তাদের ফিরে যাওয়ার আলোচনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বছর দেড়েক হলো মিয়ানমারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা বন্ধ। চীনের মধ্যস্থতার কথা শোনা গেলেও কার্যকারিতা নেই। আর শুধু বক্তব্য-বিবৃতি ছাড়া কোনো তৎপরতা নেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাখাইনে সেনা অভিযান শুরুর পর কয়েক মাসের মধ্যে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। আগে থেকে বাংলাদেশে ছিল আরও ৪ লাখ রোহিঙ্গা। ২০১৭ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করলেও সেই প্রত্যাবাসন আজও শুরু হয়নি। গত বছর দুই দফা প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাখাইন রাজ্যের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কার কথা তুলে ধরে

ফিরতে রাজি হয়নি রোহিঙ্গারা। প্রত্যাবাসনের পক্ষে সব দেশ নিজেদের অবস্থান জানান দিলেও এক্ষেত্রে কার্যকর কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি।

সেই বৈঠক না হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে কার্যত ১৬

মাস ধরে কোনো আলোচনাই হচ্ছে না। বিডি প্রতিদিন

আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষ, আ. লীগের দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি মামলা

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় বুধবার রাতে জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে আওয়ামী লীগের বিবাদমান দুই পক্ষ পাল্টাপাল্টি মামলা দায়ের করেছে। মামলায় উভয়পক্ষের ৩৭ জনসহ অজ্ঞাত বেশ কিছু নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের আহত ১৫ জনের চিকিৎসা চলছে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে।

এলাকাবাসী জানায়, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষেতলালের আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা নাদিম তালুকদারের প্রতিপক্ষ হয়ে মাঠে নেমেছেন আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী রাজিবুল ইসলাম রাজু। সেই থেকে উভয়পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। মঙ্গলবার চেয়ারম্যান নাদিমের এক সমর্থককে মারধর করে প্রতিপক্ষ রাজুর এক কর্মী। ওই ঘটনার জের ধরে মঙ্গলবার রাতে উভয় পড়োর দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হলে তাদের ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। রাতের ঘটনার রেশ ধরে বুধবার স্থানীয় ফুলদীঘি বাজারে উভয়পক্ষ রণমূর্তি ধারণ করলে দাঙ্গা পুলিশ লাঠিচার্জের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

নাদিম চেয়ারম্যান অভিযোগ করেন, চুন থেকে পান খসলেই রাজুর লোকজন গায়ে পড়ে তার কর্মী-সমর্থকদের মারধর ও হামলা করে। তিনি বলেন, মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় আলীপুর গ্রামে তার এক কর্মীকে অন্যায়ভাবে মারধর করে রাজুর এক সমর্থক। গ্রামবাসী তার প্রতিবাদ করে। খবর পেয়ে রাজু দলবল নিয়ে ওই গ্রামে হামলা করলে গ্রামের লোকজন সমবেত হয়ে তাদের প্রতিহত করে। পরে তারা ফুলদীঘি বাজারে নিরীহ কর্মীদেরও মারপিট করে। কালের কণ্ঠ

কাশ্মীর |'পরকালের ভ্রমণকারীরা' শিরোনামে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের নতুন ভিডিও প্রকাশ

আল-কায়েদা ভারতীয় উপমাহাদেশ ভিত্তিক কাশ্মীর শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের অফিসিয়াল 'আল-হুর' মিডিয়া 'আমরা পরকালের ভ্রমণকারীরা-পর্ব ৪' শিরোনামে ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে AHG এর প্রাক্তন আমীর শহিদ হারুন আব্বাস রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর ২ সাথীর শাহাদাত বিষয়ে।

আমীর শহিদ হামীদ লালহারী (হারুন আব্বাস) রহিমাহুল্লাহ ছিলেন কাশ্মীরের পালওয়ামা জেলার লালহার এলাকার বাসিন্দা। যিনি AHG এর প্রথম আমীর শহিদ জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ'র পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর জিহাদী জীবনের সূচনা শুরু করেন। পরে ২০১৯ ঈসায়ী আমীর জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ'র শাহাদাতের পর AGH এর নতুন আমীর হিসাবে তাকে নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি ঐ বছরেরই ২৩ অক্টোবর তাঁর দুই মুজাহিদ সাথীসহ ট্রাল অঞ্চলে ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁর সাথীদের মধ্যে একজন ছিলেন শহিদ জুনায়েদ রশিদ (লোকমান) রহিমাহুল্লাহ। যিনি কাশ্মীরের ট্রাল অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই শহিদ জাহেদ বাট (রহ.) এর মত শরিয়াহ্ অথবা শাহাদাতের ডাকে সাড়া দিয়ে আমীর জাকির মূসা (রহ.) পৃষ্ঠপোষকতায় জিহাদী জীবনের সূচনা করেন। তিনিও ট্রাল এলাকায় ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।

শহিদ নাভেদ আহমদ রহিমাহুল্লাহ, তিনিও আমির হারুন আব্বাস ও জুনায়েদ রশিদ রহিমাহুমুল্লাহ'র সাথে ট্রাল অঞ্চলে মুশরিক হিন্দু সৈন্যদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের পুলওয়ামা অঞ্চলের বাটপুরা এলাকার বাসিন্দা। তিনি ২০১৯ ইসায়ী শরিয়াত ও শাহাদাতের ডাকে সাড়ে দিয়ে আমীর শহিদ জাকির মূসা (রহ.) পৃষ্ঠপোষকতায় জিহাদী জীবনের সূচনা করেন।

https://alfirdaws.org/2020/11/20/44382/

১৯শে নভেম্বর, ২০২০

৩৯ বেসামরিক আফগানকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে অস্ট্রেলীয় সেনারা

আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালনকালে অবৈধভাবে দেশটির ৩৯ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে অস্ট্রেলিয়ান সেনারা। এমন ভয়ঙ্কর তথ্য উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া সরকারের নিজস্ব তদন্ত প্রতিবেদনে। বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

আফগানিস্তানে অস্ট্রেলীয় সেনাদের সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের মুখে এই তদন্ত শুরু করে দেশটির কর্তৃপক্ষ। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের অস্ট্রেলিয়ান স্পেশাল ফোর্সের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের প্রতিযোগিতা হত্যাকাণ্ড এবং 'রক্তের লালসা' পরিলক্ষিত হয়েছে।

আফগানিস্তানে সংঘটিত এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য ১৯ জনের ব্যাপারে তদন্ত করতে অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ বাহিনীর প্রতি সুপারিশ করেছে দেশটির সামরিক বাহিনী।

অভিযুক্ত ১৯ জনের সবাই অস্ট্রেলিয়ান স্পেশাল ফোর্সের সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে আফগানিস্তানে বিভিন্ন খুন ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডসহ অন্তত ৩৬টি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিরা বন্দী, কৃষক কিংবা সাধারণ আফগান নাগরিক ছিলেন।

২০১৬ সালের মার্চে এই তদন্ত কাজ শুরু হয়। চার বছরেরও বেশি সময় পর বৃহস্পতিবার এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো।

সূত্র: আল জাজিরা, সিএনএন।

সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অভিযোগে একবছর বন্দী থাকার পর জামিনে মুক্তি

সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অভিযোগে একবছর বন্দী থাকার পর মাওলানা কালিমুদ্দিন মাজাহিরিকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট।

ঝাড়খণ্ডের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড গতবছর ২০১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জামশেদপুর থেকে মাওলানা কালিমুদ্দিন মাজাহিরিকে গ্রেফতার করে ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

নাটকীয়ভাবে তৎকালীন ঝাড়খণ্ডের এটিএসের এডিজি এমএল মিনা মাওলানা কালিমুদ্দিনকে সামনে হাজির করিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্তার কথা বলেন। তার ভিত্তিতে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিংয়ে আল কায়েদার মুজাহিদ গ্রেফতারের সংবাদ প্রকাশ করে!

কিন্তু তার বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ততার কোনও প্রমাণ দিতে পারে নি ঝাড়খন্ড পুলিশ ও ঝাড়খণ্ডের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড। পরে হাইকোর্টে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। মিথ্যা অভিযোগে বন্দী থাকার পর জামিনে মুক্তি পাওয়ার খবর অবশ্য সেই সব সংবাদপত্রে স্থান পায়নি।

মোদী সরকারের শাসন আমলে সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অভিযোগে কত নিরীহ মুসলিমের জীবন ধ্বংস হচ্ছে তার সঠিক কোন হিসেব নেই!!

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হাসপাতালে ‘ভিআইপি সেবা’য় শুয়ে-বসে দিন কাটছে জি কে শামীমের

ক্যাসিনো-কাণ্ডে গ্রেপ্তার বিতর্কিত ঠিকাদার এস এম গোলাম কিবরিয়া ওরফে জি কে শামীম প্রভাব খাটিয়ে এখনো হাসপাতালেই রয়েছে। চিকিৎসার কথা বলে আট মাসের বেশি সময় ধরে সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আছে। হাসপাতালের প্রিজন্স অ্যানেক্স ভবনের চারতলা ভবনের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটি কক্ষে শুয়ে-বসে দিন কাটছে তার।

কারাগারের এক কর্মকর্তা বলেছে, হাসপাতালে ‘ভিআইপি সেবা’ দেওয়া হচ্ছে জি কে শামীমকে। হাসপাতালে তাঁকে নিরাপত্তা দিতে কারা কর্তৃপক্ষেরও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। গত ৫ এপ্রিল ডান হাতের চিকিৎসার জন্য তাঁকে কেরানীগঞ্জে স্থাপিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

চিকিৎসা শেষে দুই দিনের মধ্যে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দফায় দফায় চিঠি পাঠালেও তাঁকে কারাগারে ফেরত পাঠানো হচ্ছে না। এর সন্তোষজনক কোনো জবাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে না বলে কারা সূত্র জানিয়েছে।

কারা অধিদপ্তরের একটি সূত্র বলছে, জি কে শামীমকে হাসপাতালে পাঠাতে ‘উচ্চপর্যায়ের’ তদবির ছিল। এখনো তাঁকে আরাম-আয়েশে হাসপাতালে রাখার জন্য প্রভাবশালীদের অনুরোধ রয়েছে।

সাবেক আইজি প্রিজন (কারা মহাপরিদর্শক) এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশার সুপারিশে জি কে শামীমকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।

জি কে শামীমকে ফেরত পাঠাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সর্বশেষ ৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালককে (হাসপাতাল) চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দী রোগীসহ সারা দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন ২০০ জন কারারক্ষী ও প্রধান কারারক্ষী নিয়োগ করতে হয়। এতে কারাগারে থাকা প্রায় ১০ হাজার ২৯৭ জন বন্দী ও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২০ থেকে ২৫ জন বন্দীর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কারা প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার সুভাষ কুমার ঘোষ বলেন, ‘চিকিৎসার জন্য আমরা পাঠালেও ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। আমরা প্রত্যেক মাসে চিঠি দিচ্ছি এই বন্দীকে ফেরত পাঠাতে। আমরা আর কী করতে পারি?’

গ্রেপ্তারের আগে জি কে শামীম কখনো নিজেকে যুবলীগের সমবায়বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দিত। আবার কখনো পরিচয় দিত নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি হিসেবে। চলত সামনে-পেছনে সাতজন সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের বড় কাজের প্রায় সবই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠানের কবজায়। গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর নিকেতনের কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিন তাঁর কার্যালয় থেকে নগদ ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, ১৬৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানতের (এফডিআর) কাগজপত্র, ৯ হাজার মার্কিন ডলার, ৭৫২ সিঙ্গাপুরি ডলার, একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং মদের বোতল জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তারের পর শামীমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে মামলা করা হয়। পরে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনেও মামলা হয়। এ মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, দেশের ১৮০টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৩৩৭ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত রয়েছে শামীমের। এ ছাড়া ঢাকায় তাঁর দুটি বাড়িসহ প্রায় ৫২ কাঠা জমির মালিক তিনি।

চিকিৎসার জন্য কারাগার থেকে এসে প্রায় এক বছর হাসপাতালে ছিল ক্যাসিনো-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী ওরফে সম্রাট। নানা সমালোচনার মুখে গত ৭ অক্টোবর তাঁকে হাসপাতাল থেকে আবার কারাগারে পাঠানো হয়। ডেসটিনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আমীনকেও প্রায় এক বছর পর গত মাসে হাসপাতাল থেকে কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জুলফিকার আহমেদ আমিন গণমাধ্যমকে বলেন, প্রত্যেক রোগীর জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। তাঁরাই বলতে পারবেন কেন তাঁকে (জি কে শামীম) ছাড়পত্র দিচ্ছেন না।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, 'প্রেশার', 'ডায়াবেটিস', বুকে ব্যথা' এ রকম নানা রোগের কথা বলে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে দিন কাটাচ্ছেন বন্দী শামীম। হাসপাতালে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে পাঁচজন কারারক্ষী ও চারজন পুলিশ।

হাসপাতালে দায়িত্বরত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান কারারক্ষী ইউনুস আলী সাংসাবাদিকদের বলেন, 'মোটামুটি সুস্থই আছেন জি কে শামীম। তবে ২৪ ঘণ্টা এখানে তাঁর পাহারায় থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আমরা। পুরো ভবনে তিনি একাই। বেলায় বেলায় নার্স আসে প্রেশার মাপে, ডায়বেটিস মাপে, থেরাপি দেয়। অন্য বন্দীদের চেয়ে অনেক ভালো সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আছেন তিনি।

সাভারে বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচী অব্যাহত

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন ও ভাতার দাবিতে ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ডিইপিজেড) একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা লাগাতর অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। আজ বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন।

পোশাক শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এ ওয়ান বিডি লিমিটেড নামের পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা ডিইপিজেডের সামনে জড়ো হয়ে বকেয়া বেতন ও ভাতার দাবিতে মঙ্গলবার থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করেছেন। বুধবারও সেই কর্মসূচি তাঁরা অব্যাহত রেখেছেন, একপর্যায়ে তাঁরা আশুলিয়া প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন।

এই কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি চলবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকেরা জানান, এপ্রিল মাসে তাঁদের কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর তিন মাস আগে থেকেই কারখানার ১ হাজার ১০০ শ্রমিককে বেতন ও ভাতা দেওয়া হচ্ছিলো না। কারখানা বন্ধ করার পর বেতন ও ভাতা পরিশোধ করে তাঁদের অব্যাহতি না দেওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা ১০ মাসের বেতন ভাতা পাওনা হয়েছেন। সেই পাওনা আদায়ের দাবিতে তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করে মালিক, ডিইপিজেড কর্তৃপক্ষসহ সরকার চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বেতন ও ভাতা না পেয়ে শ্রমিকেরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিইপিজেডের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) আবদুস সোবাহান বলেন, শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের জন্য কারখানা বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছে। কারখানা বিক্রি করতে না পারলে পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব নয়। প্রথম আলো

চাকরির পরীক্ষা দিতে এসে খুন ঢাকায়

শপিংমলে চাকরির জন্য নড়াইল থেকে ঢাকায় এসেছিলেন তরুণ তুর্কি মুন্না ওরফে সংগ্রাম (২০)। বুধবার ভোরে গাবতলী নামেন। এরপর রিকশা করে মিরপুর যাচ্ছিলেন। ভোর পাঁচটার দিকে মিরপুর এক নম্বর ঈদগাহ মাঠের কাছে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর রিকশা আটকায়। তাঁকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে।

নিহত সংগ্রামের শরীরে ছুরির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে তাঁকে কে বা কারা খুন করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সংগ্রামের বাড়ি নড়াইলের সদর উপজেলায়। তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাস।

শপিংমলে চাকরির জন্য ঢাকা এসেছিলেন তিনি। সকাল ১০টায় মিরপুর ১০ নম্বরে ও দুপুর ১২টায় পল্লবীতে চাকরির সাক্ষাৎকারের কথা ছিল তাঁর।

ভোরে গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে নেমে মিরপুরে বন্ধু রহমতউল্লাহর কাছে যাচ্ছিলেন। দুর্বৃত্তরা তাঁকে উপর্যুপরি ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান।

এবার বাঘারপাড়ায় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষ

যশোরের বাঘারপাড়ায় উপজেলা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাত সোয়া ৯টায় দিকে উপজেলার ইন্দ্রা বাজারে এ ঘটে ঘটে। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন- জহুরুল বিশ্বাসের ছেলে আবদুর রব (৪৫), শরিফুল ইসলাম (৪০) ও ফেরদৌস (৩০), মৃত খয়বার মোল্লার ছেলে রবিউল ইসলাম (৫০), মৃত মাহতাব মোল্লার ছেলে শুকুর আলী (৩৫) এবং মোকাম মোল্লার ছেলে বাহারুল ইসলামকে বাঘারপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে আবদুর রব ও রবিউল ইসলামকে পরে যশোর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

বাঘারপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার নাসিম রেজা জানান, আবদুর রব ও রবিউল ইসলামের মাথা ও মুখমণ্ডলে আঘাত লেগেছে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের যশোরে রেফার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাত সোয়া ৯টার দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলু পাটোয়ারী নারিকেলবাড়িয়া থেকে ইন্দ্রা বাজারে এসে কর্মী-সমর্থকদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় নৌকা প্রতীকের সমর্থক তরিকুল ইসলামের সাথে তার তর্ক হয়। এক পর্যায়ে নৌকার সমর্থকরা দিলু পাটোয়ারীকে আটকে রাখার চেষ্টা করেন। তখন দিলুর সমর্থকরা তাকে উদ্ধার করতে আসলে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। বাঘারপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক নাসিম রেজা জানান, আব্দুর রব ও রবিউল ইসলামের মাথায় আঘাত লেগেছে। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে।

দিলু পাটোয়ারী জানান, নারিকেলবাড়িয়া থেকে উপজেলার ইন্দ্রা বাজারে আসার সাথে সাথে নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা তার সাথে তর্কে জড়িয়ে মারমুখী আচরণ করেন। এক পর্যায়ে তাকে আটকে রাখলে তার সমর্থকরা উদ্ধার করতে আসলে এ সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

অন্যদিকে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ভিক্টোরিয়া পারভীন সাথীর দেবর জামদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম টুটুল অভিযোগ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর দিলু পাটোয়ারীর সমর্থকেরা হামলা করেছেন। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।

বাঘারপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় সাত-আটজন আহত হয়েছেন। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ব্যাপারে নৌকা প্রতীকের সমর্থক জাকির হোসেন বাদী হয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কালের কণ্ঠ

শরিয়্যাহ আইনে রায় দেয়ায় সৌদির দুই বিচারক বরখাস্ত

সৌদি আরবে দুজন বিচারককে বরখাস্ত করেছে দেশটির সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, শরিয়্যাহ আইনে তাঁরা দাড়ি কামাতে নিষেধ করার রায় দিয়েছেন এবং

ধূমপান করতে নিষেধ করেছেন। ইসলামের পবিত্র ভূমিতে এমন পদক্ষেপ বেশ অবাক করেছে সবাইকে। সৌদি আরবের সংবাদ সংস্থার অনলাইন সংবাদের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা গিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে তাঁদের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে বহিষ্কৃত এই দুই বিচারকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মূলত ওই দুই বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তারা তাদের রায়ে ইসলাম ধর্মের নিয়মনীতিকে উদ্ধৃতি করেছেন। তারা বলেছেন, দাড়ি কামানো (শেভ করা) ও ধূমপান ইসলামে নিষিদ্ধ। রায়ের ক্ষেত্রে তারা ইসলামকেই সামনে এনেছেন।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ সম্পর্কে বলা হয়, আদালতের রায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাজ। এতে ব্যক্তিগত মতামত রাখার কোনো জায়গা নেই। ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী রায়ে এসব উল্লেখ করার সুযোগ নেই বলে মনে করছে দেশটি।

তাদের দেয়া ওই দুই মামলার রায় ফের পর্যালোচনা করা হবে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা গেছে, দেশটির আরো কিছু বিচারক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও তদন্ত চলছে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৫৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ। গত ১৮ নভেম্বর মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় ৫৩ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৮ নভেম্বর বুধবার সকাল ৯ টায়, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন ফরিয়াব প্রদেশের কারমাকুল জেলার ৩টি অঞ্চলে মুরতাদ কাবুল সরকারের অপারেশনাল ফোর্সের উপর বিশাল আকারের সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ ভারী ও হালকা অস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালান, যা ঐদিন দুপুর আড়াইটা অবধি ছিলো।

মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে, ৩টি এলাকা এবং জেলা বাজার পুরোপুরি মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় জেলা পুলিশ প্রধান (সাফার রাইস) সহ ১৩ মুরতাদ

সৈন্য ও পুলিশ সদস্য। আহত হয়েছে আরো ৯ এরও অধিক, ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক।

এই হামলার সময় একজন মুজাহিদ শহীদ এবং দু'জন মুজাহিদ আহতও হয়েছেন।

এদিকে গত মঙ্গলবার ও বুধবার মধ্যরাতে লাগবাগের ডান্ডি নামক জেলার জালখান এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সেনাদের একাধধিক চৌকি টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ৪টি চৌকি বিজয়, কমান্ডারসহ ১০ সৈন্য নিহত এবং ১৫ সৈন্যকে বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ। ১টি ট্যাঙ্ক, ১টি রেঞ্জার গাড়িসহ ১৫টি ভারী যুদ্ধাস্ত্রও এসময় মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন।

অন্যদিকে হেরাত প্রদেশের পাশ্তুন এলাকায় কাবুল বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছে। অন্য সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। তবে এখানে একজন মুজাহিদ আহত হয়েছেন।

এমনিভাবে জাবুল প্রদেশের শাহজউয়ী জেলায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি চৌকিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে একটি চৌকি বিজয়, ২টি চৌকি ও ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ১২ মুরতাদ সৈন্য।

অপরদিকে নিমরোজ প্রদেশের আরওয়ান্দাদ জেলায় দুপুর ২টায় মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/6P8843W

খোরাসান | তালেবানে যোগদিলো আরো ৯৭ কাবুল সৈন্য

ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয় যতই তরান্বিত হচ্ছে, ততই তালেবানে যোগ দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে কাবুল বাহিনীতে। গত ১৮ নভেম্বরেও ৯৭ কাবুল সৈন্য তালেবানে যোগ দিয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ' কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের দুটি রাজ্য থেকে গত ১৮ নভেম্বর ৯৭ জন কাবুল সৈন্য সত্যতা বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, কান্দাহার প্রদেশের একটি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৭০ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে। যারা কাবুল প্রশাসনের সামরিক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এমনিভাবে রোজগান প্রদেশের দাহরাওয়াদ জেলা থেকেও কাবুল সরকারের ২৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সম্প্রতি প্রায় প্রতিদিনই কাবুল সরকারের এক বিশাল সংখ্যক কর্মকর্তা সামরিক বাহিনী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, যাদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মকর্তাই তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাক মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী টুইটারে প্রকাশিত এক বার্তায় জানিয়েছেন যে, গত ১৮ নভেম্বর বুধবার টিটিপির মুজাহিদগণ দুটি জায়গায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে আক্রমণ করেছেন।

মুজাহিদদের প্রথম হামলার ঘটনাটি ঘটে বুধবার দ্বিপ্রহরের সময় বাজোর এজেন্সীতে, যেখানে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর পায়দলে টহলরত সেনাদের নিকট একটি লাইন মাইন বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতক সেনা সদস্য আহত হয়, যাদের মাঝে এক সেনা সদস্য গুরুতর আহত হলে কিছুক্ষণ পর মারা যায়।

মুজাহিদদের দ্বিতীয় হামলার ঘটনাটি ঘটেছিলো দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সীমান্ত এলাকায়, যেখানে মুজাহিদগণ নাপাক সেনাদের লক্ষ্য করে দীর্ঘক্ষণ ফায়ারিং করেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর দুই সেনা সদস্য নিহত হয়েছিলো।

নিহত সেনা সদস্যরা হলো-

১| হওয়ালদার মাতলুব এবং

২। সুলেমান

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৪ এরও অধিক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় দখলদার ক্রুসেডার ও স্বদেশীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যার একটিতেই অন্ততপক্ষে ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ১৮ নভেম্বর, সোমালিয়ার বাইবুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত উক্ত অভিযানের সময় একাধিক বোমা হামলাও চালিয়েছেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর অন্ততপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

একই রাজ্যের কানসাহদেরী শহরেও এদিন ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি টার্গেট করে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। এর ফলে কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এছাড়াও এদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর জাজিরা, বারিরী ও যাবিদ শহরে পৃথক আরো ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। এরমধ্যে ২টি অভিযানই চালানো হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে এবং অন্য একটি চালানো হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা কাফেলা টার্গেট করে।

আলহামদুলিল্লাহ্, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিটি হামলাতেই মুরতাদ বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

১৮ই নভেম্বর, ২০২০

কাশ্মীরে নিজেকে গুলি করে ভারতীয় সৈন্যের আত্মহত্যা

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আরো একজন সদস্য আত্মহত্যা করেছে।

কাশ্মির মিডিয়া সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের দখলকৃত কাশ্মীরের শ্রীনগরের বারা মাওলা জেলায় সিআরপি এফ-এর হেড কনস্টেবল নিজের রাইফেল দিয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে।

কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস এসম্পর্কে আরো জানিয়েছে যে, ২০০৭ সাল থেকে অধিকৃত কাশ্মীরে এযাবত আত্মহত্যাকারী ভারতীয় সেনা সদস্যদের সংখ্যা ৪৮০জন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে 'মার্কিনী সন্ত্রাস'

১৯৯০ সালের পর থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী হামলা রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। গত সোমবার প্রকাশিত এফবিআইএর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য। ২০১৪ সালের পর থেকেই জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, গোত্রকে কেন্দ্র করে এই ধরনের হামলা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ২০১৯ সালে মার্কিনী অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসের শিকার হয়ে দেশটিতে ৫১জন প্রাণ হারায়, যা ২০১৮ সালের তুলনায় দ্বিগুণ।

ক্যালিফোর্নিয়ার হেইট অ্যান্ড এক্সট্রিমিজম স্টাডি সেন্টারের পরিচালক ব্রায়ান লেভিন।সে বলছে, জাতি-বর্ণগত বিদ্বেষমূলক অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি নতুন এক নৃশংস পরিস্থিতির পটভূমি তৈরি করেছে। গত আগস্টে টেক্সাসের এলপাসের ওয়ালমার্টে মেক্সিকানদের উদ্দেশ্যে চালানো হামলায় ২২জন প্রাণ হারায়। এফবিআইএর বার্ষিক 'হেট ক্রাইম স্ট্যাটিসটিক অ্যাক্ট' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৭ হাজার ৩১৪টি হামলা হয়েছে, যা ২০১৮ সালে ছিল ৭ হাজার ১২০। ধর্মভিত্তিক ঘৃণাত্মক হামলা ৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ঘৃণাত্মক হামলার শিকার হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গরা। লিগ অব ইউনাইটেড ল্যাটিন আমেরিকান সিটিজেনের সভাপতি ডমিঙ্গো গার্সিয়া বলেছে, এফবিআইএর প্রতিবেদনে স্পষ্ট ল্যাটিনো, কৃষ্ণাঙ্গ, আরব, মুসলিম সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

এফবিআই জাতি-ধর্মগত বিদ্বেষমূলক অপরাধের সংজ্ঞা দেয় এভাবে: "যে অপরাধের পেছনে বর্ণ, জাতি, ধর্ম, পূর্বপুরুষের ইতিহাস, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা, এবং লিঙ্গের প্রতি বৈষম্য প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে।" এফবিআইয়ের তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যাচ্ছে, ধর্মীয় কারণে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা সাত ভাগ।

অন্যদিকে, শুধুমাত্র ইহুদি এবং ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়েছে ১৪%। লাতিনদের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে অপরাধ ঘটেছে ৫২৭টি। এর আগের বছরের তুলনায় এটি ৮.৭% বেশি। কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর হামলার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি। তাদের ওপর হামলার সংখ্যা ২০১৮ সালে ছিল ১,৯৪৩।

এফবিআইয়ের এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর মানবাধিকার সংস্থাগুলো জাতি-ধর্মগত বিদ্বেষমূলক অপরাধের তথ্য আরও বিস্তারিতভাবে সংগ্রহের তাগিদ দিয়েছে বলে বিবিসির সূত্রে জানা যায়। এসব রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, বিশ্বসন্ত্রাসী মার্কিনীরা সারাবিশ্বে সন্ত্রাস করার পর এবার নিজ দেশেও সন্ত্রাস শুরু করছে। এই অসভ্য, বর্বর জাতিই সমগ্র বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছে, এখন তাদের দেশ আমেরিকায়ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে। যেকোনো সভ্যতা পতনের আগে যেসব আলামত দেখা যায়, তার সবগুলোই এখন পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিদ্যমান। নৈতিক অবক্ষয়, অবাধে যৌনাচার, লুটপাট, ভাঙচুর, মারামারি, ইলেকশন নিয়ে সংঘর্ষ, জ্বালাও পোড়াও সবকিছুই হচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী আমেরিকার শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে । আমেরিকা যে আগুন মুসলিম ভূখণ্ডসহ সমগ্র ভূখণ্ডে জ্বালিয়ে ছিল সে আগুনই বুমেরাং হয়ে আমেরিকাকে পোড়াচ্ছে ।

হিন্দুত্ববাদী রক্তক্ষয়ী এজেন্ডার জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে এলওসি বাসিন্দাদের

নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) এলাকার জীবনযাত্রা ভয়াবহ হয়ে পড়েছে। আজাদ কাশ্মীরে অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়ে গেছে। ২০১৭ সাল থেকে এই মাত্রা আরও বেড়েছে। ২০১৩ সালে অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন বেড়ে যাওয়ায় পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি তৈরি হয়েছিল। ভারত সে সময় ২০০০ বারের বেশি অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন করেছিল, যেখানে ২০১৭ সালে তারা ১২৯৯ বা এবং ২০১৬ সালে ৩৮২ বার লঙ্ঘন করে। ২০১৮ সালে হতাহতের হার ২০১৭ সালের চেয়ে বেশি ছিল এবং ২০২০ সালে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে যায়।

অশুভ উদ্দেশ্য

নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের টার্গেট করার পেছনে ভারতের অশুভ উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা নিয়ন্ত্রণ রেখায় অধিবাসীদের অবকাঠামো ও সম্পদ পুড়িয়ে দিয়েছে এবং অধিবাসীরা গৃহহীন হয়ে পড়েছে। তারা সার্বক্ষণিক আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। ভারত সবসময় নিরপরাধ মানুষকে টার্গেট করে হামলা করেছে। তারা শক্তি প্রয়োগ করে কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে। দখলকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুজাহিদিনদের কাছে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং এর প্রতিশোধ নিতে তারা নিয়ন্ত্রণ রেখায় বেসামরিক মানুষদের টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে।

বৃহত্তর ভারত গড়ার হিন্দু আদর্শ

এলওসিতে সীমা লঙ্ঘন জারি রেখে ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের দুর্বিসহ অবস্থা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আড়াল করতে চায়। কাশ্মীরীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বর্বরতা ও অপকর্মের মূল শক্তি হলো হিন্দু আদর্শ। নির্যাতন ও সঙ্ঘাতের হিন্দু আদর্শ ভারতকে তাদের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আলাদা করে ফেলেছে। মোদির হিন্দু মানসিকতা ও ভারতীয় ক্ষমতাকাঠামো ভারতকে তাদের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে অনেক দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। হিন্দু দানবরা সহজেই অন্যান্য ছোট অ-নিউক্লিয় এশিয়ান দেশগুলোকে গিলে খেতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার পরে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়ায় আধিপত্যের স্বপ্ন দেখছে ভারত।

পাক-চীনের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ভারতকে শক্তি যোগাচ্ছে যাতে তারা পাক-চীন সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং সিপিইসিকে অবজ্ঞা করতে পারে। মার্কিন-ভারত জোট চীনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয় সেনাদেরকে সামনে ঠেলে দিয়েছে যাতে তারা অশুভ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শীতল যুদ্ধ পরিস্থিতি বজায় রাখতে পারে। ভারত একই সাথে অস্থিরতা ছড়িয়ে এবং ত্রাস সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তানে ব্যস্ত রাখতে চাচ্ছে যাতে তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। কারণ ভারত ভালো করেই জানে যে, যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া থেকে সরে গেলে ভারতের প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নিজেদের হাতে গড়া কুফরী সংবিধানকেও লঙ্ঘন করছে ভারত

ভারত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে কাশ্মীর ইস্যুতে তাদের অবস্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে তারা নিজেদের সংবিধানের উপর হামলা করে ২৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ বাতিলের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। সে জন্য এলওসি এলাকায় তারা সহিংসতার তীব্রতা বাড়িয়েছে যাতে পাকিস্তানের সাথে কোন ধরনের আলোচনায় বসা সম্ভব না হয়। একদিকে সংবিধানের ৩৫এ ও ২৭০ বাতিলের কোন যৌক্তিকতা ভারতের সামনে নেই।

এলওসিতে সীমালঙ্ঘন বিশ্বকে ঝুঁকিতে ফেলছে

এলওসি লঙ্ঘন করে ভারত শুধু নিরপরাধ বেসামরিক মানুষদেরকে হত্যাই করছে না, একই সাথে একটা পারমাণবিক সঙ্ঘাতের দিকে পরিস্থিতিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেটা আঞ্চলিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে বিশ্ব শান্তিকেও বিনষ্ট করবে। দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিরতা ও যুদ্ধের মেঘ বিরাজ করলে বিশ্ব কখনই নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হবে না। এ অঞ্চলে মার্কিন-ভারত সম্পর্ক তাদের ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং

মার্কিন-ভারতের স্বার্থের জন্য সেটা হবে মহা-বিপর্যয়কর। যে কোন যুদ্ধ লাগলে সঙ্ঘাতে জড়ানো দুই দেশের বাইরের অন্য দেশগুলোও কম দুর্ভোগ পোহাবে না। নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন করে ভারত একইসাথে বিদেশী বিনিয়োগকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধ লাগলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের বহু ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বার্থে হুমকিতে পড়লে তারাই সবার আগে বোঝাপড়ার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু কাশ্মীরের পারমাণবিক ফ্লাশপয়েন্টের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে সত্যিকারের আন্তরিকতা নিয়ে তারা কেউই এগিয়ে আসছে না।

এলওসিতে জীবনযাত্রা

এলওসিতে ভারতীয়দের সীমালঙ্ঘনের কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুনের মধ্যে পড়ে গেছে। ভারতীয় বোমাবর্ষণে তাদের শীতকালিন জ্বালানি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অর্থাৎ অধিবাসীরা সেখানে ঠান্ডায় জমে মারা পড়বে। শুকনা যে ঘাস জমিয়ে রাখা হয়েছিল, ভারতীয় রকেটে সেগুলো পুড়ে গেছে। এর অর্থ হলো গবাদি পশু না খেয়ে মারা যাবে। নিলাম উপত্যকায় ঘর এবং জ্বালানি ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব নয়। উপত্যকায় প্রচুর তুষারপাতের কারণে সেখানে তাবু টানিয়ে বা ক্যাম্প করে থাকার কোন সুযোগ নেই। স্থানীয়দের জীবিকার প্রধান উৎস গবাদিপশু ভারতীয় শেল আর বোমায় মারা পড়ছে।

বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা

স্থানীয় অধিবাসীরা উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী শেল নিক্ষেপ করছে। অন্যদিকে, ভারতীয় কামানের সামনে তারা উন্মুক্ত, অসহায়, যেখানে সেনাদের রয়েছে আশ্রয় আর শেলপ্রুফ বাঙ্কার। ভারতীয় অংশে জনগণকে এলওসি থেকে পাঁচ মাইল দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পাকিস্তানী অংশে বেসামরিক মানুষ ভারতীয় কামানের আওতায় রয়েছে। এলওসি এলাকার বাসিন্দারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর চাপিয়ে দেয়া শীতল যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়েছে। বেসামরিক নাগরিকদের তাদের পরিবারের জন্য শেলপ্রুফ বাঙ্কার তৈরির মতো সামর্থ নেই।

সূত্র: জিভিএস

ইসলামি অ্যাপস থেকে তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে মার্কিন বাহিনী

ইসলামি অ্যাপসসহ জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি অ্যাপসের কাছ থেকে ব্যবহারীকারীদের অবস্থানের তথ্য কিনছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। অনুসন্ধানী এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে অনলাইন ম্যাগাজিন মাদারবোর্ড।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মুসলমানদের ব্যবহার করা কয়েকটি অ্যাপসসহ বিশ্বের বিভিন্ন অ্যাপসের সংগ্রহ করা সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য কিনে নিচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। ওই অ্যাপসগুলো ১০ কোটিবার ডাউনলোড করা হয়েছে।

সোমবার মাদারবোর্ডের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, বেশ কয়েকটি অ্যাপস কোম্পানি থেকে ইউএস স্পেশাল অপারেশন কমান্ড এ তথ্য ক্রয় করছে।

জনপ্রিয় অ্যাপসগুলোর মধ্যে মুসলিম প্রেয়ার এবং কোরআন অ্যাপকে টার্গেট করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অ্যাপস দুটি ৯ কোটি ৮০ লাখ বার ডাউনলোড করা হয়েছে। টার্গেটের তালিকায় মুসলিম ডেটিং অ্যাপসও রয়েছে।

সাধারণ মানুষের তথ্যভাণ্ডার, সাক্ষাতকার, অ্যাপস তৈরিকারক প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যউপাত্যের ভিত্তিতে মাদারবোর্ড তাদের অনুসন্ধানে জানিয়েছে, অ্যাপস ব্রাউজ করার সময় অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সংস্থা বিজ্ঞাপন দেয়। তখনই কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবহাকারীদের অবস্থানের তথ্য হাতিয়ে নেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী কমান্ডার টিম হকিন্সকে উদ্ধৃত করে মাদারবোর্ড জানায়, মার্কিনদের গোপনীয়তা, নাগরিক স্বাধীনতা, সাংবিধানিক এবং আইনী অধিকার রক্ষার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি এবং নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলি। এসব স্বার্থ রক্ষায় পাওয়া তথ্যগুলো আমরা ব্যবহার করি।

চাঁদার দাবিতে যুবলীগকর্মীদের বেধড়ক পিটুনিতে ব্যবসায়ী আহত

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আমান উল্যাহ পুরে চাঁদার দাবিতে যুবলীগের নেতাকর্মীদের অপহরণ ও বেধড়ক পিটুনিতে এক ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মাইজদীর একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে উপজেলার আমান উল্যাহ পুর ইউনিয়নে কেজি হাই স্কুলের সামনে।

আহত ব্যবসায়ী কফিল উদ্দিন (৩০) ওই ইউনিয়নের আইয়ুব পুর গ্রামের পন্ডিত বাড়ির লিয়াকত উল্যার ছেলে এবং স্থানীয় আমান উল্যাপুরের শ্যামবাড়ী দরজার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

জানা যায়, যুবলীগের স্থানীয় নেতা জুয়েল, বাবু ও রায়হান ওই ব্যবসায়ীর কাছে দীর্ঘদিন ধরে চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। কফিল উদ্দিন চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তারা ক্ষিপ্ত হয় ওঠে। ওইদিন রাতে

বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা যুবলীগের নেতাকর্মীরা কফিল উদ্দিনকে মোটরসাইকেল যোগে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করে। এসময় মোবাইল ফোন ও টাকা নিয়ে তাকে বেধড়ক পিটুনি দেয়। খবর পেয়ে বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় কফিল উদ্দিনকে উদ্ধার করে। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এলাকাবাসী জানান, স্থানীয় যুবলীগের জুয়েল, বাবু ও রায়হানের অত্যাচারে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মে জড়িত তারা। সরকারি দলের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার আশ্রয়ে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এলাকাবাসী এ ঘটনার বিচার দাবি করেন। নয়া দিগন্ত

অপহৃত দশম শ্রেণির ছাত্রী, দু'মাসেও সন্ধান মেলেনি

রাজধানীর ডেমরায় অপহরণের দুই মাস অতিবাহিত হলেও এখনো অপহৃত দশম শ্রেণির ছাত্রীর সন্ধান মেলেনি। এ ঘটনায় থানায় মামলা করতে না পেরে আদালতের নির্দেশে গত ১৪ নভেম্বর রাতে ডেমরা থানায় একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগীর মা। এর আগে অপহরণের পর এ বিষয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ডেমরা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়।

অভিযুক্তরা হলেন- ডেমরার কোনাপাড়া আইডিয়াল ও আলামীন রোড মসজিদ সংলগ্নে বসবাসরত চাঁদপুরের মতলব থানার খুনের চর মালবাড়ী গ্রামের তাজ উদ্দিন মালের ছেলে ইমন ওরফে জিংকু (২২) ও তার মা সাজু বেগম, একই এলাকার তানিয়া (২৮), আলামিন, ভোলার সদর থানার শ্যামপুর গ্রামের মানিক হাওলাদারের ছেলে মো. রফিকুল ইসলাম, ঢাকার রমনা থানাধীন ৪৮ সার্কুলার রোড সিদ্ধেশ্বরী এলাকার হাফিজউল্লাহ ভূঁইয়ার ছেলে কামরুল আহসান (৪৫) ও ঢাকার শান্তিনগর বাজার রোড এলাকায় বসবাসরত বাক্ষণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানার মৈশাইর গ্রামের শফিউল ইসলামের ছেলে ফাইজুল ইসলাম ফয়েজ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, অপহৃত মেয়েটিকে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় প্রতিনিয়ত জিংকু উত্ত্যক্ত করত। বিষয়টি জিংকুর পারিবারে জানানো হলে পরবর্তীতে উল্টো তারা বেপরোয়াভাবে অপহৃতের মাকে হুমকি ধমকি দিতে থাকে জিংকু। এদিকে গত ২৮ সেপ্টেম্বর বেলা ১০টার দিকে মেয়েটি প্রাইভেট পড়তে বাইরে বের হয়। এ সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে অপহরণকারী জিংকু ও তার সহযোগীরা মেয়েটিকে অপহরণ করে। কালের কণ্ঠ

লঞ্চের ছাদ থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

ঢাকা-বরিশাল নৌপথে এমভি সুন্দরবন-১১ নামে একটি লঞ্চের ছাদ থেকে এক তরুণের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে লঞ্চটি ঢাকা থেকে বরিশালে পৌঁছায়। পরে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তবে এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

নিহত ওই যাত্রীর নাম মো. শামীম হাওলাদার (২৫)। তিনি ঝালকাঠীর নলছিটি উপজেলার কুশঙ্গল ইউনিয়নের জামুরা গ্রামের মো. খালেক হাওলাদারের ছেলে। তাঁর মা–বাবার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাঁরা দুজনই অন্যত্র বিয়ে করে সংসার করছেন। একই ইউনিয়নের কোকিলা গ্রামে মামা নয়ন খানের বাড়িতে থেকে বড় হন তিনি। শামীম নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকার আবির ফ্যাশন নামে একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

পুলিশ জানায়, গতকাল সোমবার রাতে এমভি সুন্দরবন-১১ লঞ্চে বরিশালের উদ্দেশে রওনা দেন শামীম। তিনি ওই লঞ্চের ডেকের যাত্রী ছিলেন। রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা শামীমকে লঞ্চের তৃতীয় তলায় চিমনির আড়ালে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখে। সকাল ছয়টার দিকে লঞ্চের পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবুল কালাম ছাদে ধোয়ামোছার কাজ করতে গেলে লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

বরিশাল সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, লঞ্চ কর্তৃপক্ষের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল শেষে লাশ উদ্ধার করে। পরে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রথম আলো

খোরাসান | ১৪৬৩ কাবুল সেনার তালেবান যোগদান

তালিবান উমারাদের কর্তৃক কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরে প্রতিদিনই কয়েক ডজন কাবুল সরকারী কর্মকর্তারা তালেবানে যোগদান করছে। গত মাসেও ১৪৬৩ কাবুল সেনার তালেবান যোগদান করেছে।

তালেবান মুজাহিদিন তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে যে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ, গাইডেন্স, রিক্রুটমেন্ট কমিশন এবং স্থানীয় মুজাহিদদের প্রচেষ্টার গত অক্টোবরে কাবুল প্রশাসন থেকে ১৪৬৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানে যোগদান করেছেন। এসময় তারা নিজেদের

সাথে প্রচুর পরিমাণে হালকা ও ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আসে। যা তারা মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তালেবানে যোগদানকারী এসব সৈন্যরা ইমারতে ইসলামিয়াকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা কাবুল সরকারের কোন পদে ফিরে যাবে না, দখলদার বিদেশীদের কোন ধরণের সহযোগিতা করবে না এবং দেশে কীভাবে ইসলামী ব্যবস্থা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই লক্ষ্যে মুজাহিদদের-কে সর্বাত্মক সহায়তা করবে।

আল-জাজায়ের | আল-কায়েদার হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব শাখার মুজাহিদিন আল-জাজায়েরে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন, এতে কমপক্ষে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আস-সাবাত নিউজ তাদের এক রিপোর্ট জানিয়েছে, গত ১৭ নভেম্বর মধ্য আল-জাজায়েরের বোমারদা প্রদেশে আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব শাখার মুজাহিদগণ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে উক্ত অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন। যাতে কমপক্ষে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিলো। এছাড়াও আহত হয়েছে আরো বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য। এই অভিযানের সময় কোন মুজাহিদ ও সাধারণ মানুষ হতাহত হননি।

খোরাসান | মুজাহিদদের সফল অভিযানে ৯০ মুরতাদ কাবুল সৈন্য হতাহত

পশ্চিমাদের গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৯০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এরমধ্যে বাদাখশান প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে, গত ১৭ নভেম্বর রাতে প্রদেশের জুরম জেলায় তালেবান মুজাহিদিন ও মুরতাদ কাবুল সরকারী সৈন্যদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ছয়টি পোস্ট ভেঙে পড়ে। এবং বেশ কয়েকজন সেনা নিহত হয়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় একজন তালেবান মুখপাত্র, মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: "গত (১৭ নভেম্বর) রাতে বদখশান প্রদেশের জুরম জেলার ক্যাবুল পুল এলাকায় কাবুল বাহিনীর ৬টি পোস্ট ধ্বংস করা হয়েছিল, এসকল পোস্টগুলো থেকে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হতো। আর মুজাহিদদের এই অভিযানে কাবুল সরকারের দুই সেনা কমান্ডার (সৈয়দ ওমর ও আমিনউল্লাহ) সহ ১৮ সেনা নিহত, ২৪ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ জীবন্ত বন্দী করেছেন আরো ৪ সৈন্যকে। এছাড়াও কাবুল বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তালিবান মুজাহিদিন গনিমত লাভ করেছেন।

একই জেলায় এদিন আরো একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে কমান্ডারসহ ১১ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিকে তালেবানের আরেক মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের পশ্চিম হেরত প্রদেশে গোরিয়ান জেলার রাস্তার পাশে কাবুল সরকারের ন্যাশনাল আর্মিকে টার্গেট করে একটি বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। উক্ত বোমা বিস্ফোরণে কাবুল সরকারের ন্যাশনাল আর্মির (এএনএ) কমপক্ষে ৮ সৈন্য নিহত ও তিন সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে ১৭ নভেম্বর দুপুর ১০:৩০ মিনিটের দিকে ফরিয়াব প্রদেশের কায়সার জেলা কেন্দ্রের পুলিশ সদর দফতরের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

বিস্ফোরণে মুরতাদ কাবুল সরকারের স্পেশাল ফোর্সের ৪ সদস্য ও প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান (গাইবুল্লাহ সাদাত) এবং কায়সার গ্রুপের কমান্ডার (সিদ্দিক খান) সহ মোট ২৫ মুরতাদ সদস্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

https://ibb.co/3kkrKHB

সোমালিয়া | পুলিশ হেডকোয়াটারে শহিদী হামলা, ২৬ মুরতাদ সদস্য হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন আশ-শাবাব মুজাহিদ, এতে কমপক্ষে ১২ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরো ১৪ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট মতে, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে পশ্চিমে সমর্থিত সোমালি সরকারের পুলিশ সদর দফতরে একটু শহিদী হামলা চালপনো হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর পরিচালিত উক্ত শহিদী হামলার আনুষ্ঠানিক দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা পূর্ব

আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব। যাতে কমপক্ষে ১২ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরো ১৪ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

এদিকে সোমালি পুলিশের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে এই হামলার খবরটি নিশ্চিত করেছে, তবে সবমসময়ের ন্যায় এবারও হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান গোপনের চেষ্টা করছে তারা। তাদের দাবি হচ্ছে উক্ত শহিদী হামলায় ৫ পুলিশ সদস্য নিহত এবং ৮ সদস্য আহত হয়েছে।

১৭ই নভেম্বর, ২০২০

ভারতে গেরুয়া সন্ত্রাসীকে বিয়ে না করায় মুসলিম তরুণীকে জীবন্ত জ্বালিয়ে হত্যা

ভারতে বিহারের বৈশালি জেলার আনষ্কার থানার চাঁদপুর অঞ্চলের গুলনাজ খাতুন। এই ২০ বছর বয়সী মুসলিম তরুণীকে প্রায় ৩ মাস ধরে চন্দন কুমার ও সতীশ কুমার জ্বালাতন করতো, প্রথমে গুলনাজকে প্রেম করার জবরদস্তি করে। এমনকি গুলনাজ খাতুনকে বিয়ে করবে বলে এই মালাউন হুমকি পর্যন্ত দেয়। যদি বিয়ে না করে তাহলে হত্যা করবে, তবু গুলনাজ রাজি হয়নি। আর মুসলিম নারী হিসেবে হিন্দু মালাউনকে বিয়ে করতে রাজি না হওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। এটাই ইসলামি শরিয়ার নির্দেশ। কিন্তু এটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ৩০ শে অক্টোবর গুলনাজ খাতুন ও গুলশান খাতুন দুই বোন বাড়ির পাশে আবর্জনা ফেলতে গিয়েছিল। সেই সময় চন্দন কুমার ও সতীশ কুমারসহ তার সঙ্গীরা তাঁকে তুলে এনে শ্লীলতাহানী করে, সে বাধা দেওয়ায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং খালে ধাক্কা মেরে দিয়ে পালিয়ে যায়। ছোটো বোন গুলশান চিৎকার করে অনেক দেরিতে মানুষ পৌঁছায়। সবাই আসতে আসতে প্রায় ৮০% পুড়ে যায় গুলনাজ। সেই দেহ নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছায়, ১৫ দিন পরে গতকাল রাত্রি ১২ টায় মারা যায় গুলনাজ।

হুমকির মুখে সামাজিক নিরাপত্তা

যুবসমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তার চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। নিরীহ অসহায় মানুষের ওপর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আক্রোশ চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। সামাজিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা গড়ে ওঠার পরিবর্তে যুবসমাজের মাঝে এক প্রকার 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে একের পর এক ধর্ষণ, হত্যা-খুন, সংঘর্ষ, মারামারি-হানাহানিতো লেগেই আছে। পারিবারিক কলহ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মাদকাসক্ত ছেলের হাতে বাবা-মা খুন হচ্ছেন। রাস্তাঘাটে নারী উত্ত্যক্ত করা বখাটে যুবকদের ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ঠুনকো বিষয় নিয়ে মানুষ পিটিয়ে হত্যার মতো জঘন্য ঘটনাও এখন চোখে পড়ে। সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠতি বয়সীদের হাতে অবৈধ অর্থের প্রভাব এত বেশি যে এলাকার মুরব্বিদেরও তারা তোয়াক্কা করে না।

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে প্রতিটি পাড়া-মহল্লা নিজেদের কবজায় নেয়ার জন্য গড়ে উঠেছে 'কিশোর গ্যাং' নামের একটি মাস্তান বাহিনী। যাদের ভয়ে সমাজের সভ্য ও ভদ্র মানুষের পক্ষে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা অনেকটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার সাভারের রাজাশন আমতলা এলাকায় পারিবারিক কলহে সুমন মিয়ার বিরুদ্ধে তার স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

এর আগে গত মাসে সাভারে শত্রুতার জেরে পিকআপ চালক আনোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় বলে নিহতের পরিবার অভিযোগ করে। গত ৬ অক্টোবর নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলা চরজব্বর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মা নুরজাহান বেগমকে হত্যার পর পাঁচ টুকরা করে পাশের ধানক্ষেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে ছেলে হুমায়ুন ও তার সহযোগীরা।

গত মাসে পারিবারিক বিরোধের জেরে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার খলিসা গ্রামে বড় ভাই-ভাবী এবং ভাতিজা ও ভাতিজিকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ছোট ভাই রায়হানুল। এ ঘটনার আগে ১১ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার আদমপুর এলাকায় সাংবাদিক ইলিয়াছ শেখকে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে স্থানীয় সন্ত্রাসী তুর্য, তুষার ও তাদের সহযোগীরা।

গত ১৩ অক্টোবর বগুড়ায় ভাগ্নেকে মারধর করার প্রতিবাদে ফ্লেক্সিলোড ব্যবসায়ী মামা, গত ১০ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক গার্মেন্ট শ্রমিক, গত ৩ সেপ্টেম্বর গাজীপুরে কিশোর নুরুল ইসলাম, গত ১৩ মে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পৌর সদরের দক্ষিণ মহাদেব ভূঁইয়ারপাড়া এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই তরুণ মো: শাহীন ও জাহিদ হোসেন কিশোর গ্যাংয়ের হাতে খুন হন।

গত ২৯ অক্টোবর রংপুরের মিঠাপুকুরে এক মাদরাসাছাত্রীকে ঘরের মধ্যে ঢুকে ধর্ষণ করে এলাকার বখাটে রেজোয়ান মিয়া। একই গ্রামের ওই বখাটে রেজোয়ান মিয়া বিভিন্ন সময় উত্ত্যক্ত করত এবং

কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। এর আগে নোয়াখালীর একলাশপুরে গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ঘটনা দেশ-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এর রেশ কাটতে না কাটতেই কিছুদিন পর জেলার চাটখিলে বসতঘরে ঢুকে চাচীকে ধর্ষণ করে এবং ভিডিও ধারণ করে প্রতিবেশী ভাসুরের ছেলে শরীফ বাহিনীর প্রধান মজিবুর রহমান শরীফ ও তার লোকজন।

দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে, হাটাবাজারে, পাড়া-মহল্লায় প্রতিনিয়ত খুন, হত্যা-ধর্ষণের মতো নির্মম ও পৈশাচিক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। বাসা-বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকলেও সামাজিক নিরাপত্তা পাচ্ছেন না পরিবারের কোনো সদস্য। ঘরে ঢুকে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ নানা অজানা আতঙ্ক প্রতিনিয়ত তাড়া করছে। নারী ও শিশুরা স্কুলে যাওয়ার পথে বখাটে ছেলেরা তাদের কখনো কখনো উত্ত্যক্ত করছে আবার কখনো কখনো অপহরণ করে পরিবারের কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

এসব খবরের কোনোটা গণমাধ্যমে উঠে আসছে আবার কোনোটা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশির ভাগ অপরাধের খবরতো গণমাধ্যমে আসে না। যার হিসাবও রেকর্ডেও থাকছে না। অপরাধী প্রভাবশালী হলেতো কথাই নেই। ক্ষমতার দাপটে অথবা টাকার প্রভাবে ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ।

এ প্রসঙ্গে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সমাজের কিছু নিয়মনীতি আছে। এগুলো যখন অনুসরণ করা না হয় তখন সমাজের সব কিছু ওলোট-পালট হয়ে যায়। যেমন- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও পৃথিবী প্রত্যেকেই আলাদা কক্ষপথে চলছে। তারা নিয়মের মধ্যে আছে বলেই কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তেমনি সমাজেরও কিছু নিয়ম আছে, এগুলো সমাজের মানুষ অনুসরণ করছে না বলেই সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।

তিনি বলেন, যখন সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, অন্যভাবে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে, জোরজবরদস্তি করে অন্যের অধিকার ভোগদখল করা হয়, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা হয় না তখন তখন সমাজব্যবস্থা ঠিক থাকে না।

এ দিকে শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাস এবং সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার তথ্য মতে, বিগত ১০ বছরে মাদকাসক্তের কারণে দেশে ২০০ মা-বাবা খুন হয়েছেন। দেশে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ মাদকাসক্ত রয়েছে। প্রতি বছর মাদকের পেছনে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে শিশু ও নারীদের মধ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে ইয়াবা ছেলেদের মতো মেয়েরাও অবলীলায় সেবন করছে।

অন্য দিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য মতে, গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গত ১০ মাসে দেশে ধর্ষণ হয়েছে ১ হাজার ৩৪৯ জন নারী, ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ২৭১ জনকে, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৪৬ জনকে এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ১৩ জন নারী। পারিবারিক কলহে স্বামীর হাতে ২০৫ জন স্ত্রী নিহত হয়েছেন, স্বামীর পরিবারের মাধ্যমে ৬৩ জন নারী নিহত হয়েছেন, নিজ পরিবারের মাধ্যমে নিহত হয়েছেন ৫২ জন নারী এবং আত্মহত্যা করেছেন ৮০জন নারী। গত ১০ মাসে ৩৫টি গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে ২১ জন গৃহকর্মী মারা গেছেন।

যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের ঘটনায় মারা গেছেন ৭৪ জন নারী, নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৮১টি এবং এ ঘটনায় কেস ফাইল হয়েছে ১২৫টি ঘটনার। সারা দেশে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ২৪ জন নারী ও শিশু। গত ১০ মাসে ৪৮৫ জন শিশু নির্মম হত্যার শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ২২৫টি কেস ফাইল হয়েছে। সারা দেশে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১৮০ জন নারী এবং পুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১০২ জন। এর মধ্যে ১৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। দেশে ১১৮টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

এসব ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ১ হাজার ৩৪৪ জন আহত হয়েছেন। এসব চিত্র শুধু মূল ধারার কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা আজকের প্রতিবেদন। ধারণা করা হচ্ছে, উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে এ সংখ্যাটা কয়েক গুণ বেশি; প্রকৃত চিত্র আরো ভয়াবহ।

চলমান সামাজিক অস্থিরতার বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামছুল আলম সেলিম নয়া দিগন্তকে বলেন, বিদেশী চ্যানেলে যে সিরিয়ালগুলো হচ্ছে সমাজে এর কুপ্রভাব পড়ছে। আগে যৌথ পরিবারের যে অনুশাসন মেনে চলত, পরিবারের কর্তাকে মেনে চলা, সমাজের মুরব্বি বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করা, পারিবারিক, সামাজিক শ্রদ্ধাবোধ- এগুলো এখন আর দেখা যায় না। সমাজে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো শিথিল হয়ে পড়েছে। নয়া দিগন্ত

মেয়র রিপনের গুলিতে আপন ছোট ভাই আহত

পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে ভাইদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় আপন ছোট ভাইকে গুলি করেছে খাগড়াছড়ির রামগড় পৌরসভার মেয়র কাজী শাহাজান রিপন।

রবিবার (১৫,নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে তাদের নিজ বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ সহোদর কাজী শাহরিয়ার ইসলাম সাহেদকে আহত অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এসময় তাদের আরেক ভাই জিয়াউল হক শিপনও মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদের আরেক ভাই কাজী সাইফুল ইসলাম শিমুল জানান, দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়ভাবে পারিবারিক সম্পত্তি দখল এবং টাকা আত্মসাতের কারণে মেয়র কাজী রিপনের সাথে তাঁর অপর ভাইদের দ্বন্দ্ব চলে আসছিলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা ঘটে। ওই রাতে বাড়ির সীমানায় প্রবেশের মুহূর্তেই মেয়র কাজী শাহজাহান রিপন এবং তাদের অপর ভাই জিয়াউল হক শিপন কাজী সাহেদকে কিল,ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। এক পর্যায়ে কাজী শাহজাহান রিপন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর পায়ে একাধিক গুলি করে। এতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রামগড় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)মোহাম্মদ শামসুজ্জামান জানান,"পৌর মেয়র কাজী রিপন এবং তাঁর ভাইদের মাঝে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন দ্বন্দ্ব চলছে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের জের ধরে ভাইদের মাঝে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন আহত এবং অন্যজনের মাথায় আঘাত পাওয়ার খবর শুনেছি।"

কালের কণ্ঠ

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদিন কর্তৃক দাশ্ত-আরচি জেলা বিজয়

আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের দাশ্ত-আরচি জেলা বিজয় করে নিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন।

শামশাদ ও আযম টিভির বরাতে জানা গেছে, কুন্দুজে নিয়োজিত কাবুল সরকারের প্রাদেশিক কাউন্সিলর ঘোষণা করেছে যে, এই প্রদেশের দাশ্ত-আরচি জেলাটি তালেবানরা ইতিমধ্যে নিজেদের দখলে নিয়েছে।

প্রাদেশিক কাউন্সিলর প্রধান মোহাম্মদ ইউসুফ আইয়ুবি 'আফগান নিউজ'কে দেওয়া এক স্বাক্ষাতকারে জানিয়েছে যে, জেলাটির প্রধান বাজার, জেলা কেন্দ্র এবং অন্যান্য সুরক্ষিত এলাকায় তালিবানরা সকাল বেলায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁরা পুলিশ সদর দফতর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

তালেবান সমর্থক একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ গত দুদিন ধরে জেলার সুরক্ষা পোস্টগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হামলা চালিয়ে আসছিলেন, সর্বশেষ মুজাহিদগণ ১৬ নভেম্বর সকাল ৯:৪০ মিনিটের সময় জেলাটির সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও সামরিক স্থাপনা নিজেদের দখলে নিয়েছেন।

এদিকে, কাবুল সরকারের নিয়োজিত কুন্দুজ গভর্নরের এক মুখপাত্র তালেবান মুজাহিদদের হাতে জেলাটির পতনকে অস্বীকার করেছে, সে বলছে যে, এখনো সেখানে যুদ্ধ চলছে, কাবুল সরকার নতুন একটি সামরিক বাহিনীর জেলাটিতে পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দাশ্ত-আরচি জেলার রাজধানী দখলে অতীতে তালেবান মুজাহিদিন ও মুরতাদ কাবুল সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকটি বড়ধরণের যুদ্ধ হয়েছিল, সেসময়ই তালেবান মুজাহিদিন রাজধানীর কেন্দ্র ব্যতীত সমস্ত অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন।

https://ibb.co/LxtYw0k

https://ibb.co/S7jYfwd

https://ibb.co/pWNKqWv

https://ibb.co/TtsvXWz

https://ibb.co/N9m6nf0

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৫১ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৫১ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় গত ১৬ নভেম্বর দুপুর ১২:১৫ মিনিটের সময়, হেলমান্দ প্রদেশের গারশাক জেলার দাব অঞ্চলে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ভাড়াটে সেনাদের মূল চেকপোস্ট টার্গেট করে একটি সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য গুরতর আহত হয়েছে, এছাড়াও পোস্টে থাকা মুরতাদ বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও ধ্বংস হয়ে যায়।

একইদিন বিকেলে হেরত প্রদেশের পশতুন জারঘুন জেলার দেহ-শেখ এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লেক্ষ্য করে একটি মর্টার বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ, এতে ১৪ ভাড়াটে মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী ইউসূফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ আরো জানান, গতকাল রাতে জাবুল প্রদেশের শামলাজাই জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি প্রতিরক্ষা পোস্টে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৮ পুতুল সেনা নিহত ও ৩ সেনা আহত হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, ফরিয়াব প্রদেশের জুমা বাজার জেলার আসলাম এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় ১১ ভাড়াটে কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

https://ibb.co/zftM2TM

সিরিয়া | নিরপরাধ মানুষ হত্যাকারী আসাদ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যু

নিরপরাধ হাজারো মুসলিমকে হত্যার রেকর্ড তৈরির পর, অবশেষ মারা গেলো আসাদ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'ওয়ালিদ আল-মুয়াল্লিম'।

গত ১৫-১৬ নভেম্বর মধ্যরাতে, কুখ্যাত আসাদ সরকারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ৭৯ বছর বয়সী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালিদ আল-মুয়াল্লিমের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। আসাদের তাবেদার বার্তা সংস্থা "সানা" পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ না করে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।

সিরিয়ার বিপ্লব শুরুর দিকেই এই কুখ্যাত অপরাধী 'মায়াল্লিম'' আবির্ভূত হয়েছিলো, তখন থেকেই সে মুরতাদ আসাদ গ্যাংদের বহিরাগত ফ্রন্ট লাইনে কাজ করতে শুরু করে। বিশেষ করে মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার ও বিশ্বের সামনে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে উপস্থাপন করতে থাকে। এত কিছুর পরেও যখন দেখলো বিদ্রোহীদের বিজয় যাত্রা থামানো যাচ্ছে না, তখনই সে ইরান ও রাশিয়ান দখলদার মিলিশিয়াদের সিরিয়ায় ডেকে আনে। এরপর এসকল মুরতাদ ও কুফ্ফার জোট বাহিনীগুলোর অপরাধের তালিকা ঢাকতে এবং বেসামরিক মুসলিমদের উপর তাদের হামলাকে ন্যায়সঙ্গত আখ্যা দিতে থাকে।

সর্বশেষ মুসলিম বিদ্রোহীদের ধোঁকা দিতে এবং তাদের মধ্যকার ঐক্য নষ্ট করতে আস্তানা চুক্তির মত যেসব চুক্তিগুলো তুরষ্কের সাথে মিলে করা হয়েছিলো, এসবের পিছনের তার ভুমিকা ছিল অনেক।

বলতে গেলে এতে সে পরিপূর্ণভাবেই সফল হয়েছে। কেননা এসব চুক্তির মাধ্যমে বিদ্রোহীদেরকে গ্লোবাল চিন্তা-চেতনা, জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তাদের দৃঢ়তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিলো। বিপরীত তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো জাতিয়তাবাদের বিষাক্ত বীজ, তাদেরকে মুখাপেক্ষী করে দেওয়া হল সেকুলার নেতা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের।

২০০৬ সালে মুরতাদ ওয়ালিদ আল-মুয়াল্লিম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে এবং বেশিরভাগ পশ্চিমা সরকারের সাথে নতুন করে সম্পর্ক তৈরিতে অবদান রাখে।

https://ibb.co/Db1v6tj

ফটো রিপোর্ট | যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) সামরিক ক্যাম্পের দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত ফারাহ প্রদেশের যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) সামরিক ক্যাম্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রুহণ করছেন একদল তালেবান মুজাহিদিন। গত ১৬ নভেম্বর তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশনের একটি প্রতিনিধি সামরিক ক্যাম্পটি পরিদর্শন করেন, এসময় প্রশিক্ষণার্থী মুজাহিদদের মাঝে সাংস্কৃতিক সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করেন তাঁরা।

https://alfirdaws.org/2020/11/17/44268/

১৬ই নভেম্বর, ২০২০

পরকীয়া করতে গিয়ে আটক ছাত্রলীগ নেতা

ফেনীর পরশুরামে গৃহবধূর সঙ্গে পরকীয়ার সময় স্থানীয় এক ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করা হয়েছে। রোববার উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ছাত্রলীগ নেতা মো. শাহ পরান মির্জানগর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের উপ-দপ্তরসম্পাদক। ওই ঘটনার পর পরে পুলিশ এসে তাকে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে এক গৃহবধূর ঘরে প্রবেশ করেন শাহপরান। পরে স্থানীয়রা টের পেলে তারা ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন। আজ রোববার সকাল ১১টা পর্যন্ত সেখানে তাকে আটকে রাখা হয়। এ নিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে দফায় দফায় উত্তেজনা তৈরি হয়।

জানা গেছে, ওই গৃহবধূর স্বামী চাকরির সুবাদে ঢাকায় থাকেন। এ সুযোগে ওই গৃহবধূর ঘরে প্রবেশ করেন শাহ পরান। এ ঘটনার পর স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য মো.মহিউদ্দিন ছুট্টো এবং গৃহবধূর স্বামীকে খবর দেওয়া হয়।

ইউপি সদস্য মহিউদ্দিন ছুট্টো বলেন, 'অসামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে লোকজন শাহ পরানকে আটক করে। পরে ইউপি চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানানো হয়।' আমাদের সময়

সেতুতে উঠতে 'বাঁশের সিঁড়ি'

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের টেংরাকান্দি গ্রামসংলগ্ন খালের ওপর নির্মিত পাকা সেতুটি বেহাল। গত বন্যায় সেতুটির দুপাশের অ্যাপ্রোচ সড়কের মাটি বন্যার পানির তোড়ে ধসে যায়। ফলে এলাকার লোকজনকে এখন বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে সেতুতে উঠে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সেতুর ওপর দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় মালামাল পরিবহন ও পথ চলাচলে আশপাশের ২০টি গ্রামের জনগণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

জানা গেছে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৮ লাখ টাকা ব্যয়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যরে এ সেতুটি নির্মাণ করে। সেতুর দুপাশ বেলে মাটি দ্বারা সংযোগ নির্মাণ করায় বর্ষা মৌসুমে সেতুটির অ্যাপ্রোচ সড়কের মাটি ধসে যায়। এখন পর্যন্ত এই সেতুর দুপাশের অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ফুলছড়ি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা মো. মনোয়ার হোসেন জানান, এক মাস আগে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে ও গ্রামবাসীর সহায়তায় সেতুর দুই প্রান্তে বাঁশের সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। এখন ওই সিঁড়ি দিয়েই ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার লোকজনদের। কালের কণ্ঠ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জননিরাপত্তা সচিব করোনা পজিটিভ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন।

রোববার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। সেজন্য তাদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করতে আইসিডিডিআরবিতে নমুনা দেওয়া হয়। রাতে পরীক্ষার ফলে দুজনেরই পজেটিভ এসেছে।' আমাদের সময়

দুর্বৃত্তের হামলায় মৎস্যচাষির মৃত্যু

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় দুর্বৃত্তের হামলায় গুরুতর আহত মৎস্যচাষির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার মধ্যরাতের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির নাম হাবিবুর রহমান ওরফে ভিক্ষু মিয়া (৫০)। তিনি নান্দাইল উপজেলার সিংরইল ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। একাধিকবার তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেছেন। এলাকায় তিনি ভিক্ষু মিয়া নামে পরিচিত।

হাবিবুর রহমানের ছোট ভাই মো. কবীর উদ্দিন বলেন, স্থানীয় উদলা বাজারে তাঁদের ৭০ শতক জমি আছে। একটি চক্র ওই জমি দখল করার চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু তাঁর ভাই আদালতে মামলা করায় প্রতিপক্ষ সুবিধা করতে পারছিলো না। তাই জোর করে জমি দখল করার জন্য তাঁর ভাইয়ের ওপর একাধিকবার হামলা চালানো হয়েছে। প্রতিবার তিনি রক্ষা পেলেও এবার প্রতিপক্ষ পরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাইয়ের ওপর হামলা চালিয়েছে।

৯ নভেম্বর রাত নয়টার দিকে নান্দাইল উপজেলার সিংরইল বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন হাবিবুর রহমান। বাজার থেকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে যাওয়ার পর সড়কের পাশে ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে রাস্তায় ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ২৫০ শয্যার কিশোরগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠান। এরপর সেখান থেকে তাঁকে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক পুনর্বাসন হাসপাতালে (পঙ্গু হাসপাতাল) নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

প্রথম আলো

দিনদুপুরে ব্যাংকে ঢুকে টাকা লুট

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় সোনালী ব্যাংক উথলী শাখায় অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা হানা দিয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে হেলমেট ও পিপিই পরে তিনজন গ্রাহক পরিচয়ে ব্যাংকে ঢুকে অস্ত্রের মুখে প্রহরী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জিম্মি করে ক্যাশ কাউন্টার থেকে প্রায় ৯ লাখ টাকা লুট করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় বিকেল চারটা পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেনি।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আবু বকর সিদ্দিকী বলেন, বেলা সোয়া একটার দিকে হেলমেট ও পিপিই পরে ব্যাংকের ভেতরে ঢোকেন তিনজন। প্রথমেই তাঁদের একজন এক প্রহরীর গলায় ধারালো চাকু ঠেকিয়ে ব্যাংকের দরজা বন্ধ করে দেন। বাকি দুজন অস্ত্রের মুখে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রহরী ও গ্রাহকদের জিম্মি করে একটি ঘরে বন্দী করে ফেলেন। ক্যাশ কাউন্টারে থাকা ৮ লাখ ৮২ হাজার ৯০০ টাকা লুটে নেন তাঁরা।

এই ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন, 'দুর্বৃত্তরা অস্ত্রের মুখে ব্যাংকের ভল্ট খুলে দিতে বাধ্য করেন। তবে ওই সময় টাকা তুলতে একজন গ্রাহক ব্যাংকে এসে অস্ত্রধারীদের দেখে ব্যাংক থেকে বের হয়ে যান। তিনি চিৎকার শুরু করেন। এ সময় অস্ত্রধারীরা দ্রুত ব্যাংক থেকে বের হয়ে যান। তাই ভল্টের কোনো টাকা লুট হয়নি।'প্রথম আলো

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গোপন আলোচনায় নাইজার, উৎসাহ দিচ্ছে সৌদি

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য গোপন আলোচনা শুরু করেছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজার। সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং সুদানের ত্বগুত শাসকরা ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করার পর নাইজার একই পথ অনুসরণ করছে বলে খবর প্রকাশ করেছে ইসরায়েল পত্রিকা।

ইসরায়েলের হিব্রু ভাষার দৈনিক পত্রিকা ইয়েদিওত অহরোনোথ গত ১৩ নভেম্বর এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এখন এই জল্পনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজার ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে পারে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইসরায়েলের গণমাধ্যমে খবর বের হচ্ছে যে, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান নাইজারের কর্মকর্তাদেরকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে উৎসাহিত করছেন।

ইসরায়েলের অহরোনোথ পত্রিকাটি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করছে যদি নাইজারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ বাজুম আগামী ২৭ ডিসেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেন তাহলে ইসরায়েল এবং নাইজারের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হবে।

বুর্কিনা-ফাসো | মুজাহিদদের হামলায় ৭ সৈন্য নিহত, আহত ও নিখোঁজ আরো অনেক

বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের উপর একটি হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত ও নিখোঁজ রয়েছে।

আল-কায়েদা সমর্থক আস-সাগুর মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ নভেম্বর পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোর তিনাকোফ-বেলদিয়াব শহরে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে তীব্র হামলা চালানো হয়েছে। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়েছে, এছাড়াও আরো বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে, এখনো নিখোঁজ রয়েছে ঐ কাফেলার অনেক সৈন্য।

আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে যে, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন উক্ত হামলাটি চালিয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমগুলো আরো জানিয়েছে যে, ঐদিন গর্জিডজি শহরেও 'ভিডিপি' নামক ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সংস্থার উপরেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে হামলাটি কারা চালিয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৪১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ১২ সৈন্যের আত্মসমর্পণ

আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে অন্ততপক্ষে ৪১ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন, গত ১৫ নভেম্বর হেলমান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কামন্ডো বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার ফলে কাবুল বাহিনীর ৮টি ট্যাঙ্ক এবং ২টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও ২১ সৈন্য নিহত, ১৩ সৈন্য আহত এবং ১৫ সৈন্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এমনিভাবে বলখ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহরে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৯ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, উভয় অভিযানেই তালেবান মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে প্রচুরসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

সোমালিয়া | বিনা যুদ্ধে আল-কায়েদার আরো একটি শহর বিজয়

যুদ্ধ ছাড়াই সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের একটি শহর বিজয় করে নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৫ নভেম্বর মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুষমারিব ও জেরিল অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি শহরে অভিযানের জন্য বের হয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা মুজাহিদগণ ভারী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে শহরে পৌঁছার আগেই এই সংবাদ জানতে পারে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী। সংবাদ পাওয়া মাত্রই মুরতাদ সৈন্যরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। যার ফলে মুজাহিদগণ কোন যুদ্ধ ছাড়াই আইল-দেরী শহর সম্পূর্ণরূপে বিজয় করেনেন এবং শহরটিকে ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে যুক্ত করেন।

১৫ই নভেম্বর, ২০২০

বুর্কিনা-ফাসো | মুজাহিদদের হামলায় ২০ মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১১ সৈন্য নিহত এবং ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

সাবাত নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবাজ মুজাহিদিন।

গত ১৩ নভেম্বর নাইজার ও বুর্কিনা-ফাসোর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন (JNIM) মুজাহিদগণ। যার ফলে দেশটির ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত এবং ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

তালেবান কর্তৃক সিরাতুন নবী (সাঃ)প্রতিযোগিতা ও বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরষ্কার বিতরণ

তালেবানদের উচ্চতর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কমিশন সেরা শিক্ষার্থীদের বাছাই করতে গজনী প্রদেশের দেহ-ইয়াক জেলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সীরাত বিষয়ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরষ্কারও বিতরণ করে শিক্ষা কমিশন।

প্রতিযোগিতায় জেলাটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও মাদ্রাসার ৫০০ জন তরুণ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তালেবানদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষা কমিশনের উদ্যোগে দেহ-ইয়াক জেলার সুলাইমান-খাইল গ্রামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফলাফল ঘোষণার দিন প্রায় দুই (২০০০) হাজারেরও বেশি গ্রামবাসী ও শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়।

প্রতিযোগিতায় মুমতাজ (A+) অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের একটি করে কম্পিউটার পুরস্কার দিয়েছে শিক্ষা কমিশন। এছাড়াও আরো দশজন শিক্ষার্থীদের মূল্যবান উপহার দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের পুরষ্কার প্রদান করেছে শিক্ষা কমিশন।

ফলাফল ঘোষণার সময় গজনি প্রদেশের তালিবানের সামরিক ইউনিটের প্রধান মনসুর হাক্কানি হাফিজাহুল্লাহ্ও উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী তিনজন শিক্ষার্থীকে নিজ হাতে তাদের মাথায় পাগড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, তালেবান উপহাদেশের প্রচলিত শিক্ষা সিলেবাসের পরিবর্তে আধুনিক ও সময় উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ শিক্ষা সিলেবাস তৈরি করেছে। যাতে প্রতিনিয়ত নতুনত্ব যুক্ত করা হচ্ছে। তালেবানদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলির তদারকির জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা নামে একটি পৃথক কমিশন রয়েছে, যা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে শিক্ষা প্রক্রিয়াটি তদারকি করে। শিক্ষাগত কেন্দ্রগুলি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং পাঠ্যপুস্তকে নতুনত্ব আনতে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষা কমিশন সময়ে সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করে আসছে এবং সেরা শিক্ষার্থীদের মাঝে মূল্যবান পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৮৫ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। গত ১৪ নভেম্বর পরিচালিত এসব হামলায় অন্ততপক্ষে ৮৫ কাবুল সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৪ নভেম্বর রাত সাড়ে আটটায়, আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের গারশাক জেলা হয়ে কান্দাহার যাওয়ার পথে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ভাড়াটে সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন টার্গেট করে কৌশলগত বোমা বিস্ফোরণ ঘটান তালেবান মুজাহিদিন। এরপর ভয়ে মুরতাদ সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটতে শুরু করলে মুজাহিদগণ সেনাদের টার্গেট করে ফায়ারিং শুরু করেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারোদ ভর্তি ৩টি যান ধ্বংস এবং ২৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

অপরদিকে হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ এবং ডোভার ময়দান এলাকায় গত তিনদিন যাবৎ ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর সহায়তায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমান্ডো, পুলিশ এবং সেনাসদস্যরা তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকা দখরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মুজাহিদিনরাও ওই এলাকায় মুরতাদ ভাড়াটে শত্রু বাহিনীকে টার্গেট করে ভারী ও হালকা অস্ত্র দ্বারা হামলা চালাচ্ছেন। যার ফলে শুধু গত ১৪ নভেম্বরের লড়াইয়ে মুরতাদ বাহিনীর ২১ সৈন্য নিহত এবং ১৩ সৈন্য আহত হয়েছে। বিপরীতে আহত

হয়েছেন ৫ জন মুজাহিদ। মুরতাদ বাহিনী এখনো পর্যন্ত মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত কোন এলাকায় অগ্রগতি করতে পারেনি।

এমনিভাবে গতরাতে মুজাহিদীনরা কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলার বালা-হিসার এলাকায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর সেনা ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্র ও লেজার বন্দুক দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ সামরিক কেন্দ্রটি সম্পূর্ণরূপে বিজয় করেন মুজাহিদগণ।

জানা গেছে যে, এই যুদ্ধে মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক, ২টি আর্টিলি শেল এবং ২টি অত্যাধুনিক যানবাহন ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডারসহ ১৮ সৈন্যকে হত্যা, ১০ সৈন্যকে আহত এবং ৪ সৈন্যকে ঘাঁটি থেকে জীবিত বন্দী করেছেন।

https://ibb.co/q5PxwL5

শাম | নুসাইরী ও রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থানে মুজাহিদদের তীব্র হামলা, হতাহত অনেক

সিরিয়ান ভিত্তিক আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী গ্রুপ 'আনসারুত তাওহীদ' কুখ্যাত নুসাইরী ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

আল-আনসার মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ১৪ নভেম্বর সিরিয়ার আল-মালাজাহ গ্রামে দুই দুফা সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার একটিতে ঘটনাস্থলেই এক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে দারুল-কাবীর ও হাজারই গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। আনসারুত তাওহীদ তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে দাবি করছে যে, এই হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ ও কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

অপরদিকে এইদিন আল-ফাতার গ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে দখলদার রুশ ও শিয়া মুরতাদ বাহিনী। তখন আনসারুত তাওহীদের জানবাজ মুজাহিদিন ভারী হামলা চালান কুফ্ফার বাহিনীর উপর। যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর অগ্রসর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ধারণা করা হচ্ছে, এসময় মুজাহিদদের হামলায় কতক রুশ ও আসাদ বাহিনীর সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মেয়রসহ ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পৃথক ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ১৪ নভেম্বর মুজাহিদদের এসব হামলায় এক মেয়রসহ ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু বন্দরের কাছে আবদুল হাকিম দাগজউন নামক এক মেয়রের গাড়ি টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে উক্ত মেয়র গুরুতর আহত এবং তার ২ দেহরক্ষী নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে তার গাড়িটিও।

অপরদিকে শাবেলী সোফলা রাজ্যের জুহার শহরে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

একই রাজ্যের বারাউয়ী শহরেও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর এক সৈন্য নিহত এবং দ্বিতীয় এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

১৪ই নভেম্বর, ২০২০

বিহারে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে মসজিদে ভাঙচুর, মুসল্লিদের মারধর-হুমকি

ভারতের বিহার রাজ্যে একটি মসজিদে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে হামলা চালিয়েছে বিজেপি সমর্থক গুণ্ডারা। এ সময় মসজিদের গেট ও মাইক ভাংচুর এবং মুসল্লিদের মারধর করা হয়েছে। সেইসঙ্গে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা এখান থেকে চলে যাও, তোমরা এদেশের কেউ না।

জানা গেছে, সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজেপি সমর্থকদের বিজয় মিছিল থেকে ওই হামলা চালানো হয়।

গতকাল শুক্রবার ভারতের হিন্দি গণমাধ্যম দ্য ওয়্যার এ খবর দিয়েছে বলে জানিয়েছে পার্সটুডে। এতে বলা হয়, বিহারের পূর্ব চম্পারন জেলার জামুয়া গ্রামে ওই ঘটনা ঘটেছে।

ওই সময় বিজেপি সমর্থকরা জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে কয়েকটি গাড়ি ও ভাঙচুর করে। এ ছাড়া মসজিদের দুটি গেট ও মাইক ভাংচুর করা হয়। সেইসঙ্গে মুসল্লিদের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে অন্তত পাঁচ মুসল্লি আহত হন।

খবরে বলা হয়েছে, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ সাফল্য পেয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা পবন কুমার জয়সওয়াল গত ১০ নভেম্বর ভোট গণনা শেষে জামুয়া ঢাকা বিধানসভায় বিজয়ী হয়। তার বিজয় উপলক্ষে গত বুধবার বিজেপি সমর্থকরা পূর্ব চম্পারনের জামুয়া গ্রামে ওই বিজয় মিছিল করে।

জানা যায়, জামুয়ায় মাত্র ২০ থেকে ২৫টি মুসলিম পরিবার আছে। অন্যদিকে, হিন্দু পরিবার আছে পাঁচ শতাধিক।

ক্ষতিগ্রস্ত ওই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক মাজহার আলম দ্য ওয়্যারকে বলেন, মাগরিবের নামাজের সময় মসজিদে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বিজেপির বিজয় মিছিলে কমপক্ষে পাঁচ শ লোক ছিল। যখন তারা মসজিদের কাছে আসে তখন তারা পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে। তারা জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে গেট ও মসজিদের মাইক ভেঙে দেয়।

ওই মসজিদটি এলাকার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ জানিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি সমর্থকরা তাদের বলছিল, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এটা তোমাদের দেশ নয়। এর ফলে সেখানকার মুসলিম পরিবারগুলো আতঙ্কের মধ্যে আছে বলেও জানান মাজহার আলম।

গণমাধ্যম সূত্রে আরো জানা যায়, তারা যখন মসজিদের কাছে পৌঁছায় তখন মসজিদে মাগরিবের নামাজ চলছিল। কিন্তু তারপরও তারা মাইকে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় মসজিদের বাইরে থাকা এক দোকানদার তাদের মাইক বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু তার কথায় কেউ পাত্তা দেয়নি। এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটি থেকে মসজিদের গেট ভাংচুর করে এবং মসজিদে পাথর নিক্ষেপ শুরু করে দেয় মিছিলকারীরা।

ফিলিস্তিনে নারী সাংবাদিকসহ কয়েকজনকে ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের অপহরণ

পশ্চিমতীর থেকে গত সপ্তাহে বুশরা তাবিল নামে এক নারী সাংবাদিকসহ ১৭ জনকে অপহরণ করেছে দখলদার ইসরাইলি সেনারা।

আপহৃতদের মধ্যে ওই নারী সাংবাদিক ছাড়াও বেশ কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী ছিলেন বলে জানিয়েছেন ফিলিস্তিনিরা। খবর প্যালেস্টাইন ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টের।

এছাড়া গত ১৭ বছর ধরে ইসরাইলি কারাগারে আটক ফিলিস্তিনি যুবক কামাল আবু ওইয়ারের (৪৬) মরদেহ গত ১০ নভেম্বর হস্তান্তরের পর বিক্ষোভে ফেটে পরেন ফিলিস্তিনিরা।

এ বছর ইজরাইলি কারাগারে এটা দ্বিতীয় ফিলিস্তিনির মৃত্যুর ঘটনা। ইসরাইলের কারাগারে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন ফিলিস্তিনি বন্দিরা।

ফিলিস্তিনে সম্প্রতি ইসরাইলি আগ্রাসন যে কোন সময়ের চেয়ে বেড়েছে।

ফিলিস্তিনি নারী সাংবাদিক বুশরার বাবা তার অপহৃত মেয়ের ছবি বুকে নিয়ে পশ্চিমতীরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন।

ফটো রিপোর্ট | কাবুলে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে শহিদী হামলার দৃশ্য

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পশ্চিমাঞ্চলীয় পাগমানে জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের ন্যাশনাল আর্মির (এএনএ) ঘাঁটিতে একটি বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলা চালিয়েছিলেন শহিদ হাফেজ হেদায়াতুল্লাহ আহমাদী রহিমাহুল্লাহ। গত ১৩ নভেম্বর শুক্রবার ভোর সাড়ে ছয়টায় পরিচালিত উক্ত শহিদী হামলায় ১০০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছিলো।

উক্ত হামলার কিছু হৃদয় প্রশান্তিকর দৃশ্য দেখুন…

https://alfirdaws.org/2020/11/14/44186/

খোরাসান | রাজধানীতে তালেবানের শহিদী হামলা, ৭০ এরও অধিক সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারের ন্যাশনাল আর্মির (এএনএ) ঘাঁটিতে একটি বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ। এতে ৭০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ্' কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার স্থানীয় ভোর সাড়ে ছয়টায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পশ্চিমাঞ্চলীয় পাগমান জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারের সেনা ঘাঁটি ও পুলিশ হেডকোয়াটার লক্ষ্য করে একটি বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলা চালানো হয়েছে।

তালেবানদের শহিদ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডো মুজাহিদ শহিদ হাফেজ হেদায়াতুল্লাহ আহমাদী (রহ.) শক্তিশালী মোটরবোম নিয়ে সাহসিকতার সাথে কাবুল বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন, এবং বীরত্বের সাথে সফল শহিদী হামলা পরিচালনা করেন। যার ফলে সামরিক ঘাঁটিটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েগেছে। এছাড়াও পাশে থাকা পুলিশ হেডকোয়াটারেরও অনেক অংশ ধ্বংস হয়েছে। এই বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলায় সামরিক ঘাঁটির সেনা প্রধানসহ ৭০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, যার ফলে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের ভবনগুলোও কেঁপে উঠেছিল। টোল নিউজের এক প্রতিবেদক জানিয়েছে যে, বিস্ফোরণের ফলে পুরো 'এএনএ' সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস হয়েগেছে এবং ভিতরে থাকা কাবুল বাহিনীর সকল যানবাহন ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েগেছে। বিস্ফোরণের ফলে অনেক সাঁজোয়া যান মাটির নিছেও চাঁপা পড়েছে

তালেবান এই হামলার দায় স্বীকার করার আগে 'আরিয়ানা নিউজ' প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বলেছে যে, আক্রমণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, কেউ কেউ একে বিমান হামলাও বলে অভিহিত করেছেন। ওই অঞ্চলের কাবুল সরকারের আর্মি কমান্ডারও গণমাধ্যমকে বলেছিল যে, আজকের আক্রমণটি কার বোমা হামলা ছিল নাকি তালেবানদের ড্রোন হামলা ছিল তা বুঝা কঠিন হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে এখনো গবেষণা চলছে। এদিকে কাবুল সরকার স্বীকার করেছে যে, এই হামলায় তাদের ৪০ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অ্যাম্বুলেন্সগুলি প্রায় ৫ ঘন্টা যাবৎ ঘটনাস্থল থেকে নিহত ও আহত মুরতাদ সৈন্যদের কাবুলে নিয়ে যাচ্ছিল। যা প্রমাণ করেছে এই হামলায় নিহতের সংখ্যা ১০০ কেও ছাড়িয়ে যাবে।

তালেবান মুজাহিদিন এই হামলা এমন এক সময় চালিয়েছে, যখন কাবুল বাহিনী চুক্তির সকল ধারা ভঙ্গকরে নিরপরাধ মানুষকে শহিদ, মসজিদ- মাদ্রাসা ধ্বংস এবং শহিদদের লাশের অপমানজনক

ভিডিও প্রকাশ করেছে। তালেবান এবং বিশ্লেষকরা বলছেন, মুরতাদ কাবুল বাহিনীর এমন যুদ্ধাপরাধ ও শহিদদের লাশ বিকৃত করার পর সেগুলোর অপমানজনক ভিডিও প্রকাশ করার প্রতিশোধ নিতেই এই হামলাটি চালানো হয়েছে।

https://ibb.co/QDxQ6Hk

খোরাসান | তালেবানের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১০১ সৈন্য হতাহত, অন্তত ৬০ ঘাঁটি ও চেকপোস্ট বিজয়

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তান জুড়ে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, গত ১৩ নভেম্বর শুক্রবার মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় কাবুল বাহিনীর ১০১ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন ৬০ এরও অধিক সামরিক ঘাঁটি ও চেকপোস্ট।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানের ফারয়াব প্রদেশের আলমার জেলা পুলিশ হেডকোয়াটারে একজন সেনা সদস্য হামলা চালিয়েছেন। যিনি পূর্ব থেকেই কাবুল বাহিনীতে তালেবান মুজাহিদদের হয়ে কাজ করছিলেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ উক্ত হামলায় ১৫ মুরতাদ সৈন্য ও পুলিশ সদস্য নিহতহত এবং ১৯ এরও অধিক আহত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই পুলিশ হেডকোয়াটার বর্তমানে তালেবান মুজাহিদগণ বাহির থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

এদিকে নানগারহার প্রদেশের হাসারাক জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি ও ২টি চৌকিতে অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদগণ, এসময় মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর ১৭ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক।

অন্যদিকে কুন্দজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে তা দখলে নিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১৭ সৈন্য নিহত এবং ১০ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ আরো ৪ সৈন্যকে জীবিত বন্দী করেছেন। এমনিভাবে নিমরোজ প্রদেশের খাশরোদ জেলায় অভিযান চালিয়ে একটি চৌকি বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদগণ, এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে বলখ প্রদেশের দৌলতাবাদ জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ট্যাঙ্ক ও সামরিকযান ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

গতরাতে তালেবান মুজাহিদগণ তাদের সবাচাইতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন রোজগান প্রদেশের দেরাদুন জেলায়। জেলাটিতে মুজাহিদগণ অভিযান চালিয়ে জেলা কেন্দ্র, পুলিশ সদর দফতর, গোয়েন্দা পরিষেবা অফিস, তিনটি সামরিক ঘাঁটি এবং 53 টি ফাঁড়ি দখল করে নিয়েছেন। এছাড়াও বিপুল পরিমাণে হালকা ও ভারী অস্ত্র, সামরিক ট্যাঙ্ক, যানবাহন ইত্যাদি তালেবান মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন।

https://ibb.co/hHdcmPY

১৩ই নভেম্বর, ২০২০

রাজধানীতে এক ঘণ্টার মধ্যে ৬ বাসে আগুন

এক ঘন্টার মধ্যে রাজধানীর ৬ স্থানে বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটার মধ্যে মতিঝিল, প্রেসক্লাব সংলগ্ন সচিবালয় মোড়, বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ও শাহবাগ এলাকায় দুটি বাসে আগুন লাগে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস সদর দফতরের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার জানান, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দুপুর দেড়টার দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এর কিছুক্ষণ পরই আবার খবর আসে শাহবাগে বাসে আগুন লেগেছে।

অন্যদিকে জাতীয় প্রেসক্লাব সংলগ্ন সচিবালয় মোড়ে আরেকটি বাসের আগুনের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস।

কয়েকদিন আগে কারা যেন দেশ অচল করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিল? 7 ই নভেম্বর কারা যেন মুসলমান জবাই করার স্লোগান দিয়েছিল? কারা যেন বলেছিল, কুরুক্ষেত্রের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার?

কুরুক্ষেত্র মানে বুঝেন? মানে হিন্দুদের ধর্ম যুদ্ধ।

ধারনা করা হচ্ছে উগ্রবাদী হিন্দুরা এমনটা করে থাকতে পারে। কারন কিছুদিন পূর্বে তারা চট্টগ্রাম এ ঘোষনা দেয় যে বাংলাদেশেট ভিবিন্ন স্থানে হামলা করবে। এর প্রেক্ষিতে এমন হামলা হল...এর পূর্বেও উগ্রবাদী হিন্দু এম পি পনকজ এর নেতৃত্বে বাসে পেট্রোল বোমা মেরে ১১ জন মুসলিম কে হত্যা করে।

হিন্দু নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ তুলে কলকাতায় বাংলাদেশের দূতাবাস ঘেরাও

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল কলকাতায় বাংলাদেশ উপ হাইকমিশন ঘেরাও করেছে।পাশাপাশি উগ্র হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠন দুটি ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী শেখ হাসিনার কুশপুত্তলিকা এবং বাংলাদেশের পতাকা পুড়িয়েছে।

হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদের অভিযোগ তুলে বজরং দলের এই কর্মসূচী সম্পর্কে এক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিক ভারতের একটি সংবাদ মাধ্যমকে জানায়, ‘বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকার যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ায় ভারতসহ বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। ”

তার ভাষায়, ‘বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে অতীতে ভারতের কোন সংগঠন সমবেদনা বা প্রতিবাদ করেনি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, হিন্দু সংহতিসহ অন্যান্য সংগঠন বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রান্সে নিরপরাধ মুসলিম শিশুদের আটক করে নির্যাতন

ফ্রান্সে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মুসলিম শিশুদের আটক করে চালানো হচ্ছে নির্যাতন।

এদিকে ১০ বছর বয়সী চার মুসলিম শিশুকে আটক করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জিয়োস ফ্রান্স ইউনিয়ন ফর পিস (আইজেএফপি)।

এখবর দিয়েছে তুরস্কের প্রভাবশালী গণমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি।

সংগঠনটির সদস্য জর্জেস গামপেল। শিশুদের সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে আটক করার ফরাসি সরকারের এহেন আচরণকে বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছে।

ফ্রান্সের একটি স্কুলে হযারত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের ঘটনায় এক শিক্ষকের শিরশ্ছেদের পর গত সপ্তাহে স্কুলটির চার মুসলিম শিশুশিক্ষার্থীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় দেশটির পুলিশ।

এদের মধ্যে তিনজন তুরস্ক ও একজন আলজেরিয়ার বংশোদ্ভূত। ১১ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর শিক্ষক হত্যায় তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি।

ভারতে চলছে অর্থনৈতিক মন্দা

ভারতে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। বিপর্যস্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেখানে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি রিপোর্টে সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট তথ্য জানা যাবে নভেম্বর মাসের শেষে।

রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বছরের তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতীয় জিডিপি আরো আট দশমিক ছয় শতাংশ নীচে নেমেছে। যার অর্থ 'টেকনিক্যাল অর্থনৈতিক মন্দায় পড়েছে ভারতীয় অর্থনীতি।' এর আগে জুলাই মাসের কোয়ার্টারে ভারতীয় জিডিপির সর্বকালীন পতন ঘটেছিল।

প্রায় ২৪ শতাংশ নেমেছিল জিডিপি। তবে সে সময় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দু'জনেই বলেছিল, করোনা এবং লকডাউনের কারণেই এই পতন ঘটেছে।

আগামী কোয়ার্টারেই তার থেকে উন্নতি হবে ভারতীয় জিডিপির। কিন্তু সাম্প্রতিক রিপোর্টে ভিন্ন ইঙ্গিত মিলছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এবং মানিটারি পলিসির প্রধান মিশেল পাত্র। তার নেতৃত্বেই একটি কমিটি সাম্প্রতিক রিপোর্টটি পেশ করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেপ্টেম্বরের কোয়ার্টারে ভারতীয় অর্থনীতির আরো আট দশমিক ছয় শতাংশ পতন হয়েছে।

ওই রিপোর্টেই বলা হয়ছে যে, ভারত অভূতপূর্ব রিসেশন বা অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েছে। এর আগে ২০০৮-০৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়েও ভারতীয় অর্থনীতি সার্বিকভাবে মন্দার কবলে

পড়েনি। কিন্তু করোনাকালে তা আর বাঁচানো গেল না। বস্তুত, মন্দা যত বাড়ছে, জিনিসপত্রের দামও তত ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, খাদ্যদ্রব্যের দাম এখন আকাশছোঁয়া। তার মধ্যে জিডিপির আরো পতন পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ করে তুলবে বলেই মনে করছে অর্থনীতিবিদদের একাংশ। চাকরির বাজারেও পরিস্থিতি ভয়াবহ। লকডাউনের পরেও চাকরি হারাচ্ছে বহু মানুষ। এখনো বহু চাকরিতে সম্পূর্ণ বেতন মিলছে না। স্বাভাবিক ভাবেই, সাম্প্রতিক রিপোর্ট নিয়ে দুশ্চিন্তায় অর্থনীতিবিদদের একাংশ। এর আগেই ডয়চে ভেলেকে সাবেক অর্থ কমিশনের এক অর্থনীতিবিদ বলেছিল, ভারতীয় অর্থনীতির ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত পতন হতে পারে। এবং সরকার যে নীতি নিয়ে চলছে, তাতে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে বহু সময় লেগে যেতে পারে।

সূত্র : ডয়চে ভেলে

বাইপাস সড়ক নির্মাণকাজে গাফিলতি, দুর্ভোগ চরমে

ধামরাইয়ে রাস্তা বর্ধিত ও সংস্কারকরণ নির্মাণকাজে ধীরগতির কারণে জনদুর্ভোগ চরমে উঠেছে। জানা গেছে, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাই ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ড থেকে কালিয়াকৈর-গাজীপুরের মাওনা পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রায় ৫০ কিলোমিটারের উভয় পাশে প্রশস্ত, পাকাকরণ ও সেতু-কালভার্ট নির্মাণের কাজ করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর আগে দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে এ সড়কের কাজ শুরু করা হয়। এর মধ্যে শরীফবাগ বাজার থেকে কালিয়াকৈর পর্যন্ত সমাপ্ত করলেও ঢুলিভিটা থেকে আইঙ্গন হয়ে শরীফবাগ বাজার পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কটুকুতে শুধুমাত্র বালি ও পাথরের খোয়া দেওয়া হয়েছে প্রায় এক বছর আগে। এর মধ্যে ঠিকাদার পরিবর্তন হওয়ায় কাজের অগ্রগতি একেবারে নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় সড়ক থেকে প্রচুর পরিমানে ধুলোবালি উড়ে আশেপাশের বাসাবাড়িতে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। ঠিকাদারের অবহেলায় জনসাধারণের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করছে। রাস্তায় পানি না দেওয়ার ফলে আশেপাশের বাসাবাড়িতে ধুলোবালিতে ভরে যায়। পথচারীরা হাঁটতে পারছেন না। হেটে গেলে তাদের গায়ে ধুলোর আস্তর পড়ে জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আশেপাশের লোকজন চরম অস্বস্তিতে বসবাস করছেন। ঠিকাদার ও তাদের লোকজনদের বললেও কোনো কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

স্থানীয় ফারুক হোসেন, স্বপনসহ অনেকে জানান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান একদিন কাজ করলে ১৫দিনের মধ্যে কোনো খবর থাকে না। আমরা জানি না কোন কারণে এই সড়কটি কাজে এমন ধীরগতি। এছাড়া রাস্তায় পানি না দেওয়ায় ধুলোবালিতে অনেকের শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে।

এ বিষয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

মানিকগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী গাউসুল হাসান মারুফ বলেন, দীর্ঘদিন যাবত এই সড়কের অবস্থা খারাপ। ঠিকাদার পরিবর্তন হওয়ায় সড়ক সংস্কার কাজে ঠিকাদারের অবহেলা আর গাফিলতির কারণে অগ্রগতি একেবারেই নেই। এছাড়া জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে রাস্তায় পানি দেওয়ার কথা বলে দেওয়া হয়েছে ঠিকাদারকে। কালের কণ্ঠ

নরসিংদীতে সীসা ছিনতাইকালে আটক ছাত্রলীগ নেতা

ট্রাক ভর্তি সীসা ছিনতাইয়ের মামলায় ধরা খেয়েছে নরসিংদী সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রবিউল আলম একমি।

নরসিংদীতে আলোচিত ট্রাক ভর্তি সীসা ছিনতাইয়ের মামলায় নরসিংদী সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রবিউল আলম একমিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে তাকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পাঁচদিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। আদালত একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ২১ জুন ব্যবসায়ী মামুন সরকার নরসিংদীর চরহাজীপুর এলাকায় তার প্রতিষ্ঠান থ্রি ব্রাদার্স ব্যাটারি সার্ভিস কর্নার থেকে সীসাভর্তি ট্রাক নিয়ে ময়মনসিংহ শহরে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে সদর উপজেলার পুরানপাড়া এলাকায় একটি প্রাইভেটকার ও দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে সাত-আটজন তাদের গতিরোধ করে। পরে ব্যবসায়ী মামুন, ট্রাকচালক আসাদ মিয়া ও হেলপার অলিউল্লাহকে অস্ত্র ঠেকিয়ে ট্রাক থেকে নামিয়ে প্রাইভেট কারে তুলে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে সীসাভর্তি ট্রাকসহ তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ঘোড়াদিয়া এলাকায় একটি কারখানার ভেতর।

সেখানে নিয়ে ব্যবসায়ী মামুনের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পড়লে অপহরণকারীরা সীসাভর্তি ট্রাক, প্রাইভেট কার ও তিনটি মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ব্যবসায়ী মামুন বাদী হয়ে নরসিংদী মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ও অডিও ক্লিপ ভাইরাল হলে ছাত্রলীগ নেতা রবিউল আলম একমি ও জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আহসানুল ইসলাম রিমনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সময়

যুবলীগের সমাবেশে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ২০

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার বিকেলে মিরসরাই সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বুধবার বিকেলে উপজেলা সদরের মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সামাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের ছেলে মাহবুবুর রহমান রুহেল। সমাবেশের একপর্যায়ে স্লোগান পাল্টা স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পাথর, লাঠি ও সমাবেশে থাকা চেয়ার দিয়ে হামলা চালায়। এতে কয়েকজন যুবলীগ কর্মী আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে মাইকে বারবার ঘোষণা দিয়েও পরিস্থিতি শান্ত করতে না পেরে প্রধান অতিথি নিজেই সমাবেশ বন্ধ ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলায় মিরসরাই উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক মাইনুর ইসলাম রানাসহ প্রায় ২০ জন ছাত্রলীগ যুবলীগ নেতাকর্মী আহত হন। তাদেরকে স্থানীয় মাতৃকা ও সেবা আধুনিক নামের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে কালাম নামে এক যুবলীগ কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) ভর্তি করা হয়।

উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোশাররফ হোসেন মান্না বলেন, 'সমাবেশ চলাকালে মাইনুর ইসলাম রানা ও ইব্রাহীম খলিল ভূঁইয়া মিছিল সহকারে প্রবেশ করে। এ সময় তারা স্টেজের সামনে আসার চেষ্টা করলে হট্টোগোল সৃষ্টি হয়। যা এক পর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে চার-পাঁচজন যুবলীগ কর্মী আহত হয়েছে। পরর্বতীতে প্রধান অতিথি সমাবেশ বন্ধ ঘোষণা করে দেন।' আমাদের সময়

১২ই নভেম্বর, ২০২০

ড্রামের ভেতর লাশ, পরিচয় মিলেছে সেই যুবকের

ময়মনসিংহে ব্রিফকেসে নারীর লাশের পর এবার চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে ড্রামের ভেতর থেকে পাওয়া সেই যুবকের পরিচয় মিলেছে। তিনি কুমিল্লা দক্ষিণ উপজেলার কাজিপুর এলাকার মৃত আমির হোসেনের ছেলে সিদ্দিকুর রহমান (৩৫)। চাঁদপুর জেলা পুলিশ সুপার মো. মাহবুবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার রাতে অজ্ঞাত পরিচয় হিসেবে ওই যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালে নিহতের মা কুমিল্লা থেকে এসে ছেলের লাশ শনাক্ত করেন। এ সময় তিনি জানান, তাঁর ছেলে কুমিল্লা ইপিজেড এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানার বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। গত সোমবার ছেলে বাসা থেকে বের হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টায় চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের রাজাপুর গ্রামের নির্জন সড়কের পাশ থেকে ড্রামের ভেতর থেকে এই লাশটি উদ্ধার করা হয়।

এ সময় একটি নীল রঙের ড্রামের মুখ স্কচটেপ দিয়ে আটকানো দেখতে পান। পরে ড্রামের মুখ খুলে ভেতরে কাপড় ও তুলা দিয়ে পেঁচানো জিন্সের প্যান্ট পরা এক যুবকের লাশ দেখতে পান তিনি। ওসি আরো জানান, যুবকের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক জখমের চিহ্ন দেখা যায়।

এতে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা অন্য কোথাও নির্মমভাবে হত্যা করে যুবকের লাশ এখানে ফেলে রেখে চলে যায়।

কোনো কাজেই লাগছে না কোটি টাকায় নির্মিত ৪ সেতু

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ৮ নম্বর নড়াইল ইউনিয়নে কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে ২০০৫ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশনের মাধ্যমে নির্মিত চারটি সেতুর একটিও নির্মাণের পর থেকে জনগণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসছে না। ১৫ বছর ধরে সেতুগুলো স্রেফ পড়ে আছে।

উপজেলার পূর্ব নড়াইল থেকে কাওয়ালীজান রাস্তার শিবধরা বিল ও ধলিকুড়ি বিলের মাঝে দেড় কিলোমিটার রাস্তায় ১৫ বছর আগে ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় ৪টি সেতু নির্মাণ করা হয়। নির্মাণের পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে কোনো মাটি ফেলা হয়নি বলে জানান স্থানীয়রা। রাস্তার ওপর বড় বড় কাশবনের গাছ, সেতুগুলোতে উঠতে মই ব্যবহার করা ছাড়া ওঠা সম্ভব নয়।

অর্থ অপচয় করে কেন এতগুলো সেতু নির্মাণ করা হলো একসাথে, জানতে চাইলে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কোনো অফিস বা কর্মকর্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় কাওয়ালীজান গ্রামের হযরত আলী বলেন, সেতুর দেড় কিলোমিটার রাস্তায় মাটি ফেলা হলে সেতুগুলো ব্যবহার করে প্রায় ৭ গ্রামের মানুষ হালুয়াঘাট উপজেলার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবে। এই রাস্তাটিতে কোটি টাকা খরচ করে চারটি সেতু নির্মাণ করা হলেও ১৫ বছর ধরে এখানে মাটি ভরাট না করায় এলাকাবাসীর কোনো উপকারে আসছে না রাস্তাটি।

কাওয়ালীজান গ্রামের বাসিন্দা হানিফ বলেন, দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর হলো সেতুগুলো নির্মিত হয়েছে। অথচ কেউ এখানে একটু মাটিও ফেলা হয়নি। আমরা সেতুর নিচ দিয়ে চলাচল করি। সেতুগুলো অযথা দেওয়া হয়েছে।

কিভাবে একসঙ্গে চারটি সেতু নির্মাণ করা হলো এবং এগুলো নির্মাণে ব্যয় কত টাকা এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা দুর্যোগ ও ত্রাণ বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আলাল উদ্দিন বলেন, আমি এ বছরের মার্চে যোগদান করেছি। বিষয়টি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমাকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিও কিছু জানায়নি। আমাদের অফিসে সেতুর বিষয়ে কোনো তথ্য নেই।

উপজেলা প্রকৌশলী শান্তনু ঘোষ সাগর বলেন, এটা আমাদের মাধ্যমে নির্মিত কোনো সেতু বা রাস্তা নয়। এটি দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে। আমাদের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কোনো চুক্তি কখনো হয়নি। যদি কেউ বলে এটি এলজিইডির রাস্তা বা সেতু তাহলে কাগজপত্রে প্রমাণ করতে বলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, আমরা বিষয়টি সম্পর্কে জানতাম না। যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে আমরা খোঁজ নিয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেব। একসঙ্গে চারটি সেতু কতটুকু যুক্তিসংগত জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা জেনে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারব। কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশি ৯ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মায়ানমার

কক্সবাজারের টেকনাফে বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে মাছ ধরার সময় ৯ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি)। গত মঙ্গলবার সকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে। অপহৃতরা সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

স্থানীয় জেলেরা জানান, মঙ্গলবার সকালে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ গুলা পাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ আমিনের মালিকানাধীন একটি নৌকায় কালা মাঝির নেতৃত্বে ৯ জন জেলে সাগরে মাছ শিকারে যান। ওই সময় হঠাৎ মিয়ানমারের বিজিপি এসে সাগরের মোহনা থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায়। রাতে খবরটি এলাকায় জানাজানি হয়।

আটককৃত জেলেরা হচ্ছেন- মো. নুরুল আলম (৩০) হোসেন, মো. ইসমাইল হোসেন (২০), মো. ইলিয়াছ (২২), মো. ইউনুস (১৮), মো. কালু মিয়া (১৮), মো. সাইফুল ইসলাম (১৮), মো. সলিম হোসেন (২০), মো. আফতাব হোসেন (২০) ও মো. লালু মিয়া (২৫)।

সাবরাং ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য নুরুল আমিন বলেন, ‘সাগরে মাছ শিকারে যাওয়া ৯ জন জেলেকে মিয়ানমার বিজিপি ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর শুনেছি। তারা সবাই আমার এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’

এ বিষয়ে টেকনাফ ২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়সল হাসান খান বলেন, ‘সাগরে জেলেদের ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি শুনেছি। এ ঘটনায় মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মিয়ানমার জানিয়েছে, তাদের সীমান্তে মাছ শিকারে যাওয়ায় বাংলাদেশি জেলেদের আটক করা হয়েছে।

আমাদের সময়

মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে কিশোরকে হত্যা

নওগাঁর বদলগাছীতে অপহরণকারীরা মুক্তিপণের ১৫ লাখ টাকা না পেয়ে এক কিশোরকে হত্যা করেছে। আজ বুধবার সকালে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার বেগুনবাড়ি মাঠের একটি ডোবা থেকে তার বস্তাবন্দী অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

ওই কিশোরের নাম নাজমুল হোসেন (১৪)। সে বদলগাছী উপজেলার খাদাইল গ্রামের আলামীনের ছেলে। নাজমুল খাদাইল উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মুঠোফোনে কল করে নাজমুলকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন শনিবার সকালে মুঠোফোনে নাজমুলের পরিবারের কাছে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। আজ সকালে তার বস্তাবন্দী অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়।

নাজমুলদের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, নাজমুলের মৃত্যুর খবর শুনে বাড়িতে লোকজন ভিড় করছে। নাজমুলের মা নাজমা খাতুন বিলাপ করছিলেন। বিলাপ করে তিনি বলছিলেন, 'তোরা আমার বুকের ধনকে কেন মারে ফেললু। হামি এখন কীভাবে বাঁচমু।'

নাজমুলের বাবা আলামীন বলেন, 'শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার ছেলেকে মুঠোফোনে বাড়ি থেকে ডেকে নেওয়া হয়। সে শুক্রবার রাতে আর বাড়িতে ফেরেনি। পরের দিন শনিবার সকাল ১০টা ৫ মিনিটে অপরিচিত একটি মুঠোফোন থেকে আমার বড় ছেলে মেহেদী হাসানের মুঠোফোনে কল আসে। নাজমুলের মুক্তিপণ হিসেবে ১৫ লাখ টাকা চাওয়া হয়। এরপর আমরা মুঠোফোনে কলের অপেক্ষায় ছিলাম। অপহরণকারীরা আর আমাদের কাছে ফোন করেনি। এ ঘটনায় শনিবার বদলগাছী থানায় একটি মামলা করেছিলাম।'

নাজমুলের বাবা আরও বলেন, আজ বুধবার সকালে আক্কেলপুর বেগুনবাড়ি গ্রামের ফসলি মাঠের রেললাইনসংলগ্ন একটি ডোবায় একটি বস্তাবন্দী অর্ধগলিত লাশ পাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে লাশটি নাজমুলের বলে শনাক্ত করা হয়। নাজমুলের বড় ভাই মেহেদী হাসানের অভিযোগ, মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে তাঁর ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথম আলো

আরব আমিরাতে মদপান ও যিনা-ব্যভিচার বৈধ ঘোষণা

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে যিনা-ব্যভিচারের (লিভ টুগেদার) সুযোগ ও মদপানে আইন শিথিল করেছে দেশটির ত্বাগুত শাসক। গত শনিবার দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ডব্লিউএএম এই কথা জানিয়েছে।

দেশটির ইসলামিক পারসোনাল ল'আইন বাতিল করে এই দুটি সুযোগ দেয়া হয়েছে ২১ বছরের বেশি বয়সী মানুষের জন্য।

খবরে দাবি করা হয়, দেশটির আইনে এসব পরিবর্তন করা হয়েছে জীবনমান উন্নত করার উদ্দেশ্যে ও দেশটিতে আগত বিদেশিদের জন্য।

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে আরব আমিরাতের সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হয়। এরপরই ইসরায়েলের কাছ থেকে বিনিয়োগ ও পর্যটক আকর্ষণের চেষ্টা করছেে এ দেশটি।

সরকার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর দ্রুত এ আইন কার্যকর হচ্ছে। এখন থেকে মাদবদ্রব্য ও মদপান, বিক্রি ও মালিকানায় রাখার কারণে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না।

এর আগে আমিরাতের আইনে লাইসেন্স ছাড়া মদ ও মাদক রাখা এবং বিক্রির দায়ে ধরা পড়লে শাস্তির মুখে পড়ার বিধান ছিল। এ জন্য অন্তত ৮০টি বেত্রাঘাতের বিধান ছিল। যদিও, দালাল শাসকদের সময়গুলোতে এ ধরনের শাস্তি বাস্তবায়নের ঘটনা দেখা গেছে খুবই কম।

এ ছাড়া বিবাহবহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক করা, একসঙ্গে বসবাসের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষকে কয়েক মাসের জেল দেয়ার বিধান ছিল দেশটিতে।

আরব আমিরাতে বসবাসকারী বিদেশিদের ক্ষেত্রে এখন থেকে বিবাহবিচ্ছেদ ও উত্তরাধীকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোয় স্থানীয় আইনের পরিবর্তে বাদী-বিবাদীদের নিজ দেশের আইন অনুসরণ করা হবে বলেও জানানো হয়।

বরাবরের ন্যায় এবারও ইসলাম বিরুধী এই শয়তানি আইনের পক্ষে সাফাই গেয়েছে পশ্চিমা কিছু তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থা।

সূত্র : ডেইলি মেইল ও মেট্রো ডটকম।

খোরাসান | ২টি হেলিকপ্টার এবং ১টি সামরিক বিমান ভূপাতিত করেছে তালেবান

আফগানিস্তানের হেরাত ও নানগারহার প্রদেশে মুরতাদ কাবুল সেনাবাহিনীর দুটি হেলিকপ্টার এবং একটি সামরিক বিমান ভূপাতিত করার ঘোষণা দিয়েছে তালেবান। গত ১১ নভেম্বর বুধবার নানগারহার প্রদেশের হেসারাক জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমান্ডো সেনা বহনকারী দুটি MI-17 হেলিকপ্টার তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অভিযানের জন্য বের হয়েছিলো। তালেবান নিয়ন্ত্রিত

অঞ্চলে প্রবেশের পূর্বেই হেলিকপ্টার ২টি বিধ্বস্ত করেন তালেবান মুজাহিদিন। এর ফলে কাবুল সরকারের ২১ কমান্ডো সৈন্য নিহত হয়েছে।

কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে, তবে সে সেনাদের অদক্ষতা লুকাতে দাবি করে, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে হেলিকপ্টার ২টি বিধ্বস্ত হয়েছে।

নানগারহার প্রদেশে দুটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত করার পরে, তালেবান ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা হেরত প্রদেশের পশতুন জারঘুন জেলায় একটি সামরিক বিমানও ভূপাতিত করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার একজন মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, গতকাল (১১ নভেম্বর) বিকেলে যুদ্ধ বিমানটি জেলার দেহ-শেখ এলাকা লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছিল। তবে এই হামলায় কেউ হতাহত হননি। এদিকে তালেবান মুজাহিদিনও হামলার প্রতিশোধ নিতে বিমান লক্ষ্য এন্টি ইয়ার্কাফ্টগান দ্বারা গুলি চালান। যার ফলে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

https://ibb.co/tJ9rX9Z

https://ibb.co/BZcGX9h

খোরাসান | তালেবান হামলায় ৮৫ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত

আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের সফল ৮টি হামলায় কমপক্ষে ৮৫ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ জানিয়েছেন, গত ১১ নভেম্বর রাতে, আফগানিস্তানের বাগগল প্রদেশের পুলখামারী জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে, কাবুল সরকারী বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত, ৫ সৈন্য আহত এবং ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছিল। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

এই অভিযানের সময় দুজন মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ অন্য টুইটবার্তায় জানান, ঐদিন রাতে কুন্দুজ প্রদেশের চাহারদারা জেলার শাঘাসি এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে

চেকপোস্টটি ধ্বংস এবং ১২ সৈন্য নিহত হয়েছে। হামলার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, এই চেকপোস্টটি নাগরিকদের হয়রানির কারণ ছিলো।

তালেবানের অপর এক মুখপাত্র ক্বারী ইউসূফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, আফগানিস্তানের দক্ষিণ হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহে কাবুল বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, বাদগিশ প্রদেশের কাদেস জেলায় মুজাহিদদের অপর এক হামলায় কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক।

একই জেলায় কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে। অভিযানের সময় ৩ জন মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

এমনিভাবে কুন্দজ প্রদেশের পৃথক ২টি এলাকাতেও বুধবার সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেকান মুজাহিদগণ। এরমধ্যে চাহারদারী জেলায় অভিযান চালিয়ে ২টি পোস্ট বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কমপক্ষে ১২ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। প্রদেশটির খান-আবাদ জেলায় মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৪ সৈন্য।

অপরদিকে বাগলান প্রদেশের পুলখামারী জেলার আরওয়ান্দ এলাকায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ। এতে কাবুল বাহিনীর ৫টি সামরিকযান ধ্বংস, ৮ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

খোরাসান | কাবুল সরকারের ৯০ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে তালেবান

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশ থেকে কাবুল সরকারের ৯০ সেনাকে মুক্তি দিয়েছে তালেবান।

রিপোর্ট অনুসারে, কান্দাহার প্রদেশের মাইওয়ান্দ জেলা থেকে কাবুল প্রশাসনের ৯০ সৈন্যকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মুক্তি দিয়েছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুক্তি দেওয়া সৈন্যদের পকেট খরচ এবং ভাড়া প্রদান করে তাদেরকে নিজ বাড়িতে পাঠিয়েছে তালেবানপ্রশাসন।

তালেবান মুজাহিদিন এসকল সৈন্যদেরকে সাধারণ জীবনযাপন করতে এবং পূণরায় কাবুল সরকারের কোন পদে ফিরে না যাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

তালিবানরা এমন সময়ে বন্দী সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছে যখন সাম্প্রতিক সংঘর্ষে তালেবানদের কাছে কাবুল সরকারি সৈন্যদের বন্দী করা ও আত্মসমর্পণের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের আরো ৩১ সেনার তালেবানে যোগদান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান কাবুল সরকারী সেনাদের জন্য নতুনভাবে "সাধারণ ক্ষমা" ঘোষণা করেছে, এই ঘোষণার পরে কাবুল প্রশাসন থেকে নতুন করে ৩১ সেনা সদস্য তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ গত ১১ নভেম্বর তাঁর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন যে, আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের লস্করগাহ, নাদআলী ও নাহর-সিরজ জেলা সমূহ থেকে কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের কাছে নতুন করে ২০ জন সেনাসদস্য আত্মসমর্পণ করেছে।

অপরদিকে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদও তাঁর এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন যে, বাগলান প্রদেশের পুলখামারী ও নাহরাইন জেলা থেকেও কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছে আরো ১১ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা পুরোপুরি প্রত্যাহার এবং কাতারে আফগান যুদ্ধ শেষ করতে আন্তঃআফগান আলোচনা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাস যেতে না যেতেই প্রতিদিনই কয়েক ডজন করে কাবুল সেনা তালেবানদের হাতে আত্মসমর্পণ করে তাদের কাতারে মিলিত হতে শুরু করেছে, এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমিরুল মু'মিনিন শাইখ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ্ হাফিজাহুল্লাহ্'র পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক কাবুল সরকারী সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গত মাসেও ১২০০ সরকারী সেনা তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো।

https://ibb.co/nmzyrqd

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ডজনখানেক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ১১ নভেম্বর মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় ডজনখানেক কুফ্ফার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্য থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দখলদার উগান্ডান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্য করে সফল ২টি বোমা হামলা চালিয়েছেন। রাজ্যটির শালানবোদ শহরে শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার সেনাদের একটি সামরিকযান।

এদিকে জালাজদুদ রাজ্য থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, তুষমারিব শহরে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের এক সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে উক্ত গোয়েন্দা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

উল্লেখ্য যে, এদিন সোমালিয়ার আরো কয়েকটি স্থানে ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে আরো কতক মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

https://ibb.co/JnLXF92

১১ই নভেম্বর, ২০২০

জেদ্দায় ফ্রান্সের কূটনৈতিকদের' লক্ষ্য করে বোমা হামলা, অন্তত বারো জন আহত

সৌদি আরবের শহর জেদ্দায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের কূটনৈতিকদের' লক্ষ্য করে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার সকালে ১১ নভেম্বর জেদ্দার অমুসলিম কবরস্থানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির বার্ষিকী উদযাপন চলছিল। সে উপলক্ষ্যে বিদেশী কূটনীতিকদের অংশগ্রহণে এক অনুষ্ঠানের সময় এ বোমা হামলা হয়েছে। সেখানে ফরাসি কনসালসহ বেশ কয়েকজন বিদেশী কনসাল উপস্থিত ছিল।

সৌদি আরবে কর্মরত সাংবাদিক ক্ল্যারেন্স রডরিগাজ টুইট করেছে যে বোমা হামলার সময় সেখানে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আর্য়াল্যান্ডের কনসাল জেনারেলরা এবং সেদেশে বসবাসরত অন্যান্য বিদেশি অতিথিরা উপস্থিত ছিল। তার টুইটে একজন আহতকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে।

সে বলেছে, অনুষ্ঠান চলার সময় একটি গ্রেনেড ছোঁড়া হয় এবং ঘটনায় অন্তত বারো জন আহত হয়েছে।' সে কিছু ছবি শেয়ার করেছে।

মুসলিম নবীপ্রেমীদের বিশ্বাস, 'বারো দিন আগে সৌদি আরবেই ফরাসি দূতাবাসের এক নিরাপত্তা রক্ষীকে ছুরি মারাসহ যে হামলার ঘটনাগুলো ঘটছে, এসবের সাথে শার্লি এবদোয় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্টুন ছাপা এবং তার স্বপক্ষে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁর যুক্তির প্রতিবাদে আরব ও মুসলিম দুনিয়ায় যে প্রতিবাদ হচ্ছে এটা তারই অংশ।'
ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ইউরোপীয় কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে জেদ্দায় আয়োজিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের স্মরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা হয়েছে।
বুধবার সকালের দিকে এই স্মরণ অনুষ্ঠানে আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) হামলা হয়েছে; যাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।

ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আরো বলা হয়েছে বোমাটি ঘরে তৈরি বিস্ফোরক ছিল।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় এক হুথী বিদ্রোহী নিহত

ইয়ামানে মুরতাদ হুথী শিয়াদের লক্ষ্য করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা আরব উপ-দ্বীপ শাখার জানবায মুজাহিদিন।

আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ১০ নভেম্বর ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের আস-সৌমায়া এলাকায় ইরান সমর্থিত মুরতাদ শিয়া হুথী বিদ্রোহীদের টার্গেট করে একটি সফল স্নাইপার হামলা চালানো হয়েছে। আল-কায়েদা শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের এক সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/11/11/44095/

বিস্তৃত দুর্নীতি প্রকটভাবে উন্মোচিত

স্বাস্থ্যখাতে ইতিমধ্যে বিদ্যমান গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে। চিকিৎসা ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা সেবা, ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি তার গবেষণার তথ্য দিয়ে বলছে, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিবেচনায় আড়াল করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এছাড়া তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। পরীক্ষাগারের ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি দেখা গেছে। রোগী না থাকার কারণে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল বন্ধ করা হলেও সারাদেশে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের সংকট রয়েছে।

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ’ (দ্বিতীয় পর্ব) শীর্ষক গবেষণাপত্রে এসব উল্লেখ করা হয়। মঙ্গলবার ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই গবেষণার তথ্য প্রকাশ করা হয়। পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে অনলাইন ও টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে এই গবেষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে টিআইবি। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের উপস্থিত ছিলেন। গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন মো. জুলকারনাইন ও মোরশেদা আক্তার।

টিআইবি বলছে, চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি, নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি, সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি, করোনা সংক্রমণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে কার্যকরতার ঘাটতি, হাসপাতালে মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতি, হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি, চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানে ঘাটতি, প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে বিতরণে বৈষম্য, করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণে ঘাটতি গবেষণায় ধরা পড়েছে। সরকারি তথ্যমতে, সারাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য আইসিইউ শয্যার

সংখ্যা মাত্র ৫৫০টি, ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ৪৮০। আর এই সুবিধার অধিকাংশ ঢাকা শহরকেন্দ্রিক। ফলে প্রয়োজনের সময় আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর সাপোর্ট না পাওয়ার কারণে অনেক রোগীর জীবন হুমকির মুখে পড়ছে বলে সংস্থাটি বলছে। সারাদেশে করোনা পরীক্ষাগারের সংখ্যা বাড়লেও এখনো প্রতিবেদন পেতে এক থেকে পাঁচ দিনের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখনো ৩৪.৪শতাংশ সেবা গ্রহীতাকে তিন বা ততোধিক দিন প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি যারা প্রতিবেদন দেরিতে পাচ্ছেন, অপেক্ষার কয়েকদিন তাদের দ্বারা অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৯.৯ শতাংশ নমুনা পরীক্ষায় ভুল প্রতিবেদন পাচ্ছেন। যাচাই না করার ফলে লাইসেন্সবিহীন এবং ভুয়া হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা পরীক্ষা করার চুক্তি সম্পাদন করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার মাঠ পর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহ করে কোনো পরীক্ষা না করেই ১৫ হাজার ৪৬০ জনকে করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়।

দুর্নীতির ব্যাপারে টিআইবি গবেষনা বলছে, জরুরি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক আদেশে ক্রয় করা হয়েছে, এবং কোনো ক্রয়ে ই-জিপি ব্যবহার করা হয় নি। কয়েকটি সিন্ডিকেট স্বাস্থ্য খাতের সকল ধরনের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। এসব সিন্ডিকেটে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএসডি, বিভিন্ন হাসপাতালের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ দুদকের কিছু কর্মকর্তার সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগও পাওয়া যায়।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা মোকাবিলায় আক্রান্ত চিহ্নিতকরণ, কোভিড চিকিৎসা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ রোধ, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা চলমান রয়েছে। বিশেষকরে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা সংক্রান্ত অর্ধশতাধিক কমিটি করা হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই, বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না, জাতীয় কমিটির সাথে এসব কমিটির যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

গবেষণায় টিআইবি বলছে, করোনা ভাইরাস মোকাবিলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে এখনো আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান। শীত মৌসুমে করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কার্যকর প্রস্তুতির অভাব। শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ, পরীক্ষায় ফি নির্ধারণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই সেবা থেকে বঞ্চিত

করছে এবং হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের অনুকলে পক্ষপাত করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা সেবা ও প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে এখনো পৌঁছেনি। নয়া দিগন্ত

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় জেনারেলসহ ১২ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালিয়ার তুষমারিব শহরে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন, এতে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুষমারিব শহরে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। মুজাহিদদের উক্ত হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল সোমালীয় মুরতাদ সরকারের একবিংশ ব্রিগেডের সৈন্যরা।

গত ১০ নভেম্বর আশ-শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় একবিংশ ব্রিগেডের কমান্ডার জেনারেল "গোজি দাকারি" সহ ২ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৯ মুরতাদ সৈন্য। এসময় মুজাহিদদের লাগানো বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

খোরাসান | তালেবানের বীরত্বপূর্ণ হামলা, ১১৫ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ১০টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে কমপক্ষে ১১৫ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ৯ ও ১০ নভেম্বর রাতে আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব ও আলিয়াবাদ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ও ২টি ফাঁড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ২১ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ১৪ এরও অধিক। এই অভিযান

থেকে মুজাহিদগণ ১টি ক্লাশিনকোভ ও ১৪টি তোপ-কামান সহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

প্রদেশটির আলিয়াবাদ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি সফল অভিযানও পরিচালনা করেছিলেন মুজাহিদগণ। এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

একই রাত ১১ টায় কুনার প্রদেশের চাপি-দারি জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ঘাঁটিতে সফলভাবে লেজার আক্রমণ শুরু করেন তালেবান মুজাহিদগণ, যা টানা দুই ঘন্টা যাবৎ চলেছিল। এতে কমান্ডার শের আফজাল সহ ১১ সৈন্য নিহত এবং ২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছিল।

একইদিন সকাল দশটায় কাবুলের পুতুল প্রশাসনের ভাড়াটে সেনা ও পুলিশের অপারেশন ফোর্স তালেবান নিয়ন্ত্রিত হেলমান্দ প্রদেশের গার্শক জেলার ২টি এলাকায় অভিযান পরিচালনার জন্য পৌঁছেছিল। মুরতাদ সৈন্যরা এলাকা দুটিতে আসা মাত্রই মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সামরিকযান ধ্বংস, ৯ সৈন্য নিহত এবং ৮ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তবে এসময় কাবুল বাহিনীর হামলায় একজন মুজাহিদ আহত এবং আরো একজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তাকাব্বালাল্লাহু তা'আলা।

ঐদিন হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহে জেলাতেও তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ক্রুসেডার মার্কিন বিমান বাহিনীর সহায়তায় হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল কাবুল বাহিনী। কিন্তু মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের কাছে পরাজিত হয় কাবুল বাহিনী। মুজাহিদদের হামলার তীব্রতা একটাই প্রকট ছিল যে, মুরতাদ বাহিনী সামনে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা বরং নিজেদেরই নিয়ন্ত্রিত ২ কিলোমিটার এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ১৩ সৈন্য। বিপরীতে কাবুল বাহিনীর হামলায় আহত হয়েছেন ২ জন মুজাহিদ।

এদিকে উরুজগান প্রদেশের দেরাদুন জেলা ও তিরিনকোটে কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এরমধ্যে তিরিনকোটে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। আর দেরাদুন জেলায় মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধে নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ৮ মুরতাদ সৈন্য। এই অভিযানের সময় কাবুল বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন ৩ জন মুজাহিদ এবং আহত হয়েছেন আরো ২ জন মুজাহিদ। তাকাব্বালাহুমুল্লাহু তা'আলা।

অপরদিকে সার্পাল, ফরাহ ও জাবুল প্রদেশেও ৩টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ১২ সৈন্য নিহত এবং ৮ সৈন্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/jrCyd3q

পাকিস্তান | টিটিপির স্নিপার আঘাতে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপির) স্নাইপার শুটার মুজাহিদিন একটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন।

খবরে বলা হয়েছে, গত সোমবার পাকিস্তানের লোয়ার দির জেলার জাঁদোল সীমান্তে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর এক সদস্যকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এতে উক্ত সৈন্য ততক্ষণাৎ নিহত হয়। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটবার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেন। তিনি জানান যে টিটিপির স্নাইপার শুটার মুজাহিদিন এই সফল হামলাটি চালিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই হামলার একদিন আগে বাজোর এজেন্সিতে মুজাহিদদের অন্য একটি স্নাইপার হামলায় নাপাক সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা মারা গিয়েছিল।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে ৮০ জন কাবুল সৈন্যের আত্মসমর্পণ

আফগানিস্তানের হেলমান্দ, উরুজগান এবং বদাখশান প্রদেশ থেকে কাবুল প্রশাসনের ৮০ সেনা সদস্য তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন মুখপাত্র ক্বারী ইউসূফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ ১০ নভেম্বর তাঁর এক টুইটবার্তায় জানান যে, আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশের দাহরাওয়াদ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনীর পদ থেকে পদত্যাগ করে সেচ্ছায় তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কাবুল বাহিনীর ৪৯ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য। এসময় তারা অনেক অস্ত্রশস্ত্রও মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

এমনিভাবে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদও তাঁর এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের বদাখশান প্রদেশের ৩টি জেলা থেকে কাবুল প্রশাসনের ১১ সৈন্য সত্যতা বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন।

একইভাবে হেলমান্দ প্রদেশের নাদআলী জেলা থেকেও এইদিন আরো ২০ কাবুল সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

পশ্চিম তীরে আরও ১৩ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার

দখলকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কমপক্ষে ১৩ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল সেনাবাহিনী।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটির বরাতে ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে, গতকাল ১০ নভেম্বর সন্ত্রাসী ইসরায়েল সেনাবাহিনী নিয়মিত নির্যাতনের অংশ হিসেবে এ গ্রেফতার অভিযান চালায়।

গ্রেফতারকৃতদের একজন প্রাক্তন বন্দী রয়েছে, যাকে ইহুদিরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে একই পরিবারের সহোদরও রয়েছে, যাদের বাড়ি জেরুজালেমে।

অন্যান্য মুসলিমদের আটক করা হয় ফিলিস্তিনের সিলাত আদ-দহর, ইয়াবাদ শহর, জেনিন, জালমেহ, রামাল্লাহ, নাবলুস শহর, হেব্রন, বিটুনিয়া, হালহোলসহ আরও কিছু এলাকা থেকে।

১০ই নভেম্বর, ২০২০

ইয়াবাসহ আটক এএসআই আজিজ

১৪৮ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. আজিজের জামিন নামঞ্জুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর গেন্ডারিয়া মিল ব্যারাক এলাকা থেকে ইয়াবাসহ আজিজকে আটক করে র‍্যাব-১০। আমাদের সময়

ফটো রিপোর্ট | আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত রাজ্যে ফ্রান্স বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন রাজ্য চলছে রাসূল (সা:)-এর অবমাননার প্রতিবাদস্বরূপ ক্রুসেডার ফ্রান্স বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ। এসব সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, মুসলিম যুবকরা যেন রাসূল সা: এর সম্মান রক্ষায় সাহাবিদের (রা:) কর্মপন্থা অনুসরণ করেন।

https://alfirdaws.org/2020/11/10/44057/

রাসূল (ﷺ)-এর সম্মান রক্ষায় আমরা সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো- আশ-শাবাব

ক্রুসেডার রাষ্ট্র ফ্রান্সে রাসূল (ﷺ)-এর ব্যঙ্গচিত্র পদর্শনী ও ইসলামফোবিয়ার প্রতিবাদে বিশ্ব ব্যাপী চলছে ফ্রান্স বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ।

এরই ধারবাহিকতায় আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোতেও চলছে ফ্রান্স বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ। 'শাহাদাহ নিউজ' গত ৯ নভেম্বর শাবাব নিয়ন্ত্রিত জালাজদুদ রাজ্যে অনুষ্ঠিত ক্রুসেডার ফ্রান্স বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

এই প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত জালাজদুদ রাজ্যের গভর্নর শাইখ আবদুল্লাহ আবু খালেদ, "মুরসদী" উপজাতির প্রধান আওকাস আবদুল্লাহ তাহের এবং একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কবি ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা।

এসময় রাজ্যটির গভর্নর শাইখ আবদুল্লাহ আবু খালেদ হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, আমাদেরকে সম্মানিত সাহাবাদের (রা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, তাঁরা যেপথ ও পন্থায় রাসূল (ﷺ)-কে সর্বদিক থেকে হেফাজত করেছেন এবং যেই পন্থায় সাঈদ-শরিফ দুই ভাই এবং যারা সম্প্রতি রাসূল (ﷺ)-এর সম্মান রক্ষায় ক্রুসেডার ফ্রান্সকে তাঁর পাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাদেরকেও তাদের পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

আজকে আমাদের সমাবেশের উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা নবীপ্রেমিকদের নিকট এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে, আমারও সেই একই পথ ও পন্থা অনুসরণ করবো যা সম্মানিত সাহাবাগণ এবং নবীপ্রেমিক

ভায়েরা করেছেন। আমরা আপনাদের খুশির সংবাদ দিচ্ছি যে, আমাদের মুজাহিদ ভায়েরা তুষামরিব শহর ও শহরতলিতে ক্রুসেডার জিবুতিয়ান বাহিনী, ও ফরাসী এজেন্টদের বিরুদ্ধে বিগত কিছুদিন যাবৎ তীব্র লড়াই চালিয়ে আসছেন। যার ফলে ক্রুসেডার সৈন্যরা হতাহত হওয়ার পাশাপাশি প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

https://ibb.co/yWKgLzQ

শাম | নুসাইরীদের অবস্থানে মুজাহিদিনের হামলা, নিহত ২ এরও অধিক কুফফার সেনা

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ২টি অবস্থানে আর্টিলারি ও স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মানহাযের মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ আনসার আল-ইসলামের স্নাইপার ব্যাটেলিয়নের সদস্যরা কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। এতে কমপক্ষে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর সিরিয়ার উত্তর হামায় এই সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

একই দিনে আনসার আত-তাওহিদের আর্টিলারি ও মিসাইল ব্যাটেলিয়নের মুজাহিদগণ দখলদার রাশিয়া ও আসাদ সরকারের নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে সফল আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন। সিরিয়ার হাজারিন গ্রামে মুজাহিদদের এই হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর চেকপোস্টে স্নাইপার হামলা চালিয়েছে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান। যার ফলশ্রুতিতে মুরতাদ বাহিনীর এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

বিশদ মতে, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির ওয়ারা ম্যামন্ড সীমান্তে অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি চেকপোস্টে সেনাদের টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালানো হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর পরিচালিত এই স্নাইপার হামলায় ঘটনাস্থলেই এক সেনা সদস্য নিহত হয়। নিহত সৈন্য পোস্টে দাড়িয়ে ছিল।

পাকিস্তান ভিত্তিক সর্ববৃহৎ ও জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে । দলটির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরসানী হাফিজাহুল্লাহ্ দাবি করেছেন যে, হামলায় নিহত সৈন্য দীর্ঘ সময় ধরে চেকপোস্টের বাইরে পড়ে ছিলো, এসময় পোস্টে অবস্থানরত অন্যান্য কাপুরুষ মুরতাদ সৈন্যরা নিহত সৈন্যের দেহ নিতে মুজাহিদদের আতঙ্কে বাইরে আসেনি।

০৯ই নভেম্বর, ২০২০

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৬৩ কাবুল সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। ৯ নভেম্বর মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় ৪১ সৈন্য নিহত এবং ২২ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলায় স্থাপন করা একটি নতুন চৌকিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে সামরিক চৌকি এবং একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও এই হামলায় কাবুল বাহিনীর ২১ সৈন্য নিহত এবং ১৪ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র।

একই জেলার আস্তামিন নামক এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়ে ভারী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং ৮ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক।

অন্যদিকে লোঘার প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর সহ আশপাশের কয়েকটি এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে চিরুনী অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এতে কাবুল সরকারের স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো অফিসার 'নিয়াজ' সহ ১৪ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক।

https://ibb.co/848qkxW

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় এমপিসহ অন্তত ৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালি সংসদ সদস্য এক এমপির গাড়িতে সফল হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে তার দুই দেহরক্ষী নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ৮ নভেম্বর সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ কমপ্লেক্সের কাছে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যেই গাড়িটি ছিল সোমালি সংসদ সদস্য 'ড্যাফলি' নামক এক এমপির। এই হামলায় সে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও তার ২ দেহরক্ষী তখন নিহত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে আরো ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, যাতে কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাম | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত

সিরিয়ায় মুজাহিদদের পৃথক স্নাইপার হামলায় মুরতাদ নুসাইরী বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের সহযোগী কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ 'আনসার আল-ইসলাম' সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটিতে পৃথক ৩টি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। এতে আসাদ সরকারের কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ৮ নভেম্বর লাতাকিয়া সিটিতে মুজাহিদদের পরিচালিত এসব স্নাইপার হামলায় সাহলুল-ঘাবে ২ সৈন্য এবং আল-বাহসাহ এলাকায় ১ সৈন্য নিহত হয়েছিল।

বিজিপির গুলিতে বাংলাদেশি জেলের মৃত্যু

কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদীতে মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) গুলিতে আহত মোহাম্মদ ইসলাম (৩৫) নামে বাংলাদেশি এক জেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

শনিবার রাত পৌনে ৮টায় আহত ব্যক্তিকে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে রাতেই তিনি মারা যান।

মোহাম্মদ ইসলাম টেকনাফ সদর ইউনিয়নের বরইতলী এলাকার গোরা মিয়ার ছেলে। স্থানীয়দের দাবি একটি নৌকায় ৩ জেলে নাফ নদীতে মাছ শিকারে গেলে বিজিপি তাদের ওপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ করে। এ সময় তাকে উদ্ধার করে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখান থেকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের প্রতিরোধ হামলায় , ৪ ভারতীয় মালাউন সেনা নিহত

জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় ভারতের সেনাবাহিনীর উপর স্বাধীনতাকামীদের প্রতিরোধ হামলায় নিহত হয়েছে দেশটির এক সেনা কর্মকর্তাসহ চার মালাউন সেনা। একই ঘটনায় শহীদ হয়েছেন তিনজন স্বাধীনতাকামী।

শনিবার (৭ নভেম্বর) রাত ১টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে এসব তথ্য জানা গেছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, জম্মু-কাশ্মিরের কুপওয়াড়া জেলার কেরান সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় সেনাবাহিনী`কথিত সন্ত্রাসবিরোধী’ অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনীর টহল দলের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তাসহ চার সদস্য নিহত হয়।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কর্নেল রাজেশ কালিয়া বলেছে, মাচিল সেক্টরের (উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলায়) কাছে এলসি ফেন্সে সেনার পেট্রোলিং চলার সময় স্বাধীনতাকামীদের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এটি জম্মু-কাশ্মির সীমান্তে এপ্রিলের পর বড় কোনো সংঘর্ষের ঘটনা।

সূত্র : দ্য ওয়াল।

০৮ই নভেম্বর, ২০২০

কেনিয়া | ক্রুসেডার বাহিনী থেকে একটি এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকার শক্তিশালী মুজাহিদ জামায়াত হারাকাতুশ শাবাব উত্তর-কেনিয়ার একটি এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। সূত্র: শাহাদাহ্ নিউজ

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর-কেনিয়ার মান্দিরা শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে একটি এলাকায় সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

গত ৬ নভেম্বর শহরটির ক্রু নামক গ্রামে উক্ত অভিযানটি চালিয়েছিলেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ এলাকাটি বিজয় করেনেন, এবং উক্ত এলাকায় থাকা সাফারিকম সরকারী সংস্থার সদর দফতর মুজাহিদগণ ধ্বংস করে দিয়েছেন।

খোরাসান | তালেবানে যোগদিলো আরো ৪৫ কাবুল সেনা

আফগানিস্তানের বাগলান, উরুজগান ও দাইকুন্দি প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কাবুল সরকারের ৪৫ সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানে যোগ দিয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র ক্বারী ইউসূফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের দাইকুন্দি প্রদেশের গিজাব জেলার ২টি এলাকায় কাবুল সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় কাবুল প্রশাসনের ২ কমান্ডার ভারী অস্ত্রশস্ত্র সহ মোট ১৫ জন সশস্ত্র সৈন্য মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তিনি আরো বলেন, উরুজগান প্রদেশের দেরাদুন জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কাবুল প্রশাসনের ২২ সেনা ও পুলিশ সদস্য সত্যতা উপলব্ধি করে মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

অপরদিকে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর এক টুইটবার্তায় বলেন, বাগলান প্রদেশের পুলখামারী জেলায় থেকেও এইদিন কাবুর সরকারের ৮ সেনা সদস্য সত্যতা উপলব্ধি করে মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

খোরাসান | মসজিদ ও বাড়িঘরে কাবুল বাহিনীর হামলা, হতাহত ২১

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম বাহিনী আফগানিস্তানের নানগারহার, কুন্দুজ ও বালখে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের উপর বিমান ও স্থল আক্রমণ চালিয়েছে। এতে ২১ জন মুসলিম হতাহত হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার পুতুল বাহিনী আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের খোগিয়ানী জেলায় গোলাগুলি চালিয়ে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর বিধ্বস্ত করেছে। এই হামলার মাধ্যমে মুরতাদ কাবুল বাহিনী এক শিশু মেয়েকে শহীদ এবং মহিলা ও শিশুসহ আরো নয় জনকে আহত করেছে।

একইদিন বিকেলে বালখ প্রদেশের জের জেলার কেন্দ্রের একটি মসজিদে বিমান হামলা চালিয়ে ইমামকে শহিদ এবং আরো ৬ জনকে আহত করেছে মুরতাদ সৈন্যরা।

অপরদিকে গত মঙ্গলবার ও বুধবার মধ্যরাতে কুন্দুজ প্রদেশের খানবাদ জেলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের বিমানবাহিনী বোমা হামলা চালিয়েছিল, যার ফলস্বরূপ একটি ঘর এবং একটি মসজিদ ভেঙে পড়ে। একে এক শিশু শহীদ ও তিন জন বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন।

انا لله وانا اليه راجعون

https://ibb.co/NNS7r1g

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে আমিরাতের সমর্থন

মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ফরাসি ম্যাগাজিন শার্লি এবেদোয় অবমাননাকর কার্টুন ছাপানোর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকরন যে ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়েছে তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

জার্মান দৈনিক ডাই ওয়েল্ট-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আমিরাতের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনোয়ার গারগাশ ম্যাকরনের পক্ষে সমর্থন দিয়ে বলে, মুসলিমদের আরো বেশি 'সংমিশ্রণ' দরকার। সে যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক।" গারগাশ বলেছে, পশ্চিমা সমাজে মুসলমানদেরকে আরো ভালোভবে মিশতে হবে।

ফ্রান্সে মুসলিমদের বসবাসকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ভালো চোখে দেখছে না- এমন বাস্তবতাকেও আনোয়ার গারগাশ নাকচ করে দেয়।

০৭ই নভেম্বর, ২০২০

এবার চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের মহানবি সা. এর ছবি দেখিয়ে দৃষ্টতা

ফ্রান্সে হজরত মুহাম্মদ সা. এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শনের পর এবার মহানবির সা. ছবি দেখিয়ে চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন দৃষ্টতা প্রদর্শন করলো। চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশনে (সিসিটিভি) সম্প্রচার করা একটি ভিডিও ফুটেজ ব্যাপকহারে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমে দেখানো সেই ভিডিও উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট আর্সলান হিদায়াত টুইটারে পোস্ট করেছেন। ওই ভিডিওতে দেখানো হয়, আরব থেকে আসা একদল প্রতিনিধি চীনের অ্যাম্বাসেডরের হাতে মহানবির (সা.) একটি চিত্র দিচ্ছে। এমনকি ওই দৃশ্যে একটি ছবি মহানবির হিসেবেও দেখানো হয়। ভিডিওটি ইন্টারনেটে পোস্ট হতেই ভাইরাল হয়ে গেছে। হিদায়াত লিখেছেন, ওই ভিডিওতে আরব প্রতিনিধির চরিত্রে অভিনয় করা ব্যক্তি বলেছেন, আমাদের দেশের নবি মুহাম্মদের ছবি এটি। (নাউজুবিল্লাহ)

তবে এই ভিডিওর ব্যাপারে এখনো চীনের দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তির মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এতে করে অনেকেই মনে করছেন, চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে মহানবির সা. ছবি প্রকাশে কোনো বিধি নিষেধ না থাকায় এমনটি হচ্ছে। অথচ, তাঁর ছবি বা ব্যাঙ্গচিত্র আঁকা স্পষ্টভাবে ধর্ম অবমাননা।

সূত্র : ওপিইন্ডিয়া

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় ২ মার্কিনীসহ আরো ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন ক্রুসেডার আমেরিকান বাহিনী এবং তাদের গোলাম সোমালী বিশেষ ফোর্সের সেনাদের অবতরণকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, যার ফলে ২ মার্কিন সেনা এবং সোমালী বিশেষ বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। সূত্র: শাহাদাহ্ নিউজ

ক্রুসেডার আমেরিকান ও সোমালীয় যৌথ বিশেষ বাহিনী অবাক হয়েছিল যে, কিভাবে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন একটি গাড়ি বোমা হামলার মাধ্যমে তাদেরকে সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছিল। আর হামলাটি এমন সময়ই শাবাব মুজাহিদিন পরিচালনা করেছেন, যখন সেনারা রাজধানী মোগাদিশু থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তরের উপকূলীয় শহর জন্ডারশিয়ায় মাত্র অবতরণ করতে শুরু করেছিল। যার ফলে এক মার্কিন ক্রুসেডার সেনাসহ সোমালীয় বিশেষ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো এক মার্কিন সেনাসহ সোমালীয় বিশেষ বাহিনীর ৩ সেনা সদস্য। এসময় অন্য সৈন্যরা তাদের সামরিক সরঞ্জামাদি ফেলে রেখেই দ্রুত পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

এই হামলার পরে নিহত ও আহত সেনাদেরকে হেলিকপ্টার দ্বারা হামলার ঘটনাস্থল থেকে হেলানি ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়েছিল মার্কিন বাহিনী। এটি (হেলানি) সোমালিয়ায় দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি, যেখানে অনেক মার্কিন সেনাও অবস্থান করছে।

https://ibb.co/v3sH38m

খোরাসান | ফের ৬৫ কাবুল সেনার তালেবানে যোগদান

আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কাবুল সরকারের ৬৫ সেনা সদস্য তালেবানে যোগ দিয়েছে।

তালেবান এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের বালখ প্রদেশের জামতাল, চারবোলক, খাস বালখ, দৌলতাবাদ, শুলগার ও জারীয় জেলা সমূহ থেকে কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেছেন ৬৫ সেনা ও পুলিশ সদস্য। যাদেরকে ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ কমিশনের মুহতারাম নেতৃবৃন্দ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

কিছু দিন আগে, তালেবান আবারও সরকারী কর্মকর্তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার একটি বিবৃতি জারি করা হয়, সেখানে এও বলেছিল যে, মুজাহিদগণ কেবল ঐসকল সৈন্যদের হত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন,

যারা ইমারতে ইসলামিয়া ইসলামিক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাধা দিচ্ছে এবং সাধারণ জনগণকে নানাভাবে হয়রানী করছে।

এই বিবৃতির আগ থেকেই প্রতিদিন কয়েক ডজন কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানে যোগ দিচ্ছে। আর এখন যোগ দেওয়ার সেই মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১২ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত, সামরিযান ধ্বংস

ক্রুসেডার জিবুতিয়ান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৮ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। সূত্র: শাহাদাহ্ নিউজ

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ক্রুসেডার জিবুতিয়ান ও পশ্চিমাদের গোলাম সোমালীয় মুরতাদ সরকারি যৌথ বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে ৮ সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৪ জিবুতিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সেনাদের একটি সামরিযান।

গত ৬ নভেম্বর শুক্রবার, মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুসমারিব শহরে এই সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, এদিন সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহর ও রাজধানী মোগাদিশুর লাফুলী শহরে আরো ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনা ও সোমালীয় মুরতাদ সেনাদের পৃথক ২টি ঘাঁটিতে এই অভিযানগুলো চালিয়েছিলেন শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ফিলিস্তিনের একটি গ্রাম গুড়িয়ে দিয়েছে ইজরাইল

দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইজরাইলি বাহিনী খিরবাত হামসা নামক ফিলিস্তিনি একটি গ্রাম গুড়িয়ে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার ইজরাইলের ওই অভিযানে গৃহহীন হয়ে পড়েছে ৭৩ জন মানুষ। এর মধ্যে ৪১ জন শিশুও রয়েছে।

জাতিসংঘ বলছে, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনে এটাও বড় ধরনের বাস্তুচ্যুতির ঘটনা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সামরিক যানের প্রহরায় এক্সকাভেটর দিয়ে গ্রামটির তাঁবু, বস্তি, পশুর বাসস্থান, টয়লেট, সোলার প্যানেলসহ সবকিছু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিগত চার বছরের মধ্যে এটাও একটি বড় বাস্তুচ্যুতির ঘটনা। এতে ৭৬টি অবকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে।

ধ্বংস করে দেওয়া গ্রামটি জর্ডান উপত্যকার একটি বেদুইন ও ভেড়াপালক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিলো। সম্প্রতি ইজরাইল ওই এলাকাটি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ফায়ারিং জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বাস্তুচ্যুত হওয়া পরিবারগুলোকে বুধবার ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম খুঁজতে দেখা যায়। জাতিসংঘের প্রকাশ করা এক ছবিতে খোলা মরুভূমিতে পড়ে থাকা বিছানা দেখতে পাওয়া গেছে।

ফিলিস্তিনি অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার পরও ইজরাইলের অনুমতি ছাড়া বসতি নির্মাণের কারণে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে প্রায়ই বাস্তুচ্যুতির শিকার হতে হয়। ২০২০ সালে এখন পর্যন্ত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমের প্রায় সাতশ' অবকাঠামো ধ্বংস করেছে ইজরাইল। আর এতে গৃহহীন হয়ে পড়েছে প্রায় ৮৬৯জন ফিলিস্তিনি নাগরিক।

০৬ই নভেম্বর, ২০২০

উত্তর প্রদেশে মসজিদের অভ্যন্তরে হনুমান চল্লিশা পাঠ করলো বিজেপি নেতা

উত্তর প্রদেশের বাঘপাত জেলায় মসজিদের অভ্যন্তরে গায়ত্রী মন্ত্র ও হনুমান চল্লিশা পাঠ করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতা মনুপল বনসাল। মসজিদের অভ্যন্তরে পূজার এই দৃশ্য তার ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দাবি স্থানীয় আলেমের অনুমতি নিয়ে সে এই কাজ করেছে।

মনুপল বনসাল হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির বাঘপাত জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। এদিকে মসজিদের পবিত্রতা নষ্টের এ ঘটনা পরস্পরের সম্মতিতে হয়েছে দাবি করে মামলার 'এফ আই আর' নথিভুক্ত করেনি স্থানীয় মালাউন পুলিশ।

এর আগে গত মঙ্গলবার চারজন ব্যক্তি মাথুরা ঈদগাহে হনুমান চল্লিশা পাঠ করার পরে তাদের আটক করা হয়েছিলো। তারা হচ্ছে- সৌরভ লম্বারদার, কানহা, রাঘব, এবং কৃষ্ণ ঠাকুর। তারা দাবি করেছে গত ২৯ অক্টোবর তারা একদল কর্মীকে মথুরার নন্দ বাবা মন্দিরে নামাজ পড়তে আহ্বান করে। এরপর তারা ঈদগাহে গিয়ে হনুমান চল্লিশা পাঠ করে।

পুলিশ সেসময় তিনজনকে বুকিং দিয়ে কেবল এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখায় এবং নামাজের আহ্বানের মধ্য দিয়ে "ধর্মের মধ্যে শত্রুতা বাড়ানোর" অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করে।

এবার বিজেপি নেতা মসজিদে গায়ত্রী মন্ত্র ও হনুমান চল্লিশা পাঠ করার পরও মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। পুলিশ ও হিন্দুত্ববাদী নেতার যৌথ উস্কানি মূলক কার্যক্রম স্থানীয় মুসলিমদের ক্ষুব্ধ করছে এবং তা নতুন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখছেন বিজ্ঞজনরা।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ছুঁড়ে ফেলা হবে: আদিত্যনাথ

রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে ছুঁড়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইলো উত্তরপ্রদেশের হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ভারতের বিহার রাজ্যে চলছে বিধানসভার নির্বাচন। যথারীতি এখানেও অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হল সেই 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী'। নির্বাচনী প্রচারণায় এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই ভোট চাইছে বিজেপি তথা এনডিএ জোটের নেতারা। যেমনটি হয়েছে গত বুধবার।

আগামী ৭ নভেম্বর রাজ্যটির তৃতীয় দফায় ৭৮ বিধানসভা আসনে ভোট নেওয়া হবে। ভোট গণনা আগামী ১০ নভেম্বর। তার আগে বুধবার রাজ্যটির পূর্ণিয়া, কাটিয়ার, কিষাণগঞ্জ এবং আরিয়া জেলায় নির্বাচনী প্রচারণায় এসে বিজেপি এবং এনডিএ জোটের শরিক দলের নেতাদেরও জেতানোর আহ্বান জানায় যোগী।

নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত হয়ে যোগী বলেছে'আমি শুনেছি কাটিয়ার ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় 'বাংলা অনুপ্রবেশকারী' প্রচুর। মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ। অনুপ্রবেশকারী সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার জন্য কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার একটি নীতি গ্রহণ করেছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব

আইন (সিএএ)-এর আওতায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে ভারতে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। অন্যান্য অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

অন্যদিকে আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনেও অনুপ্রবেশ ও সিএএ ইস্যু যে প্রভাব ফেলতে চলেছে তা পরিস্কার করে দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। তাঁর অভিমত বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার- উভয়েরই নির্বাচনের আগে নতুন নাগরিকত্ব আইন বাস্তবায়ন করাকে প্রথম অগ্রাধিকার দিবে।

ভারত থেকে করোনা টিকা কিনছে বাংলাদেশ

অক্সফোর্ডের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকা কিনতে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশের বেক্সিমকো ফার্মা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে অক্সফোর্ডের ৩ কোটি ডোজ টিকা সরবরাহ করবে সিরাম ইনস্টিটিউট। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সাংবাদিকদের এ তথ্য জানায়।

প্রথমে দেড় কোটি মানুষকে দুই ডোজ করে করোনার টিকা দেওয়া হবে। প্রত্যেকে ২৮ দিন পর পর একটি করে ডোজ পাবেন। এই টিকা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কেনা হবে। সরবরাহ খরচসহ প্রতি ডোজের দাম পড়বে ৫ মার্কিন ডলার।

সে বলেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেক্সিমকো ও ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাংলাদেশে করোনার টিকা আনা হচ্ছে। আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে এ টিকা বাংলাদেশে আসা শুরু হতে পারে। প্রথমে ৩ কোটি ডোজ আনা হবে। টিকা রাখা হবে বেক্সিমকোর গোডাউনে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছে, এ টিকা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে এটি পরীক্ষামূলক প্রয়োগে সফল হয়েছে। বর্তমানে এটি তৃতীয় ধাপে প্রয়োগ শুরু হয়েছে, যার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, যেহেতু অক্সফোর্ডের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকা কিনতে যাচ্ছে, তাই সরাসরি সে দেশ থেকেই কিনতে পারে। ভারত সে দেশ থেকে কিনে আমাদের কাছে বিক্রয় করবে। এতে অবশ্যই আমাদের খরচ বেশি হবে।

আমাদের সময়

সারের দামে বিপাকে কৃষক

সারের দাম বস্তায় গত বছরের তুলনায় ২০০ থেকে ৫০০ টাকা বেশি। অতিরিক্ত দামে বিক্রি করলেও কৃষকদের রশিদ দেওয়া হচ্ছে না।

ভোলার মেঘনা-তেঁতুলিয়া নদীর মাঝে জেগে ওঠা সত্তরের অধিক চরে এক লাখের বেশি একর জমিতে আগাম রবিশস্য আবাদ শুরু হয়েছে। কিন্তু কৃষকেরা খেতে চাষ দিয়ে বাজারে সার কিনতে গিয়ে দেখছেন, সারের দাম বস্তায় গত বছরের তুলনায় ২০০ থেকে ৫০০ টাকা বেশি।

কৃষকদের কাছ থেকে টিএপি, ডিএপি, ইউরিয়াসহ বিভিন্ন সারের দাম বেশি নেওয়া হলেও ডিলাররা কোনো পাকা রসিদ (ভাউচার) দিচ্ছেন না। এতে বেশি দামে সার বিক্রির বিষয়ে প্রমাণসহ কারও কাছে অভিযোগও দিতে পারছেন না কৃষকেরা।

অস্বাভাবিক জোয়ার (বন্যা) ও অতিবৃষ্টির কারণে ফসল আবাদ করে চলতি বছরজুড়ে লোকসান দিতে হয়েছে কৃষকদের। তার ওপর সারের দাম বাড়া লোকসানের পাল্লা আরও ভারী করবে বলে মনে করছেন তাঁরা। সারের দাম বাড়ার পেছনে সংকটকেও দায়ী করা যাচ্ছে না। কারণ, কৃষি বিভাগ বলছে, গুদামে পর্যাপ্ত মজুত আছে। ভোলা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ভোলায় সারের কোনো সংকট নেই। তিন মাস ধরে বিএডিসির ডিএপি সারের বরাদ্দ নেই। সরকার অস্ট্রেলিয়া ও মরোক্কোর ডিএপি দিয়ে কৃষকের চাহিদা পূরণ করছে।

ভোলার অন্তত ৫০ জন কৃষকের ভাষ্য, গত রবি মৌসুম থেকে অতিবৃষ্টি ও অস্বাভাবিক জোয়ারে কৃষকেরা ক্ষতি গুনতে গুনতে দিশেহারা। তার ওপরে করোনাকাল। সবকিছুর দাম বেশি। কিন্তু আয় নেই। এখন চরাঞ্চলে আগাম সবজি চাষাবাদ শুরু করেছেন। ট্রাক্টরে চাষ দিয়ে সার কিনতে এসে দেখেন, বীজ ও সারের দাম আকাশচুম্বী। বেশি দামে সার, ওষুধ, বীজ কিনলেও কোনো পাকা রসিদ দিচ্ছেন না দোকানদার; কিন্তু দোকানের সামনে অস্পষ্ট মূল্যতালিকা ঝুলিয়ে রেখেছেন, যা তাঁরা নিজেরাই মানছেন না।

ভোলার সদর উপজেলায় ১৪ জন ডিলার। জেলায় ৭২ জন। ভোলা সদর ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বাজার ঘুরে দেখা যায়, ডিলারের দোকানে প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) ইউরিয়া সার বিক্রি হচ্ছে ৮১০ থেকে ৯৫০ টাকা, ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) ১ হাজার ১৫০ থেকে ১ হাজার ৩৫০, ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) ১ হাজার ১৫০ ও মিউরেট অব পটাশ (এমওপি) ৭৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকায়।

উপজেলার জংশন বাজারের সার ব্যবসায়ী দুলাল মিজি বলেন, তিনি সম্প্রতি ইউরিয়া (মোটা দানা) ৮০০ টাকা, চিকন দানা ৯৫০ টাকা, ডিএপি ১ হাজার ৫০ টাকা, টিএসপি ১ হাজার ১৫০ টাকা এবং এমওপি ৭৩০ টাকা বস্তা দরে কিনেছেন।

প্রথম আলো

বাড়ির পাশেই মিললো ব্যবসায়ীর লাশ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মাইজবাড়ি গ্রামে নিজের বাড়ির পেছন থেকে ঝুনু মিয়া (৩৩) নামের এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ পৌর শহরের কাজীর পয়েন্ট এলাকায় ঝুনু মিয়ার আসবাবপত্রের ব্যবসা আছে। গতকাল রাত ১০টা পর্যন্ত তিনি দোকানেই ছিলেন। রাত ১০টার দিকে তাঁর ভাতিজা অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে ঝুনু মিয়াও সেখানে যান। অবস্থার অবনতি হলে ভাতিজাকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে রাত ১২টার দিকে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। রাত দেড়টার দিকে তাঁর ফোন থেকে বাড়িতে অন্য এক ব্যক্তি কল দেন। সেই কল কেটেও দেন। এরপর পরিবারের লোকজন তাঁকে খোঁজ করেও পাননি। আজ সকালে বাড়ির পাশে বস্তা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়। ঝুনু মিয়ার মাথা ও ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন আছে।

ঝুনু মিয়ার মা আনোয়ারা বেগমের দাবি, তাঁর ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। প্রথম আলো

০৫ই নভেম্বর, ২০২০

মৃত মানুষরাও ভোট দিয়েছে মার্কিন নির্বাচনে

বিশ্বের অন্যতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মৃত ব্যক্তিরাও ভোট দিয়েছে। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছু সময় পর এ কথা জানা যায়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়ক পোস্ট তাদের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়। গণমাধ্যমটি জানায়, আগাম ভোটে মেইলের ব্যবহার রাখা হয়েছিল। অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে- মেইলে মৃত মানুষের ভোটও পেয়েছে নিউইয়র্ক সিটির ইলেকশন বোর্ড।

নিউইয়র্ক সিটির ইলেকশন বোর্ড জানিয়েছে, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড কাউন্টি থেকে ২০১২ সালে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির ভোট পেয়েছে তারা। ফ্রান্সিস রেকশ নামে ওই ব্যক্তি ১৯১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল। সে একজন রেজিস্টার্ড ডেমোক্র্যাট ছিল। ৬ অক্টোবর মেইলের মাধ্যমে তার ভোট আসে। ইলেকশন বোর্ড ৮ অক্টোবর সেই ভোট বৈধ হিসেবে নিবন্ধনও করে।

২০১৬ সালের ৪ জুলাই মৃত্যু হয় গেরট্রুড নিজারে নামে এক ভোটারের। অথচ গত ৯ অক্টোবর ভোট দিয়েছে। ইলেকশন বোর্ড তার ভোট বৈধ হিসেবে নিবন্ধন করে ২৫ অক্টোবর।

এমন বেশ কয়েকটি ভোট পড়ায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নিউইয়র্ক সিটির ইলেকশন বোর্ডের উপর। ফলে চাপে রয়েছে ভোট গ্রহণের সংস্থাটি।

আমাদের সময়

আরবের স্বৈরশাসকদের কয়েদখানাগুলো ভরে উঠছে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সম্পদে

মিশরে ফরাসি পণ্য বয়কটের আহ্বানের জেরে গ্রেফতার করা হয় স্বনামধন্য এক প্রবীণ আলিম শায়খুল হাদিস মুস্তফা আদওয়িকে।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা এবং ফরাসি পণ্য বয়কট নিয়ে এক দুর্দান্ত তেজস্বী বক্তব্য দিয়েছেন আরবের এই শায়খ। গত এক সপ্তাহ মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য মানুষের ঈমানি চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে ওই বক্তব্য।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগিনেস্ট মুসলিম এর মাধ্যমে জানা যায়, গতকাল ফজরের আগে বয়োজ্যেষ্ঠ চেতনাবান এই শায়খকে গ্রেফতার করেছে মিসর পুলিশ।

শায়খুল হাদিস মুস্তফা আদওয়ি একজন প্রকৌশলী ও ফকিহ এবং বহুগ্রন্থকার উম্মাহদরদি দাঈ। এভাবেই আরব স্বৈরশাসকদের কয়েদখানাগুলো বেছে বেছে উম্মাহর সম্পদগুলোতে ভরে উঠছে।

গতসপ্তাহে ফ্রান্সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা এবং ফরাসি পণ্য বয়কট নিয়ে এক দুর্দান্ত তেজস্বী বক্তব্য দেন তিনি। গত এক সপ্তাহ মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য মানুষের ঈমানি চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে ওই বক্তব্য। কিন্তু যারা আবদুল্লাহ না হয়ে আবদুদ দুনিয়া হিসেবে বেঁচে আছে, তাদের মুনাফিক হৃদয়ে ওই বক্তব্য জাহান্নামের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য কেবল সৌদির এমবিএসই(মুহাম্মদ বিন সালমান) আরবের বড় ভিলেন নন, তারচেয়েও বড় ঈমান ও উম্মাহর সওদাগর মিসরের গাদ্দার প্রেসিডেন্ট সিসি এবং আমিরাতের হিন্দু-ইহুদবান্ধব বিন জায়েদগং। চলমান ফ্রান্স ইস্যুতে এ দুই দেশের বক্তব্য ও কার্যক্রম মুসলিম জাতির জন্য হতাশাজনক।

শাম | নুসাইরি শিয়াদের হামলায় ২১ জন বেসামরিক নাগরিক হতাহত

সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিব সিটিতে বেসামরিক নাগরিকদের আবাসস্থলে হামলা চালিয়েছে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনী। এতে ৮ জন নিহত এবং ১৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

'হোয়াইট হেলমেট' ও সাংবাদিক আহমদ রিহাল জানান, গত ৪ অক্টোবর বুধবার সিরিয়ার ইদলিব সিটির পৃথক ৪টি স্থানে ভারী গোলাবর্ষণ করেছে আসাদ সরকারের কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনী। যার ফলে ৩ শিশুসহ মোট ৮ জন বেসামরিক নাগরিক শাহাদাত বরণ করেন। আহত হন আরো ১৩ জন।

হামলাগুলো চালানো হয়েছে ইদলিব সিটির আরিহা, ইদলিব, কুফরিয়া ও নাহলিয়া নামক এলাকাগুলোর আবাসিক স্থানে। হামলায় আহত হওয়া বেসামরিক ও নিরপরাধ লোকদেরকে আশপাশের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালের মে মাসে দখলদার তুরস্ক, রাশিয়া ও ইরান প্রতারণামূলক আস্তানা চুক্তি করে। যার ফাঁদে পা দেয় সিরিয়ার অধিকাংশ বিদ্রোহী গ্রুপ। এরপর থেকে এক এক করে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো বিভিন্ন কৌশল ও যুদ্ধের মাধ্যমে দখলে নিতে থাকে আসাদ ও তার সহযোগী দখলদার বাহিনীগুলো। সর্বশেষ ইদলিব সিটিই থেকে যায় বিদ্রোহীদের কাছে, যদিও এখানেও চলছে বর্তমানে দখলদার তুর্কি বাহিনীর অঘোষিত কর্তৃত্ব।

খোরাসান | কান্দাহারে ইসলামি ইমারতের বিজয় অভিযানের চোখ জোড়ানো কিছু ভিডিও

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন গত কয়েকদিন যাবৎ কান্দাহার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছেন, এসময় বিজয় করেছেন দশঊর্ধ্ব সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্রাগার ও বিস্তীর্ণ এলাকা।

যার কিছু ভিডিও চিত্র ধারণ করেছেন স্থানীয় মুজাহিদ ও জনসাধারণ...

https://alfirdaws.org/2020/11/05/43941/

কেবল সমাবেশই নয়, বরং নবীর সম্মান রক্ষায় হাতে বন্দুক তুলে নিতে হবে- আশ-শাবাব

ক্রুসেডার রাষ্ট্র ফ্রান্স কর্তৃক মুসলমানদের প্রাণের স্পন্দন হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শনী ও ইসলামোফোবিয়ার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ করছেন মুসলিমরা। যার ধারাবাহিতায় পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক রাজ্যগুলোতেও চলছে এই বিক্ষোভ-মিছিল।

চলিত সপ্তাহেও হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার জালব শহরে ক্রুসেডার ফরাসি রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রোনকে নিন্দা জানিয়ে একটি সমাবেশ করেন মুজাহিদগণ। উক্ত সমাবেশে শহরটির হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সমাবেশ থেকে তারা রাসূল (ﷺ) এর সম্মান রক্ষার্থে নিজেদের জান উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

এই সমাবেশে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের একাধিক নেতৃবৃন্দ, আলেম, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামি যুবা রাজ্যের গভর্নর শাইখ মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অভিবাসীদের মধ্যে একজন ক্রুসেডার ফ্রান্স ও তার সরকার-কে উদ্দেশ্য করে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন: " বিশ্ববাসী জেনে যাক যে, আমরা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করছি, সোমালীয় পিতার সন্তানেরা আমাদের নবীর প্রতিরক্ষা করতে সর্বদা প্রস্তুত। আমরা ম্যাক্রোকে বলেছি, তুমি বিশ্বের যেখানেই আমাদের হাতের নাগালে পৌঁছাবে, আমরা

তখনই তোমার মাথাটি পৃথক করবো। আর যদি তুমি কখনো সোমালিয়ায় আসার সাহস করো, তাহলে ভেবে নাও! আমরা তোমরা শরীর থেকে তোমার মাথা আলাদা করে ফেলেছি।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত যুবা রাজ্যের ওলি (গবর্নর) শইখ মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ্ সমাবেশে তাঁর এক বক্তব্যে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আমরা সকলে আমাদের আদরের সন্তান, সকল ধন-সম্পদ ও নিজেদের জীবনের বিনময়ে রাসূল (ﷺ) এর প্রতিরক্ষা করবো, ক্রুসেডার ফ্রান্স ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবো।

শাইখ মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ (হাফিজাহুল্লাহ্) তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে নিজ হাতের বন্দুকটি উঁচিয়ে জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, কেবল সমাবেশই নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কে অপমানকারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট না, বরং নবীর সম্মান রক্ষার্থে আমাদের সকলের হাতে বন্দুক তুলে নেওয়া উচিত।

উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে ক্রুসেডার ফ্রান্স বিশাল এক কমান্ডো বাহিনী নিয়ে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল, কিন্তু ঐ যুদ্ধে মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ক্রুসেডার ফ্রান্স। তখন হারাকাতুশ শাবাবের পক্ষ হতে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাইখ মুহাম্মদ আবু আব্দুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ্।

হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার ফ্রান্সের এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল "ডেনিস অ্যালেক্স" নামক ফরাসী এক গোয়েন্দা অফিসারকে মুক্ত করা, যে সোমালিয়ায় ফরাসি গোয়েন্দা মিশনের সময় মুজাহিদদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তাকে মুক্ত করতে যেই কমান্ডো বাহিনীটিকে সেসময় ক্রুসেডার ফ্রান্স পাঠিয়েছিলো, মুজাহিদগণ তখন সেই কমান্ডো বাহিনীর প্রধান অফিসার এবং দুই উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারসহ ঐদলের অনেক ক্রুসেডার সৈন্যকেই হত্যা করেছিলেন। যারা তখন বেঁচেছিলো তারা দ্রুতই ময়দান ছেড়ে পালিয়েছিল। পরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ফরাসি গোয়েন্দা অফিসার "ডেনিস অ্যালেক্স"কে হত্যা করেন এবং তার ভিডিও চিত্র ক্রুসেডার ফ্রান্সের প্রশান্তির জন্য প্রকাশ করেন।

https://ibb.co/zZrj72N

https://ibb.co/px7HfbX

কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১০ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত, ট্যাঙ্কার ধ্বংস

ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেছে হারাকাতুশ শাবাব, এতে কমপক্ষে ১০ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের বরাতে জানা গেছে, গত ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। এসময় শাবাব মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে সেনাদের একটি ট্যাঙ্কার।

কেনিয়ার উত্তর-পূর্ব মান্দিরা অঞ্চলের লাফি এলাকায় এই সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন মুজাহিদগণ।

০৪ঠা নভেম্বর, ২০২০

বাংলাদেশে ভারতীয় মালাউন সেনা পাঠানোর হুমকি বিজেপি নেতার

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে একটি ভিডিও টুইটারে শেয়ার করে ইন্ডিয়ার ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী বিজেপি দলের নেতা এবং রাজ্যসভার সদস্য সুব্রামানিয়াম স্বামী মোদি সরকারকে আহবান জানিয়ে বলেছে, 'বাংলাদেশ সরকারকে কঠোরভাবে বলা দরকার, এদের দমন করুন। অথবা বাংলাদেশ সরকারের হয়ে দমন করার কাজটি ইন্ডিয়া সেনা পাঠিয়ে করে দিতে পারে।'

গত (২ নভেম্বর) সোমবার নিজের টুইটারে এ হুমকি দেয়।

ভিডিও পোস্টটিতে দাবি করা হয়, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফ্রান্সের পক্ষে এক হিন্দু ব্যক্তির সমর্থনকে ঘিরে কুমিল্লায় হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা হয়েছে।'

শরিয়তসম্মত বিয়ে বন্ধ করলো ইউএনও

সিরাজগঞ্জে একটি শরীয়ত সম্মত বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। গতকাল সোমবার রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জায়েজ বিয়ে ভেঙে দেয়া হয়।

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি পৌরসভা এলাকায় গতকাল সোমবার রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ অভিযান হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছিল। খবর পেয়ে বেলকুচি ইউএনও মো. আনিসুর রহমান সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বিয়েটি বন্ধ করে দেন। সন্তানেরা 'প্রাপ্তবয়স্ক' না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বিয়ে দেবেন না বলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে মুচলেকা দিতে বাধ্য করা হয়। প্রথম আলো

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৭০ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত

আফগানিস্তানে আমেরিকার গোলাম কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। গত ৩ নভেম্বর পরিচালিত এসব হামলায় কমপক্ষে ৭০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের লাশকারগাহ শহরের তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হামলা চালাতে আসে কাবুল সরকারের একটি সামরিক বাহিনী। এসময় মুজাহিদদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মুখীন হয় মুরতাদ বাহিনী। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস, কমান্ডারসহ ৩৫ সৈন্য নিহত আহত এবং ৪ সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে।

উল্লেখ্য যে, এই অভিযানের সময় ৭ জন মুজাহিদ আহত এবং ২ জন মুজাহিদ শাহাদাতের গৌরব লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কবুল করুন, আমিন।

এমনিভাবে পাকতিয়া প্রদেশের জুরমাত জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি পোস্ট টার্গেট করে মটরবোম দ্বারা এবং পরে লেজারগান দ্বারা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে পোস্ট ধ্বংস এবং ২১ সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে হেলমান্দ প্রদেশের গারিশাক জেলায় কাবুল সৈন্যদের একটি সামরিক কাফেলায় হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৮ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ্, প্রতিটি অভিযান শেষেই মুজাহিদগণ অনেক গনিমত লাভ করেছেন।

পাকিস্তান | টিটিপির উপর মার্কিন ড্রোন হামলা, ৫ জন মুজাহিদ আহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের কাশ্মীরকাট এলাকায় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদদের লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা। এতে ৫ জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন। গত ৩০ অক্টোবর এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এদিকে টিটিপি যুদ্ধ কৌশল হিসাবে হামলার বিষয়ে মিডিয়ায় কোন কিছু জানায়নি। কিন্তু পাকিস্তানের ত্বাগুত মিডিয়াগুলো এই হামলাকে জনসম্মুখে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে থাকে। মিডিয়াগুলোর ভাষ্য হল- তালিবানদের ঘাঁটিতে নিজস্ব বিস্ফোরক বিস্ফোরণে তাদের ডজনখানেক যোদ্ধা নিহত ও আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ ৩ নভেম্বর তাঁর টুইটবার্তায় জারি করা এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটি বিস্ফোরণ নয়, বরং মার্কিন ড্রোন হামলা ছিলো। এতে তাদের ৫ জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন। আর ক্রুসেডার আমেরিকার পক্ষ থেকে মুজাহিদদের উপর হামলা এটা নতুন কোন বিষয় নয়, এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে।

খোরাসান | কাবুল সরকারের ২৮ সেনা তালেবানে যোগদান

আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশ থেকে কাবুল সরকারের সামরিক পদ থেকে পদত্যগ করে তালেবানে যোগ দিয়েছে ২৮ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট 'আল-ইমারাহ' কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের উরুগান প্রদেশের দেরাদুন জেলা থেকে কাবুল সরকারের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছে ২৮ সেনা ও পুলিশ সদস্য। যাদেরকে তালেবানের দাওয়াহ্ কমিশনের স্থানীয় কর্মকর্তারা স্বাগত জানিয়েছে।

আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং কাতারে আন্তঃ আফগান আলোচনা শুরু হওয়ার কয়েক মাস যেতে না যেতেই প্রায় প্রতিদিনই কয়েক ডজন করে কাবুল সেনা তালেবানদের হাতে আত্মসমর্পণ করছে, আর এটি প্রতিনিয়ত ত্বরান্বিত হচ্ছে।

পাকিস্তান | সামরিক পোস্টে টিটিপির হামলা, ৪টি যান ধ্বংস

বেলুচিস্তান ঝোব জেলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক পোস্টে সফল হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪টি যানসহ অনেক যন্ত্রপাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবাজ মুজাহিদিন গত ২ নভেম্বর রাতে বেলুচিস্তানের ঝোব জেলার একটি এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর সামরিক পোস্টে তীব্রমাত্রার সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এসময় টিটিপির তীব্র হামলার ফলে, পোস্টে অবস্থানরত মুরতাদ সৈন্যদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম, তাঁবু, ২টি খননকারী যন্ত্র, ১টি ট্র্যাক্টর, ১টি রোলার, ১টি মাজদা গাড়ি, ১টি ট্রাক এবং ২ টি ভারী জেনারেটর সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন পোস্ট লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু করার সাথে সাথে পোস্টের সমস্ত কাপুরুষ মুরতাদ সৈন্য পোস্ট থেকে পালিয়ে যায়। এই অভিযানের সময় কোন মুজাহিদ হতাহত হননি, আল্লাহর রহমতে সবাই নিরাপদে ছিলেন - আলহামদুলিল্লাহ।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইটবার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেন, তিনি উক্ত বার্তার শেষাংশে বলেন, অভিযানের একটি ভিডিও রেকর্ডও করা হয়েছে যা খুব শীঘ্রই ওমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত হবে।

কাশ্মীর | আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের নতুন ২টি পোস্টার প্রকাশ

আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদাশের কাশ্মীর ভিত্তিক শাখা হিসাবে পরিচিত 'আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ' সম্প্রতি তাদের সহযোগী 'আস-সিন্ধ' মিডিয়া কর্তৃক নতুন ২টি পোস্টার প্রকাশ করেছে।

গত অক্টোবর মাসের শেষের দিকে প্রকাশিত পোস্টারটিতে 'এজিএইস' শাহাদাতের গৌরব অর্জনকারী তাদের ৪ জন মুজাহিদ সাথীর ছবি ও নাম প্রকাশ করে। যারা গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরে মেলহুরা শোপিয়ানে শহিদ হয়েছেন। তারা কয়েক হাজার ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে ১০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা মহান আল্লাহর সাথে তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন।

শাহাদাতের গৌরব অর্জনকারী উক্ত ৪ জন মুজাহিদ হলেন-

১| বাশরাত শাহ (ওসামা)

২| তারেক আহমাদ (লুকমান)

৩| ওয়াকিল দার (আসেম)

৪| উজাইর আমিন (কাসিম)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন, আমিন।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ (এজিএইস) তাদের দ্বিতীয় পোস্টারটি প্রকাশ করেছে গত ১লা নভেম্বর।

পোস্টারটি প্রকাশ করা হয়েছে ক্রুসেডার রাষ্ট্র ফ্রান্স কর্তৃক মহামানব হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) কে নিয়ে সম্প্রতি ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর প্রতিবাদ সরূপ। যার উপরের অংশে লেখাছিল 'যদি তোমাদের বাকস্বাধীনতার কোন সীমা না থাকে তাহলে আমাদের কর্মের জন্য তোমাদের বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও' (শহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.'এর উক্তি)।

এর নিচেই যুক্ত করা হয়েছে ২০১৫ সালে রাসূল (ﷺ) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশকারী ফ্রান্সের 'শার্লি হেবদো' পত্রিকার অফিসে হামলাকারী দুই ভাই ও সম্প্রতি ফ্রান্সে হামলাকারী আব্দুল্লাহ্ শিশানী ও ইব্রাহিম আত-তিউনিসী রহিমাহুমুল্লাহ'র ছবি।

https://ibb.co/khZNb2y

https://ibb.co/K0xJhbh

ম্যাকরনের সমালোচনা করায় মিশরে মসজিদের ইমাম গ্রেফতার

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের ইসলাম অবমাননাকর বক্তব্যের সমালোচনা করার কারণে মিশরের একটি মসজিদের ইমামকে আটক করা হয়েছে। দেশটির ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পুলিশ আহমাদ হাম্মাম নামের ওই ইমামকে আটক করে।

মিশরের উত্তরাঞ্চলীয় আলেক্সান্দ্রিয়া প্রদেশের একটি মসজিদের ইমামতি করেন আহমাদ হাম্মাম। তিনি শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবায় ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকরনের ইসলাম অবমাননাকর বক্তব্যের সমালোচনা করেন। এ খবর পেয়ে ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইমাম হাম্মামকে আটক করে বিচার বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছে মিশরের পুলিশ।

মিশরের গণমাধ্যম জানিয়েছে, হাম্মামের বিরুদ্ধে জনগণকে যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদে উসকানি দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মিশরের ওয়াকফ মন্ত্রী মোহাম্মাদ মোখতার জুমা এ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি আহমাদ হাম্মামকে বরখাস্ত করার এবং হাম্মাম যাতে আর কোনো মসজিদের ইমামতি করতে না পারেন সে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মিশরে এমন সময় মসজিদের একজন ইমামকে আটক করা হলো যখন সারাবিশ্বের আলেম সমাজ ও ধর্মীয় নেতারা তাদের দ্বীনি দায়িত্ব অনুভূতি থেকে ফরাসি প্রেসিডেন্টের ইসলাম অবমাননাকর বক্তব্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে যাচ্ছেন।

পর্দা মানতে বলায় জনস্বাস্থ্যের পরিচালক ওএসডি

পুরুষদের টাকনুর ওপর, নারীদের হিজাবসহ টাকনুর নিচে পোশাক পরার নির্দেশদাতা জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক মুহাম্মদ আবদুর রহিমকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে তাঁকে ওএসডি করা হয়।

গত বুধবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক বলেছিলেন, অফিস চলার সময় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মুঠোফোনের শব্দ বা মুঠোফোন বন্ধ রাখতে হবে। ইনস্টিটিউটের পুরুষদের টাকনুর ওপরে এবং নারীদের হিজাবসহ টাকনুর নিচে কাপড় পরতে হবে। একই সঙ্গে পর্দা মেনে চলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মানতে হবে পর্দা, রিংটোন থাকবে বন্ধ।

পরদিন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই পরিচালককে শোকজ নোটিশ (কারণ দর্শানোর নোটিশ) দেয়। সেদিনই এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বুধবারের দেওয়া নির্দেশ বাতিল করেন মুহাম্মদ আবদুর রহিম। প্রথম আলো

০৩রা নভেম্বর, ২০২০

আফগানে জিহাদ বন্ধে বাংলাদেশী দরবারি আলেমদের ফতোয়া, তালেবানের বিবৃতি

আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের প্রতি বাংলাদেশের দরবারী আলেমদের জিহাদ বন্ধের ফতোয়ায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তালেবান। সম্প্রতি আফগানিস্তানে চলমান জিহাদ বন্ধের জন্য বাংলাদেশী কিছু তথাকথিত সরকারি আলেম রাষ্ট্রীয়ভাবে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠান থেকে তালেবান মুজাহিদদের প্রতি ফতোয়া দিয়ে চলমান জিহাদ বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। যা মার্কিন কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পরে সেই ফতোয়া আফগানিস্তানে আমেরিকার মদদপুষ্ট মুরতাদ পুতুল সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া টোলোনিউজের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। যা মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক নিউজ 'এমইএনএএফএন' এবং 'আফগানিস্তান টাইমস' সহ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়।

তারই প্রেক্ষিতে তালেবান মুজাহিদগণ অফিসিয়ালভাবে এই ফতোয়ার নিন্দা জানিয়ে টুইটারে এক বার্তা দেন। সেখানে বাংলাদেশী সরকারি আলেমদের লক্ষ্য করে বলা হয়, 'যারা কোনদিন জিহাদের ময়দানে নিজেদের একফোঁটা রক্ত ঝরায়নি, যুদ্ধ করেনি তাদের থেকে জিহাদ বন্ধের ফতোয়া গ্রহণ করা হবে না'।

https://ibb.co/n1X4TtM

খোরাসান | ৯০ সেনার তালেবানে যোগদান, ট্যাঙ্ক ও সামরিকযান গনিমত

আফগানিস্তানের কান্দাহারে কাবুল সরকারের প্রায় ৯০ সেনা তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তালেবান মুজাহিদিন গনিমত লাভ করেন ১০২টিরও বেশি ট্যাঙ্ক ও সামরিক যানবাহন, কয়েকশো ভারী অস্ত্র এবং কয়েক হাজার গোলাবারুদ।

আযম টিভি স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত সোমবার ২/১১/২০ তারিখ, আফগানিস্তানের কান্দাহারে অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর 'দোয়াব' সামরিক ঘাঁটির ৪০ জন সেনা তালেবান

মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় আত্মসমর্পণকারী সৈন্যরা তালিবানদের হাতে তুলে দিয়েছে ৯টি হাম্বি, ৪টি ট্যাঙ্ক, ১টি সরঞ্জাম ভর্তি কেন্টিনার, ৪টি রেঞ্জার গাড়ি, ৫টি রকেট চালিত গ্রেনেড, ৪টি মর্টার, ৩৮টি কারবাইন রাইফেল, ৮টি ক্লাশিনকোভ, ৭টি রকেট লঞ্চার, ১৮টি পিস্তল, ৫টি উপগ্রহ দূরবীন, ৪টি নাইট দূরবীন, তেল এবং খাবারে পরিপূর্ণ ২টি কেন্টিনার, ১০টি রেডিও, ৩টি গ্রেনেড ভর্তি বাক্স।

অন্যদিকে, একই জেলার মোশান এলাকার ৩০ জন সেনা তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তারাও ৬টি হাম্বি , ৩টি রেঞ্জার গাড়ি, ৭টি গাড়ি, ৩টি মর্টার, ৪টি রকেট, ৪টি তোপ-কামান এবং ১৬টি ক্লাশিনকোভ সহ প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ তালেবান মুজাহিদদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

এমনিভাবে হামদী জেলার তালকান এলাকার কাবুল সেনারা মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ না করেই অঞ্চল থেকে পিছু হটে, এসময় তারা ৩টি হাম্বী, ১টি কুমাজা গাড়িসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র রেখে পলায়ন করে।

একই জেলার জাঙ্গাওয়াত এলাকার ৭টি চেকপয়েন্টও দখল করেন তালেবান মুজাহিদিন , এসকল স্থানে দায়িত্বরত সেনারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ রেখেই স্থানগুলো থেকে সরে পড়ে।

এদিকে পাঞ্জওয়াই জেলার ক্যাম্প নামক এলাকায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর ২টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এবং ১২টি ফাঁড়ি দখল করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসব স্থান থেকে তালেবান মুজাহিদিন ৮টি হুম্বী, ৩টি রঞ্জার গাড়ি, ১১টি পিকেভি গাড়ি, ৩টি রকেট, ৭টি কারবাইন রাইফেল, ৩টি উপগ্রহ দূরবীন, ২টি গ্রেনেড লঞ্চার, ১টি মাঝারি মর্টার, ২টি বড় রেডিও এবং 30,000 রাউন্ড গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

তালেবান মুজাহিদিন কান্দাহার প্রদেশের ইয়াদী জেলার চামানিয়ান এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১টি হাম্বি, ১টি অ্যাম্বুলেন্স এবং ২টি রেঞ্জার গাড়ি গনিমত লাভ করেছেন।

একইভাবে তালেবানরা জাঙ্গাওয়াত অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটিও দখল করে নিয়েছেন, এ সময় তালেবান মুজাহিদিন ১০টি কমান্ডো গাড়ি, ১০টি হাম্বী, ১৫টি রেঞ্জার গাড়িসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

অপরদিকে তালেবান মুজাহিদিন দাগী জেলার চামনিয়ানো এলাকায় অভিযান চালিয়েও কাবুল বাহিনীর একটি ঘাঁটি দখল করেছে। মুজাহিদগণ এই অভিযান থেকে ২টি রেঞ্জার গাড়ি, ১টি অ্যাম্বুলেন্স এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

ইয়ামান | আল-কায়েদার হামলায় কয়েক ডজন সৈন্য নিহত, অস্ত্র ভর্তি দুর্গ ধ্বংস

ইয়ামানে মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে আনসারুশ শরিয়াহ্। এতে অস্ত্রে পরিপূর্ণ একটি দুর্গ ধ্বংস এবং কয়েক ডজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদিন, ইয়ামানের আল-বায়েদা রাজ্যের শাওকান এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ হুথী শিয়া বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে একটি বিশাল আক্রমণ চালিয়েছিলেন। হুথীদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে মুজাহিদগণ ভারি মেশিনগান, ক্লাশিনকোভ, মর্টার ও শক্তিশালী বিস্ফোরক ব্যবহার করেছেন।

গত ১লা নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায়, মুজাহিদদের পরিচালিত এই অভিযানে মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের অনেক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি গাড়ি। এছাড়াও সামরিক ঘাঁটিতে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্রগার লক্ষ্য করে বেশ কিছু সফল রকেট হামলা চালিয়েছেন, এতে অস্ত্র ও গুলাবারুদে পরিপূর্ণ অস্ত্রাগারটি বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অস্ত্রাগারে থাকা সকল সামরিক সরঞ্জামাদি ও যুদ্ধাস্ত্র।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৪৩ কাবুল সৈন্য নিহত, ঘাঁটি ও পোস্ট বিজয়

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে অন্ততপক্ষে ৪৩ কাবুল সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২ নভেম্বর সোমবার, আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজের প্রাদেশিক রাজধানীতে ড্রোন হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে প্রাদেশিক গভর্নরের ৬ জন দেহরক্ষী নিহত ও ১১ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কাবুল সরকারি কর্মকর্তারা।

ঐদিন সন্ধ্যায় কুন্দুজের গভর্নর অফিস স্টেডিয়ামে যখন গভর্নর আবদুস সাত্তার মির্জাকওয়ালের দেহরক্ষীরা ভলিবল খেলছিলেন, তখনই এই হামলাটি চালানো হয়েছে।

হামলার সময় স্টেডিয়ামে গভর্নর আবদুস সাত্তার মির্জাকওয়াল উপস্থিত ছিল কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে হামলার পর থেকে এখনো সে মিডিয়ার সামনে হাজির হয়নি। বরং প্রদেশটির ডিপুটি গভর্নর মিডিয়ায় হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এদিকে কাবুল বাহিনী তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে সামরিক বহর নিয়ে লস্করগাহ জেলায় পৌঁছেছিল। এসময় তালেবান মুজাহিদদের সাথে মুখোমুখি তীব্র লড়াই হয় কাবুল বাহিনীর। তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসূফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন যে, এই অভিযানে মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন কাবুল বাহিনীর ৩টি সামরিযান। মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ১৯ সৈন্য, আহত হয় আরো ৯ সৈন্য।

তালেবানের অপর এক মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন যে, গত রাতে কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলার কিরগিজ এলাকায় মুজাহিদিনের আক্রমণের ভয়ে কাবুল সরকারের সৈন্যরা ২টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এবং ৮টি ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। এর মধ্যদিয়ে একটি বিশাল অঞ্চল শত্রু মুক্ত হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সোমালিয়া | সংসদ সদস্যদের বহনকারী বিমানে আল-কায়েদার হামলা

সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের স্ব-ঘোষিত জালমাদাক প্রশাসনের রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বিমান টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২ নভেম্বর সোমবার, জালমাদাক প্রশাসনের প্রধান (রাষ্ট্রপতি) আহমেদ আবদ কারী কুরাকুর এবং সোমালিয়ার সংসদ সদস্যদের বহনকারী একটি বিমানকে টার্গেট করে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট দিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুশমারিব শহরের বিমানবন্দরে নামার সময় এই হামলাটি চালানো হয়।

এতে জালমাদাক প্রশাসনের প্রধান (রাষ্ট্রপতি) অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়। তবে বিমানে থাকা কতক সংসদসদস্য নিহত ও আহত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

সম্প্রতি, সোমালিয়ার তুশমারিব শহর ও এর আশেপাশের শহরগুলিতে আল-শাবাব মুজাহিদিন আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করছেন। যার ফলে উক্ত অঞ্চল এখন কুফ্ফার ও মুরতাদ মিলিশিয়াদের জন্য কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। মুজাহিদদের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করছে কুফ্ফার বিশ্বও, কিন্তু তা রুখে দেওয়ার সামর্থ নেই।

০২রা নভেম্বর, ২০২০

ঢাকার রাজপথে নবীপ্রেমিকদের জনসমুদ্র

ক্রুসেডার রাষ্ট্র ফ্রান্সে রাসুল (স:)-এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শনী ও ইসলামোফোবিয়ার প্রতিবাদে ফ্রান্সের দূতাবাস অবরোধের জন্য রাজধানী ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বিক্ষোভ সমাবেশে লাখো তাওহীদি জনতার উপস্থিতি ও নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল মসজিদের শহর ঢাকা। তাওহীদি জনতার মুখে ছিল, 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার ধ্বনি।

মুসলিমদের প্রাণের স্পন্দন, যার জন্য তাঁরা নিজেদের পিতা-মাতা ও জীবনকে কুরবান করতে প্রস্তুত, সেই মহামানব হযরত মোহাম্মাদ (সা.) কে নিয়ে সম্প্রতি আবারো ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন শুরু করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স, আর এতে পুরো সমর্থন ও সহযোগিতা করছে দেশটির সরকার ম্যাক্রো। এরপর থেকেই শুরু হয় বিশ্বব্যাপী ফ্রান্স বিরুধী বিক্ষোভ মিছিল ও দেশটির পণ্য বর্জনের ডাক।

সোমবার দুপুরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ফ্রান্সের দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টায় শুরু হওয়া সেই সমাবেশ বেলা বাড়ার সাথে সাথে জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ফ্রান্সের দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচীতে অংশ নেয় লাখো নবীপ্রেমিক তাওহিদী জনতা।

অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো পল্টন এলাকা ছাপিয়ে দৈনিক বাংলা, প্রেসক্লাব, জিরো পয়েন্টসহ আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সমাবেশ। বাংলাদেশের ত্বাগুত সরকার তাওহীদি জনতার মোকাবেলায় আশপাশের এলাকায় মোতায়েন করে বিপুল সংখ্যক গুণ্ডা বাহিনী (পুলিশ)।

ঘেরাও কর্মসূচির মঞ্চ থেকে আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী (হা.) বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফ্রান্সের দূতাবাস বন্ধ করতে হবে, ফ্রান্সের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশ থেকে বহিস্কার করতে হবে। তিনি আরো বলেন, কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে, যিনা-ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। তিনি বলেন, শরিয়ার আলোকে অপরাধীদের উপর রজম ও দোররা মারতে হবে, যিনা-ব্যাভিচারকারী পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে কুরআনের আইন প্রয়োগ করতে হবে। এসব দাবী না মানলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও দেশ বরেণ্য এই আলেমী-দ্বীন হুশিয়ারী দেন।

এদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানাতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নুর হোছাইন কাসেমী বলেন, যদি আমাদের দাবি না মানা হয়, তাহলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, সমাবেশে আগত নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তারপরও এমন বাঁধভাঙ্গা জোয়ার নবীপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। আগামী দিনে নবীজীর মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবেনা নবীপ্রেমিকরা।

https://alfirdaws.org/2020/11/02/43886/

ইহুদিদের বুলেট কেড়ে নিলো আরো ৩ ফিলিস্তিনির প্রাণ

দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে তিন ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়েছেন।

ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে, গতকাল (১ নভেম্বর) আল খলিল বা হেব্রন শহরের উত্তরে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

এছাড়া দখলদার ইসরাইলি বাহিনী আল-খলিল শহরের উত্তরে আল-আরুব শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে। পশ্চিম তীরের নাবলুসেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে আমজাদ আলিওভি নামের একজন কারাবন্দীর বাড়িতে হানা দেয় রক্তপিপাসু ইসরায়েলি সেনারা।

পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকা থেকেও ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার খবর পাওয়া গেছে। এর ফলে ওই এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে।

সন্ত্রাসী ইসরায়েল সম্প্রতি গাজায় হামলা বৃদ্ধির পাশাপাশি ফিলিস্তিনের অন্যান্য এলাকাতেও হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে। গাদ্দার আরব আমিরাত, বাইরাইন ও সুদান দখলদারদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার পর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসন বেড়েই চলেছে।

খোরাসান | ৫০ কাবুল সৈন্যের তালেবানে যোগদান, ২৪টি চেকপোস্ট বিজয়

আফগানিস্তানের কান্দাহার থেকে কাবুল সরকারের ৫০ সেনা তালিবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় তারা ৩২টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান, ৮টি রাশিয়ান তৈরি বিমানবিধ্বংসী বন্দুক (এন্টি ইয়ার্কাফ্টগান), ৫৫টি ক্লাশিনকোভ, ১৫টি ভারি মেশিনগান, ১৫টি রকেট লাঞ্চার তালেবানদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

খবরে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশের পাঞ্জওয়াই জেলায় গত ১লা নভেম্বর রবিবার, আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারে জাতীয় সেনাবাহিনীর (এএনএ) কয়েক ডজন সেনা তাদের প্রচুর যানবাহন, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

সূত্রটি আরো জানিয়েছে, ঐদিন বিকেলে জেলার মাশান এলাকার একটি বিশাল সামরিক ঘাঁটি থেকে এসব সৈন্যরা ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে তালেবানে যোগ দিয়েছিল। আল-ইমারাহ স্টুডিও তাদের এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে, এই সামরিক ঘাঁটির অধীনে থাকা ২৪টি চেকপোস্টও ইতিমধ্যে তালেবান মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণকারী কাবুল সরকারের সেনার সংখ্যা ৫০-এ পৌঁছেছে। তিনি আরও জানিয়েছে যে, তারা ৯টি ট্যাঙ্ক, ১০টি রেঞ্জার গাড়ি, ১৩টি মোটরসাইকেল, ৩টি SPG-9 কামান, ৮টি রাশিয়ান তৈরি বিমানবিধ্বংসী বন্দুক (এন্টি ইয়ার্কাফ্টগান), ৫৫টি ক্লাশিনকোভ, ১৫টি ভারি মেশিনগান, ১৫টি রকেট লঞ্চারসহ আরও অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি তালেবানরা কান্দাহারের আরঘান্ডাব, পাঞ্জওয়াই এবং ঝারি জেলার বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে এবং প্রদেশটির বৃহত্তর অঞ্চল এখন তালেবান মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

শাম | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ২ কুখ্যাত নুসাইরী নিহত

সিরিয়ায় কুখ্যাত শিয়া নুসাইরী বাহিনীর উপর একটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন, এতে ২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আল-আনসার মিডিয়ার তথ্যমতে, গত রবিবার ০১/১১/২০২০ ঈসায়ী তারিখ, শাম তথা সিরিয়ার আল-মালাজাহ ও দারুল কাবির গ্রামে পৃথক দুটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদগণ।

ইরান ও দখলদার রাশিয়ার মদদপোষ্ট মুরতাদ শিয়া নুসাইরী বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত স্নাইপার হামলায় ২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় গোয়েন্দা সদস্যসহ ৩ মুরতাদ নিহত

সোমালীয় গোয়েন্দা সদস্যদের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব, এতে ২ গোয়েন্দা সদস্যসহ মোট ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ১লা নভেম্বর রবিবার, পশ্চিমা সমর্থিত সোমালীয় মুরতাদ সরকারের গোয়েন্দা সদস্যদের টার্গেট করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দাবাকা এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় ২ গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে হাইরান রাজ্যের জালাক্সী শহরে অন্য একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন তারা সাথে থাকা অস্ত্রটি।

এছাড়াও এইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সোমালিয়া জুড়ে আরো ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ধারণা করা হচ্ছে, উভয় হামলাতেই কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ৯০ সৈন্য নিহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে অন্ততপক্ষে ৯০ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-ইমারাহ কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৩১ অক্টোবর শনিবার, আফগানিস্তানের তাখারের প্রাদেশিক রাজধানী তালকান শহরের তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল মুরতাদ কাবুল বাহিনী। এসময় মুজাহিদদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় কাবুল বাহিনীর। যার ফলে মুজাহিদদের হাতে মুরতাদ বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্কও।

এমনিভিবে বলখ প্রদেশের বাংলা এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কাবুল বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস, ৭ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিকে আফগান ভিত্তিক শামশাদ নিউজ তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, গত ৩১ অক্টোবর শনিবার, উরুজগান প্রদেশের গিজাব জেলায় কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধ বড়ধরণের হামলা চালিয়েছে তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল সরকারি বাহিনীর ৬৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় অফিসারসহ ৪ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছেন তেহরিক ই তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন, এতে এক আইএসআই অফিসারসহ মোট ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ১লা নবেম্বর রবিবার সকাল ৯ টায়, পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদি গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (স্নাইপার শুটার) জানবায মুজাহিদিন একটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সির লোয়াই মুমান্দ এলাকায় টিটিপির পরিচালিত উক্ত হামলায় এক নাপাক সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন, একই দিনে বাজুর এজেন্সিতে, পদাতিক মুরতাদ সামরিক কর্মীদের উপর আরেকটি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। টিটিপির মাইন মাস্টার মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় দুই নাপাক সেনা সদস্য নিহত হয়েছিল।

এর আগে অর্থাৎ গত ২৯ অক্টোবর শনিবার, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির আইএসআই অফিসার ও ব্রিগেডিয়ার অফিসার হাসান আফজালকে টার্গেট করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে সে গুরুতর আহত হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গত ৩১ অক্টোবর চিকিৎসারত অবস্থায় হাসপাতালে এই নাপাক অফিসার মারা যায়।

তিস্তা বাচাঁতে দুই তীরে দীর্ঘ মানববন্ধন

তিস্তা নদীর সুরক্ষা, বন্যা-ভাঙনরোধ, মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে দুই তীরে দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রোববার দুপুরে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার তিস্তা সেতুর নিচে তিস্তা নদীর তীরে।

তিস্তা নদীর সুরক্ষা, বন্যা-ভাঙনরোধ, মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে দুই তীরে দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রোববার বেলা ১১টা-১২টা পর্যন্ত 'তিস্তা বাঁচাও, নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনটির দাবি, তিস্তার দুই তীরে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এক যোগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনটি জানায়, তিস্তা নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ অংশে প্রবাহিত হয়েছে প্রায় ১১৫ কিলোটিার। দুপুরে দুই পাড়ে ২৩০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে একযোগে দীর্ঘ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিস্তা নদীর প্রবেশমুখ বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার পশ্চিম ছাতনাই জিরো পয়েন্ট থেকে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর ঘাট (এখানে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে মিলেছে) পর্যন্ত এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউনিয়া পয়েন্টে সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলাম হক্কানী বলেন, তিস্তাকে রক্ষা করা গেলে শুধু জলবায়ুবিষয়ক নয়, এই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ বলেন, তিস্তা নদী ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার এবং দেশীয় পরিচর্যার অভাবে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। নদীটির বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা করা সম্ভব হলে নদীটিও বাঁচবে, বাঁচবে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ।

নুরুজ্জামান খান বলেন, 'তিস্তা নদী রক্ষার কোনো বিকল্প আমাদের নেই। ভারত থেকে আমাদের পানি পেতে ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে তিস্তা চুক্তি হতেই হবে।'

সমাবেশে ছয় দফা ঘোষণা উপস্থাপন করা হয়।

দফাগুলো হলো—

১. তিস্তা নদীতে সারা বছর পর্যাপ্ত পানির প্রবাহ ঠিক রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। নদীটি সুরক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত খনন করতে হবে। অভিন্ন নদী হিসেবে ভারতের সঙ্গে ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে তিস্তা চুক্তি করতে হবে।

২. তিস্তার ভাঙন আর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভাঙনের শিকার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের আবাসন ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. তিস্তা নদী সুরক্ষায় মহাপরিকল্পনায় নদী ও নদীতীরবর্তী মানুষের স্বার্থ ঠিক রেখে তা দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. তিস্তা নদীর শাখা, প্রশাখা ও উপশাখাগুলোর সঙ্গে নদীর আগের সম্পর্ক ফেরাতে হবে। বর্ষার পানি ধরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত জলাধার নির্মাণ করতে হবে।

৫. চরাঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রথম আলো

কুড়িগ্রাম সীমান্ত থেকে যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর বাঁশজানী সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি এক ব্যবসায়ী যুবককে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ।

রবিবার সকালে পাথরডুবি ইউনিয়নের বাঁশজানী সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

পাথরডুবি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য এরফান আলী জানান, বাঁশজানী গ্রামের মৃত করিমের ছেলে শিপন মিয়া (২৮) ভারতের দীঘলটারী সীমান্তে প্রবেশ করেন। এসময় ভারতীয় দীঘলটারী সীমান্তের বিএসএফ ক্যাম্পে টহলরত সদস্যরা শিপনকে ধরে নিয়ে যায়।

আটককৃত শিপন পেশায় একজন অটোরিকশা চালক।
এ ব্যাপারে কুড়িগ্রাম-২২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জামাল হোসেন জানান, শিপনকে বিএসএফ ভারতের অভ্যন্তরে আটক করেছে।
বিডি প্রতিদিন

০১লা নভেম্বর, ২০২০

সোমালিয়ার মুরতাদ সরকারের থেকেও অধিক রাজস্ব পায় আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন প্রতিষ্ঠিত সোমালিয়ার ইসলামি ইমারত দেশটির জাতিসংঘ সমর্থিত মুরতাদ সরকারের চেয়েও অধিক রাজস্ব আদায় করছে। হিরাল ইনস্টিটিউটের বরাতে সম্প্রতি বিবিসির এক প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে আসে।

হিরাল ইনস্টিটিউটের রিপোর্টে বলা হয়েছে, হারাকাতুশ-শাবাব প্রতিমাসে অন্তত ১৫ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব আদায় করে। যার অধিকাংশই আসে রাজধানী মোগাদিসু থেকে। শহরের কিছু ব্যবসায়ী সোমালীয় মুরতাদ সরকার ও মুজাহিদিন কর্তৃপক্ষ উভয়কেই রাজস্ব প্রদান করছেন।

আশ-শাবাব মুজাহিদিন একদশকেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘ অরোপিত পুতুল সরকার ও ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করে আসছেন। বর্তমানে তাঁরা সোমালিয়ার মধ্য ও দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পুতুল সরকারের কেন্দ্র রাজধানী মোগাদিসুতেও প্রভাব বিস্তার করেছেন।

হিরাল ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন অনুসারে, সোমালি পুতুল সরকারের বিপরীতে আল-শাবাবের অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ প্রতি বছর ক্রমশ বাড়ছে, যদিও তাদের অপারেশন পরিচালনা ব্যয় মোটামুটি স্থিতিশীল।

হারাকাতুশ শাবাব সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের সাথে সরাসরি কথা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সোমালিয়ার প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মুজাহিদদের অর্থ প্রদান করে থাকে, তারা মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে ডোনেশন প্রদান করেন। সোমালিয়ার ধনাঢ্য মুসলিমরাও মুজাহিদদের পরিচালিত ইসলামি ইমারতের বায়তুল-মালে যাকাত প্রদান করেন। সোমালি পুতুল সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস হলো মোগাদিসুর সমুদ্র বন্দর হতে কর উত্তোলন। এদিকে বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, আল-শাবাব মুজাহিদীন সমুদ্রবন্দর থেকেও শুল্ক উত্তোলন করে থাকেন। হিরাল ইনস্টিটিউটের মতে সোমালি সরকারের বহু কর্মকর্তা ও সামরিক অফিসাররাও নিরাপত্তার আশায় মুজাহিদদের অর্থ প্রদান করে থাকেন।

অপরদিকে সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন মুজাহিদীন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার। তারা প্রাণিসম্পদ, উৎপাদিত ফসল ও পানির সম্পদ ব্যবহারের জন্য শরিয়াহ নির্ধারিত রাজস্ব (ওশর) সংগ্রহ করে থাকেন। মুজাহিদ সংগঠনের মতে, যারা নদী ও খালের পানি সেচের সাহায্যে কৃষিকার্য করেন কেবলমাত্র তারাই এর জন্য নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করেন।

সোমালিয়ার জনগণের মতে, মুজাহিদদের রাজস্ব প্রদান করলে দেশের সমগ্র জনগণ উপকৃত হতে পারে। মুজাহিদরা সংগৃহীত অর্থ যথাযথভাবে বন্টন ও সেবা খাতে ব্যয় করেন। মুরতাদ সরকারের বিপরীতে মুজাহিদরা সাধারণ মানুষকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করেন। আফ্রিকার এই ইসলামী ইমারত ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেওয়ার ফটো-ভিডিও বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ায় তুলে ধরেছেন। মুজাহিদরা কীভাবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ সফলভাবে মীমাংসা করেন এবং লেবু বা অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন সুষ্ঠু নিয়মাধীন করেন—তাও উল্লেখিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। কিছুদিন আগে দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধরত দুটি সম্প্রদায়ের মাঝে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হওয়ার বিষয়টিও বিশ্ববাসীর হৃদয় ছুঁয়েছে।

সর্বোপরি মুজাহিদগণ সোমালিয়ার সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের অধীনে ইসলামী শাসনের ছায়াতলে থাকতে পারাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করেন। সোমালিয়ার জনগণ ও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এক দেহে পরিণত হয়েছেন। প্রতিবেদনকারীদের মতে, যেখানে সোমালিয়ার জনগণ থাকবে সেখানে আশ-শাবাব মুজাহিদিনের অর্থপ্রাপ্তির কোনো অসুবিধা হবে না।
প্রতিবেদনটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আফগানিস্তানে তালেবানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারতের মতোই হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ধারাবাহিক ও একনিষ্ঠভাবে সোমালিয়াতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, এবং অচিরেই হয়তো তাঁদের নেতৃত্বে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে।

মুজাহিদ সমর্থক মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা সাইবার ব্রিগেডের হ্যাককৃত ফরাসী সাইটের ২০০০ এর বেশি সদস্য ও ক্লায়েন্টের ইমেইল, পাসওয়ার্ড, নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে।

আল ফিরদাউস বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে –

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা সাইবার ব্রিগেডের পক্ষ থেকে হ্যাককৃত ফরাসী সাইটের ২০০০ এর বেশি সদস্য ও ক্লায়েন্টের ইমেইল, পাসওয়ার্ড, নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/11/01/43835/

শাম | রাশিয়ান ও নুসাইরী সৈন্যদের ৩টি অবস্থানে মুজাহিদদের হামলা

সিরিয়ার ৩টি এলাকা দখলদার রাশিয়ান ও কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন।

'আল-আনসার' মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৩১ অক্টোবর সিরিয়ার আল-মালাজাহ, হাজারইন এবং দারুল কাবির এলাকাগুলোতে দখলদার রাশিয়ান ও কুখাদ্য শিয়া নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানগুলোতে তীব্র রকেট ও আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

আনসারুত তাওহীদের আর্টিলারি ও মিসাইল ব্যাটালিয়নের জানবাজ মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় অনেক দখলদার কুফ্ফার ও নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

উগান্ডার ৯ টি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে আল-কায়েদার হামলা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর ৯ টি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালিয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৩১ অক্টোবর শনিবার দক্ষিণ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার উগান্ডান সেনাবাহিনীর ৯টি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। রাজ্যটির ৭টি শহর ও ২টি এলাকায় অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে এসব হামলা চালানো হয়েছে।

শহর ও গ্রামগুলো হল- বড়াভি, পুলোমেরি, কারয়ুলি, শালানবুদ, জানালি, আম্বারিস, জালউন, দানু ও পোলো_লৌ।

এসব শহর ও গ্রামগুলোতে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনী ঘাঁটিগুলোতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত তীব্র হামলায় অনেক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর বেশ কিছু যানবাহন ও যুদ্ধাস্ত্র।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মেয়র ও ডিপুটি মেয়রসহ ৬ সৈন্য হতাহত

বাইবুকুল রাজ্যে সোমালীয় সরকারের বিশেষ একটি দলকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে মেয়র ও ডিপুটি মহরসহ ৬ সৈন্য হতাহত হয়েছে। সূত্র: শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী

খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৩১ অক্টোবর সোমালি সরকারের একটি বিশেষ দলকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে সোমালি সরকারের কনসাহদিরি শহরের ডেপুটি মেয়র নিহত হয়েছে, যে ইব্রাহিম ইউসুফ নামে পরিচিত ছিলো।
পাশাপাশি হামলায় আরো ৪ সরকারী মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়েছিলো।

অপরদিকে শহরের মেয়র আবদুর রাজ্জাক শরীফ এই হামলায় আহত হয়েছিলো এবং মুরতাদ বাহিনীর এই বিশেষ দলটি যে সামরিক যান নিয়ে যাত্রা করে, তাও শাবাব মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়।

সোমালিয়ার বাইবুকুল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম বাকসাহিরি শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বরকতময়ী এই সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন।

খোরাসান | কাবুল বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, ২৫টি এলাকা বিজয়

আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে নিহত হয়েছে ১৪ সৈন্য, শত্রুমুক্ত করা হয়েছে ২৫টি এলাকা।

খবরে বলা হয়েছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন হেরাত প্রদেশের শিন্দাদ জেলায় ভারি হামলা চালিয়েছেন। ৩১ অক্টোবর মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন জেলাটিতে অবস্থিত কাবুল বাহিনীর ১টি ঘাঁটি ও ২টি চৌকি। এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে ১৪ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

এদিকে জেলাটিতে গত ২দিন যাবৎ মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় অনেক চৌকি ছেড়ে পালিয়েছে কাবুল সৈন্যরা, মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন জেলাটির ২৫টি এলাকা। ধারণা করা হচ্ছে খুব শীগ্রই মুজাহিদগণ জেলা শহরটি বিজয় করে নিবেন।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় অন্ততপক্ষে ৪৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

আফগানিস্তানের পৃথক ৩টি এলাকায় আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৪৩ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের বলখের প্রাদেশিক রাজধানীর বাংলা এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি সামরিক ইউনিটে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। ৩১ অক্টোবর শনিবার সকাল বেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত এই হামলায় ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ৫ মুরতাদ সৈন্য আহত এবং ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে রোজগান প্রদেশের দাহরাওয়াদ জেলায় তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হামলার চেষ্টা করে মুরতাদ কাবুল বাহিনী, এসময় মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে পড়ে কাবুল বাহিনী। যার ফলে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে ফারয়াব প্রদেশের কায়সার জেলাতেও হামলা চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালায় মুরতাদ বাহিনী, এখানেও কাবুল বাহিনী মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের শিকার হয়। যার ফলে ৬ কমান্ডো নিহত এবং ১০ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়।

অপরদিকে লোঘার প্রদেশের পাল-আলম এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে ট্যাঙ্ক ধ্বংসের পাশাপাশি ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।